উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শিলিগুড়ি ১৩ ভাদ্র ১৪৩২ শনিবার ৫.০০ টাকা 30 August 2025 Saturday 14 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 103

RP-Sanjiv Goenka Group
Growing Legacies

পুজো জমজমাটি
spencers -এ
শপিং ফাটাফাটি

LADIES KURTA ₹249 ONWARDS
MENS SHIRTS ₹299 ONWARDS
KIDS TEES ₹149 ONWARDS
GIRLS FROCK ₹399 ONWARDS
MENS SHOES ₹449 ONWARDS

order on Jiffy quick delivery
JA KICHU CHAI, TUK KORE PAAI
Also call to order 1800 123 6868

*₹1999 মূল্যের জামাকাপড় কেনাকাটার উপর পান ₹495 মূল্যের লা ওপালা কফি সেট (5 pcs) ফ্রি

*₹3999 মূল্যের জামাকাপড় কেনাকাটার উপর পান ₹899 মূল্যের সেলো বোল সেট (3 pcs) ফ্রি

GET ASSURED GIFTS ON YOUR PUJO FASHION PURCHASE

*₹5999 মূল্যের জামাকাপড় কেনাকাটার উপর পান ₹1850 মূল্যের লা ওপালা ডিনার সেট (16 pcs) ফ্রি

*₹9999 মূল্যের জামাকাপড় কেনাকাটার উপর পান ₹8440 মূল্যের অ্যারিস্টোক্র্যাট কেবিন ট্রলি ফ্রি

JOHN PLAYERS · Lee Cooper · NUMERO UNO · PUMA · DUKE STARDUST · CD LONDON CLOAK & DECKER From the House of MONTE CARLO · Zedd · NU TRENDZ · SASSAFRAS
Clovia · gatim · Sruti · KidCity · MINUTE MIRTH · Tango · asian · BAGSY MALONE · ...And many more.

RP-Sanjiv Goenka Group
Growing Legacies
spencers
My spencers Rewa₹ds
Shop More. Save More.
Shop for ₹3,300–₹4,000 → Save 3% extra (Max ₹100)
Shop for ₹4,001–₹5,000 → Save 4% extra (Max ₹200)
Shop for ₹5,001–₹10,000 → Save 6% extra (Max ₹600)
Visit Store or Log on to rewards.spencersretail.com
*T&C Apply.
পুজো জমজমাটি ঘরোয়া সামগ্রী ফাটাফাটি
BUY 1 GET 3 FREE*
ইনস্কেপস ডাবল বেডশিট
MRP ₹1499
GET AT ₹999*
লা ওপালা নোভো ডিনার সেট
(Set of 16pcs) MRP ₹1825
(*On shopping from Spencers worth ₹999)
GET AT ₹649*
ইনস্কেপস আল্ট্রাসনিক কমফর্টার
MRP ₹2999 (*On shopping from Spencers worth ₹999)
GET AT ₹1299*
অ্যারিস্টোক্র্যাট / সাফারি / ক্যামিলিয়ান্ট
55cm হার্ড ট্রলি-এর রেঞ্জ MRP ₹7199 Onwards
(*On shopping from Spencers worth ₹1299)
GET AT ₹999
গালা কুইক স্পিন মপ
MRP ₹1899
GET AT ₹499
জয়ো হানি লন্ড্রি বাস্কেট 50L
MRP ₹1355
পুজো জমজমাটি ঘরোয়া সামগ্রী ফাটাফাটি
BUY 1 GET 1 FREE*
লুজ মেলামাইন-এর রেঞ্জ
GET AT ₹599
সেলো গ্লাস লাঞ্চ বক্স (Set of 3pcs)
MRP ₹1299
GET AT ₹499
ডেলিবোহেমি হুইস্কি গ্লাস 330ml (Set of 6)
MRP ₹1799
GET AT ₹399
জয়ো কিচেন ক্লাসিক কন্টেনার 6-11L
MRP ₹1036
GET AT ₹999
ব্র্যান্ডেড 2-জার মিক্সার গ্রাইন্ডার 500W
MRP ₹4199
GET COMBO @ ₹149
উইপ্রো 9W + 14W এলইডি বাল্ব
MRP ₹240
পুজো জমজমাটি ক্লিনিং ফাটাফাটি
GET ₹250 OFF
লিকুইড ডিটারজেন্ট–এর রেঞ্জ 2-4L
MRP ₹718 Onwards
GET ₹274 OFF
সার্ফ এক্সেল ইজি ওয়াশ ডিটারজেন্ট
পাউডার 7kg MRP ₹1030
GET 1.8L VIM FLOOR CLEANER WORTH ₹395 FREE*
FREE*
(*On purchase of vim liquid dishwasher 2L)
GET ₹30 OFF
মসকিউটো রিপেলেন্ট-এর রেঞ্জ
MRP ₹325
UP TO 30% OFF
টুথপেস্ট–এর রেঞ্জ
MRP ₹140 Onwards
UP TO ₹150 OFF
মাল্টিপ্যাক সাবান–এর রেঞ্জ
MRP ₹190 Onwards
পুজো জমজমাটি গ্ল্যামার ফাটাফাটি
50% OFF
পারফিউম ও ডিওডোর‍্যান্ট-এর রেঞ্জ
MRP ₹250 Onwards
50% OFF
শ্যাম্পু-এর রেঞ্জ
MRP ₹345 Onwards
UP TO 30% OFF
হেয়ার কালার-এর রেঞ্জ
UP TO 33% OFF
কালার কসমেটিক্স-এর রেঞ্জ
UP TO 50% OFF
ফেসওয়াশ ও ক্লিনজার-এর রেঞ্জ
UP TO 50% OFF
ফেস ক্রিম-এর রেঞ্জ
পুজো জমজমাটি পার্টি ফাটাফাটি
FLAT 50% OFF
বিস্কুট–এর রেঞ্জ
MRP ₹100 Onwards
GET AT ₹225
প্রভুজী স্ন্যাক্স–এর রেঞ্জ 900g
MRP ₹300
BUY 2 GET 1 FREE*
চিপস্–এর রেঞ্জ
MRP ₹40 Onwards
BUY 1 GET 1 FREE*
পেপার বোট জুসের রেঞ্জ
MRP ₹150 Onwards
15% OFF
চা পাতার রেঞ্জ
MRP ₹280 Onwards
₹5 OFF
সফট্ ড্রিংক্স–এর রেঞ্জ (On coke range)
MRP ₹40
পুজো জমজমাটি ভোজ ফাটাফাটি
BUY 1 GET 1 FREE*
ক্যাচ পোস্তদানা 100g
MRP ₹335
GET AT ₹699/399
ইন্ডিয়া গেট সুপার বাসমতী চাল 5kg/
স্মার্ট চয়েস বাঁশকাটি চাল 5kg MRP ₹1099/520
GET AT ₹239
GET ₹20* OFF ON EDIBLE OIL
আশীর্বাদ হোল হুইট আটা 5kg
MRP ₹278 (*Except Fortune oil)
BUY 2 GET 1 FREE*
ফর্চুন ডালের রেঞ্জ
GET AT ₹410/449
ডাবল টিক্ আমেরিকান আমন্ড
500g / কাজু 500g MRP ₹699/950
GET AT ₹165/107
স্মার্ট চয়েস সর্ষের তেল 1L/
7 স্টার সয়াবিন তেল 750g MRP ₹210/160
T&C Apply. Images shown here are for representation purpose only, actual product may differ in appearance. Spencers reserves its sole and absolute right to terminate, modify or extend, at its absolute discretion, without any prior notice and without any liability (present or future), without assigning any reason the terms & conditions, whatsoever. Offer valid at select stores till stocks last. All the Offers communicated will be offered as value discounts in the customers invoice. All Products may not be available Online. For detailed Terms & Conditions please visit www.spencers.in/App/Terms&conditions. Follow us on | Customer Care No. 1800 103 0134

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৭৯,৮০৯.৬৫ (-২৭০.৯২)
নিফটি : ২৪,৪২৬.৮৫ (-৭৪.০৫)

শোভন-রত্নার বিবাহবিচ্ছেদ মামলা খারিজ
৮ বছর ধরে মামলা চলার পর শুক্রবার বিবাহবিচ্ছেদের মামলা খারিজ হয়ে গেল শোভন ও রত্নার। শোভন অবশ্য এই মামলা নিয়ে উচ্চ আদালতে যেতে চান বলে জল্পনা চলছে। » ৯

বাণিজ্য-মহাকাশে জোটবদ্ধ দিল্লি-টোকিও
ভারতীয় পণ্যের বিকল্প বাজার তৈরির লক্ষ্যে যে ৪০টি দেশকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে তার অন্যতম হল জাপান। টোকিওয় দ্বিপাক্ষিক শিখর বৈঠকের পর দু'দেশের মধ্যে ৫টি মউ স্বাক্ষরিত হয়েছে। » ৯

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
৩২°	২৫°	৩২°	২৬°	৩২°	২৬°	৩১°	২৬°

অতীনের বাড়িতে সিবিআইয়ের হানা
আরজি করের আর্থিক দুর্নীতি মামলার তদন্তে কলকাতা পুরসভার ডেপুটি মেয়র অতীন ঘোষের বাড়িতে হানা দিল সিবিআই। » ৯

শিলিগুড়ি ১৩ ভাদ্র ১৪৩২ শনিবার ৫.০০ টাকা 30 August 2025 Saturday 14 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 103

বন্দি খাঁচায় জীবন খোঁজে ওরা

শুধুই ব্যবসা, নিরাপত্তা-পরিচ্ছন্নতা নিয়ে চরম উদাসীনতা

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ২৯ অগাস্ট : এই তো মাসকয়েক আগেকার কথা। রাতের বেলায় মহানন্দা সেতুর কাছে বাস থেকে নেমে বাড়ির লোকের জন্য অপেক্ষা করছিলেন হাকিমপাড়ার প্রমীলা দে। কোলাহল তেমন নেই। যানজট কমে এসেছে। পেছন থেকে হঠাৎ একটি শব্দ কানে এল তাঁর। পেছনে তাকিয়ে বুঝতে পারলেন শাটার বন্ধ থাকা একটি দোকানের ভেতর থেকে ভেসে আসছে কুকুরছানার কান্নার আওয়াজ। দোকানটিতে পোষ্য বিক্রি হয়। ছোট থেকেই কুকুরের প্রতি গভীর মায়া তাঁর। কিন্তু সেদিন নিরুপায় ছিলেন। শুক্রবার সেই কথা ফোনে বলতে বলতে গলা ভারী হয়ে আসছিল প্রমীলার। তাঁর কথায়, 'যদি সেদিন কিছু করতে পারতাম, তাহলে খুব ভালো হত। এভাবেই হয়তো রোজ কোনও না কোনও দোকান থেকে কান্না ভেসে আসে। সারারাত বন্ধ দোকানে বন্দি হয়ে থাকে ওরা। খুব কষ্ট হয়।'

সারমেয়দের নিয়ে সুপ্রিম নির্দেশের পর থেকে বিভিন্ন জায়গায় আন্দোলন হয়েছে। রাস্তায় নেমেছে পশুপ্রেমী সংগঠন, সাধারণ মানুষ। প্রতিবাদের আঁচ পড়েছে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জায়গার পাশাপাশি শিলিগুড়িতে। অথচ দিনের পর দিন পোষ্য বিক্রি হওয়া দোকানগুলোতে যে উদাসীনতা চলছে, তা নিয়ে খুব একটা সরব হতে দেখা যায় না মানুষকে। দিনভর খাঁচায় বন্দি থাকে কুকুর, পাখি, খরগোশ সহ নানা প্রাণী। বহু দোকানে একটি খাঁচাতেই রাখা হয় একাধিককে। নড়াচড়ার মতো জায়গাটুকুও নেই। রাতে শাটার নামানোর আগে সেই সমস্ত খাঁচা ভেতরে ঢুকিয়ে রাখেন ব্যবসায়ীরা। বন্ধ দোকানে হাওয়া-বাতাস ঠিকঠাক ঢুকছে তো? আচ্ছা, রাতে যদি কোনও অঘটন ঘটে। যদি আগুন লেগে দাউদাউ করতে জ্বলতে থাকে চারপাশ।

এরপর আটের পাতায়

একটি সংস্থার জন্য দেশজুড়ে তল্লাশি

নেহরু রোডে আয়কর হানা

উত্তরবঙ্গ ব্যুরো

২৯ অগাস্ট : শিলিগুড়ি শহর ও কিশনগঞ্জ সহ দেশের বিভিন্ন জায়গায় একযোগে হানা দিল আয়কর বিভাগ ও এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। দেশজুড়ে একটি কোম্পানির একাধিক শপিং মল, বিলাসবহুল হোটেল, বাইকের শোরুম, চা বাগান, গোডাউন ছড়িয়ে রয়েছে। আয়কর বিভাগ এবং ইডি এদিন যৌথভাবে সেই সমস্ত জায়গায় হানা দেয়।

শিলিগুড়ির নেহরু রোডের একটি অ্যাপার্টমেন্টের তৃতীয় তলায় ফ্ল্যাট ছিল ওই কোম্পানির এমডি রাজকরণ দফতরির। অ্যাপার্টমেন্টের নীচে দুটো দোকানঘর এখনও তাঁর নামে রয়েছে। সেগুলো দেখাশোনা করেন পঙ্কজ নামে রাজকরণের এক আত্মীয়। বর্তমানে দুটি দোকানঘরের একটিতে ঠান্ডা পানীয়ের গোডাউন ভাড়া রয়েছে। সেই ঘরে দীর্ঘক্ষণ তল্লাশি চালায় আয়কর বিভাগের একটি টিম। পঙ্কজের সম্পর্কেও খোঁজখবর নেওয়া হয়। শিলিগুড়ির এই দোকানঘরে সকাল থেকে তল্লাশি চালানোর পর বিকেলের দিকে আয়কর বিভাগের দলটি বেরিয়ে যায়। যদিও বেরোনোর সময় দলের কেউ বক্তব্য দিতে চাননি।

রাজস্থান ও গুজরাটেও সংস্থার বিভিন্ন জায়গায় এদিন হানা দিয়েছে আয়কর বিভাগ ও ইডি। এদিকে, দেশজুড়ে চলা এই অভিযানে নাম জুড়েছে তৃণমূলেরও। গোয়ালপোখর থানার পাঞ্জিপাড়ায় তৃণমূল কংগ্রেসের পঞ্চায়েত সদস্য মহম্মদ জাহিদুলের বাড়িতেও এদিন আয়কর হানা হয়। মোটা অঙ্কের লেনদেনের সূত্র ধরে জাহিদুলের বাড়িতে আয়কর হানা দেয়।

আয়কর বিভাগের টিম চলে যাওয়ার পর জাহিদুল দাবি করেন, 'গোয়ালপোখর এলাকা থেকে শ্রমিকদের নিয়ে রাজকরণ দফতরির কোম্পানিতে পাঠাতাম। শ্রমিকরা চা বাগান ও ফ্যাক্টরিতে কাজ করতেন। তাঁদের মজুরি আমার অ্যাকাউন্টে আসত। এর বাইরে কোনও অনিয়ম নেই। আমি সব তথ্য আধিকারিকদের জানিয়েছি।'

অন্যদিকে, শিলিগুড়ির নেহরু রোডে এদিন সকালে আয়কর হানা নিয়ে চাঞ্চল্য তৈরি হয়। প্রথমেই আয়কর বিভাগের টিম অ্যাপার্টমেন্টের তিনতলায় যায়। সেখানে ফ্ল্যাট তালাবন্ধ দেখে অ্যাপার্টমেন্টের বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলেন তাঁরা। জানা গিয়েছে, প্রথম থেকে পঙ্কজই ওই ফ্ল্যাটের দেখাশোনা করতেন। অ্যাপার্টমেন্টের নীচে পঙ্কজের চা পাতার দোকান ছিল। সেই সূত্র ধরে যাওয়া-আসা করতেন রাজকরণ। এলাকার ব্যবসায়ী অমিত আগরওয়ালের কথায়, 'বছরখানেক আগে পঙ্কজ তাঁর চা পাতার দোকান সংলগ্ন একটি গলিতে সরিয়ে নিয়ে যান। একটি দোকানঘর ঠান্ডা পানীয় স্টোর করার জন্য দেন নয়াবাজারের এক ব্যবসায়ীকে।' এদিনের অভিযান প্রসঙ্গে পঙ্কজ কোনও বক্তব্য দিতে চাননি।

কিশনগঞ্জে এদিন কোম্পানির পশ্চিমপালি, নেমচাঁদ রোড ও ভগতটোলি রোডের অফিস ছাড়াও গোটা চারেক শপিং মল, বিলাসবহুল আবাসিক হোটেল, কোম্পানির হাতে থাকা নামী ব্র্যান্ডের বাইকের শোরুম, চা বাগান, চা ফ্যাক্টরিতে অভিযান চালানো হয়। সকালে পাটনা থেকে শতাধিক গাড়িতে আয়কর বিভাগ ও কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার আধিকারিকরা কিশনগঞ্জে আসেন। প্রত্যেকটি জায়গা আধাসামরিক বাহিনী ঘিরে রেখেছিল।

আয়কর বিভাগের তল্লাশি চলছে। শুক্রবার।

রাজকরণ রাজস্থানের সর্দারনগরের আদি বাসিন্দা। বছর তিরিশ আগে পাইকারি কাপড়ের ব্যবসার সূত্র ধরেই কিশনগঞ্জের সঙ্গে যোগাযোগ হয় রাজকরণের। তাঁর হাত ধরেই বিহারের পোঠিয়া ব্লকের কালীদাস কিসমত গ্রামে প্রথম চা বাগান হয়। চা বাগানকে নিয়ে আদিবাসীদের সঙ্গে বহু বিবাদেও নাম জড়িয়েছে রাজকরণের।

আয়কর হানায় রাজকরণ দফতরির পাশাপাশি জয়করণ দফতরির নামও উঠে এসেছে। তিনিও ওই কোম্পানির অংশীদার। ওই কোম্পানির কয়েকটি শপিং মল রয়েছে। গত কয়েকবছরে রাজকরণের কাপড়ের ব্যবসা থেকে দ্রুতগতিতে রিয়েল এস্টেট ব্যবসায় 'টাইকুন' হয়ে ওঠার চর্চাও রয়েছে শহরে।

সাদা চোখে সাদা কথায়

নাকে খত আমলাদের, মেধা পচে 'মধুভাণ্ডে'

গৌতম সরকার

বিজেপি ক্ষমতায় এলে নাকি জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের বিডিওকে দলের কোন মণ্ডল সভাপতির পায়ের তলায় বসে থাকতে হবে। হুমকিটা দিয়ে রাখলেন বাপি গোস্বামী। জলপাইগুড়ির বিজেপি নেতা। তৃণমূলের বিরুদ্ধে আমলাকুলকে দলদাসে পরিণত করে রাখার অভিযোগটা তোলে বিজেপিই। শাসনদণ্ড হাতে পেলে বাংলায় তাঁরা যে একই পথে হাঁটবেন, তারই আভাস দিলেন বাপি।

রাজনৈতিক নেতাদের মুখঝামটা, এমনকি লাথি-ঝাঁটা খাওয়ার উদাহরণ কম নেই অফিসারদের। বেচারা আইএএস, আইপিএস আধিকারিকরা। যাঁরা একেকজন পড়াশোনায় উজ্জ্বল নক্ষত্র। সর্বভারতীয় কঠিন পরীক্ষায় উতরে প্রশাসনের দায়িত্ব নিয়েছেন। সেই তাঁরাই কি না ক্ষমতাসীন দলের তল্পিবাহক। নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ সত্ত্বেও চার অফিসারকে সাসপেন্ড না করাটা তৃণমূলের অ্যাজেন্ডা। সেই অ্যাজেন্ডা পূরণে কমিশনের সঙ্গে সংঘাতে যেতে বাধ্য করা হল রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ পন্থকে।

নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে পক্ষপাতের অভিযোগ আছে। কিছু কিছু অভিযোগ অমূলক নয় বলেই মনে হয়। কিন্তু কমিশন তো সাংবিধানিক সংস্থা। তার নির্দেশ অমান্য করলে সাংবিধানিক পরিকাঠামোটিই যে চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে। রাজনৈতিক দল যা খুশি বলতে পারে। কিন্তু আমলারা সংবিধানের বিধি ব্যবস্থায় চলতে আইনত বাধ্য যে। মনোজ পন্থ সুভদ্র, অমায়িক। যাঁর প্রশাসনিক দক্ষতার প্রশংসা করে থাকেন বিরোধী দলের নেতা অধীর চৌধুরীও।

পন্থের মতো মেধাবী অফিসারকুলের সরকারি দলের

এরপর আটের পাতায়

আজই দাগিদের তালিকা প্রকাশ

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ২৯ অগাস্ট : যে কাজটি আটকে ছিল মাসের পর মাস, সুপ্রিম কোর্টের ধাক্কায় একদিনের মধ্যে তার সুরাহা হল। 'অযোগ্য' চিহ্নিত করে ২০১৬ সালে নিযুক্ত শিক্ষকদের তালিকা শনিবার প্রকাশ করবে স্কুল সার্ভিস কমিশন (এসএসসি)। ওই তালিকা প্রকাশের জন্য বৃহস্পতিবার ৭ দিন সময় দিয়েছিল শীর্ষ আদালত। শুক্রবারই আদালতে দাঁড়িয়ে এসএসসি'র আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় জানালেন, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ওই তালিকা জানিয়ে দেওয়া হবে।

এসএসসি'র ওয়েবসাইটে তালিকাটি দেখা যাবে। আগামী ৭ এবং ১৪ সেপ্টেম্বর নির্ধারিত দিনেই এসএসসি'র নিয়োগ পরীক্ষা হবে বলে জানিয়ে বিচারপতি সঞ্জয় কুমার এবং বিচারপতি সতীশচন্দ্র শর্মার ডিভিশন বেঞ্চ শুক্রবার ফের নির্দেশ দেয়, 'দাগি' অযোগ্যরা যাতে কোনওভাবেই পরীক্ষায় না বসতে পারেন, সেটা নিশ্চিত করতে হবে এসএসসিকেই।

এসএসসি পরীক্ষা নির্ধারিত দিনেই

পরে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু বলেন, 'সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনেই আমরা এসএসসিকে কাজ করতে বলব। রাজ্যের আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় যে গাইডলাইন দেবেন, সেই অনুযায়ী আমরা পরবর্তী পদক্ষেপ করব।' মামলাকারীদের আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য বলেন, 'এটা আগেই প্রকাশ করা উচিত ছিল। এখন প্রকাশ করলে আরও কত তথ্য বেরিয়ে আসবে দেখা যাক।'

স্কুল সার্ভিস কমিশনের হিসাবে বরখাস্ত শিক্ষকদের মধ্যে অযোগ্য হিসাবে চিহ্নিতের সংখ্যা প্রায় ১,৯০০। যোগ্য শিক্ষকদের তরফে শুক্রবার শুনানিতে আন্দোলনকারী নেতা চিন্ময় মণ্ডল বক্তব্য রাখতে চাইলে তাঁকে কড়া ভাষায় ভর্ৎসনা করে ডিভিশন বেঞ্চ। বিচারপতিরা বলেন, আদালত সমাবেশের মঞ্চ নয়। চিন্ময়ের উদ্দেশে বিচারপতি শর্মাকে বলতে শোনা যায়, 'আপনি কি মামলা করেছেন? পিছনে গিয়ে বসুন। এটা কোনও গণমঞ্চ নয়।'

তবে ফের তিনি স্পষ্ট করে বলে দেন, 'অযোগ্য বলে চিহ্নিত একজনও পরীক্ষায় বসতে পারবেন না।' বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য অবশ্য বলেন, 'না আঁচালে বিশ্বাস নেই। *এরপর আটের পাতায়*

হামলায় কালিমালিপ্ত রাহুল গান্ধির ছবি। -সংবাদচিত্র

কংগ্রেস দপ্তরে পদ্মর হামলা

রিমি শীল

কলকাতা, ২৯ অগাস্ট : খাস কলকাতায় কোনও দলের রাজ্য দপ্তরে বেনজির হামলা। প্রদেশ কংগ্রেসের সদর দপ্তর বিধান ভবনে বিজেপির পতাকা হাতে হামলা করে একদল লোক। কংগ্রেসের পতাকায় আগুন দেয়। রাহুল গান্ধি, মল্লিকার্জুন খাড়গে প্রমুখ দলের সর্বভারতীয় নেতাদের ছবিতে কালি লেপে দেওয়া হয়। দপ্তরে উপস্থিত কংগ্রেস কর্মী ও সমর্থকরা আক্রান্ত হন। সমাজমাধ্যমে লাইভ করতে করতে ওই হামলা চলে। অভিযোগ, বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী-ঘনিষ্ঠ যুবনেতা রাকেশ সিংয়ের নেতৃত্বে হামলাটি হয়েছে।

জেলা স্তরে কিংবা গ্রামগঞ্জে বিভিন্ন দলের দপ্তরে ভাঙচুর, হামলার ঘটনা প্রায়ই ঘটে। কিন্তু কলকাতায় রাজ্য দপ্তরে এমন হামলার নজির নেই। রাজনৈতিক সৌজন্য হারিয়ে এই হামলা নিয়ে তাই বিভিন্ন স্তরে সমালোচনার ঝড় উঠেছে। ঘটনাটি কংগ্রেসকেও ঐক্যবদ্ধ করে দিয়েছে। প্রদেশ নেতৃত্ব থেকে দূরত্ব থাকলেও হামলাকারীদের কড়া ভাষায় হুঁশিয়ারি দিয়েছেন কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য অধীর চৌধুরী।

তাঁর ভাষায়, 'কোনও মস্তানি বরদাস্ত করব না। প্রয়োজনে পালটা ঘেরাও হবে। প্রদেশ কমিটির সদর দপ্তর কংগ্রেসের দলীয় পরিচয় বহন করে। সেখানে আক্রমণ হলে কংগ্রেস কর্মীরা একজোট হয়ে মোকাবিলা করবেন। দরকার হলে পাহারা দেওয়া হবে। সতর্ক থাকো বিজেপি। বাংলায় একতরফা কিছু হবে না।'

বিহারে কংগ্রেসের 'ভোটার অধিকার যাত্রা'র মঞ্চ থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নামে কুমন্তব্য করার অভিযোগ ওঠায় প্রতিবাদ জানাতে প্রদেশ কংগ্রেস দপ্তরে এই ভাঙচুর রাজ্য রাজনীতিতে বিরল ঘটনা। এর আগে কবে কোনও রাজনৈতিক দলের সদর দপ্তরে হামলা হয়েছে, তা অনেকেই মনে করতে পারছেন না। ঘটনার পর প্রদেশ কংগ্রেস দপ্তরে পৌঁছে দেখা যায়, বাইরে রাহুল গান্ধির কাটআউটে কালি লাগানো।

রাজ্য রাজনীতিতে বেনজির

পুলিশ জায়গাটি ব্যারিকেড করে দিয়েছে। পাশেই দগ্ধ অবস্থায় পড়ে ছিল কংগ্রেসের পতাকা, টায়ার। সেই জায়গায়তেও পুলিশের 'ডু নট ক্রস দ্য লাইন' মার্ক করা ফিতে লাগানো। প্রদেশ অফিসে ঢুকে বাঁদিকেই পরপর সাজানো থাকে কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে ছাড়াও রাহুল গান্ধি, কেসি বেণুগোপাল, গোলাম আহমেদ মির,

এরপর আটের পাতায়

এডিশন স্পেশাল

সমবায় ব্যাংকের ম্যানেজার সাসপেন্ড

» চারের পাতায়

দ্বন্দ্বে দেরি পরীক্ষায়

» পাঁচের পাতায়

মৃন্ময়ীকে আদল দিতে ব্যস্ত শিল্পী। শুক্রবার শিলিগুড়ির কুমোরটুলিতে। ছবি : সঞ্জীব সূত্রধর

হাতির করিডরে প্লাস্টিকে বিপদ

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ২৯ অগাস্ট : প্রতি সপ্তাহে জঙ্গলে হাতির করিডরে বসছে হাট। প্রচুর মানুষের আনাগোনা সেখানে। প্লাস্টিকের যথেচ্ছ ব্যবহার। চারদিকে ছড়ানো-ছেটানো থাকে মদের বোতল। সেই পলিথিন যাচ্ছে হাতি সহ অন্যান্য বন্যপ্রাণের পেটে। দিনের পর দিন একই ঘটনা ঘটে চলেছে সরস্বতীপুরে।

পাশে নিম ও সরস্বতীপুর বিট। বন দপ্তরের বৈকুণ্ঠপুর ডিভিশনের দুটো বিটের কতারা যেন চোখ বুজে রয়েছেন। সবকিছু জেনেও যেন বিপদের মুখে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে বন্যপ্রাণীদের। তবে শুধু বন দপ্তরকে একা কাঠগড়ায় তুললে হবে না, দায় অস্বীকার করতে পারে না স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ। কারণ, এলাকা থেকে নিয়মিত বর্জ্য অপসারণ এবং প্রক্রিয়াকরণের ব্যবস্থা নেই।

কয়েক সপ্তাহ ধরে সরস্বতীপুর চা বাগান কর্তৃপক্ষ এবং কয়েকটি পশুপ্রেমী সংস্থা এলাকায় গিয়ে হাট শেষের পর জঞ্জাল সাফাই শুরু করেছে। পরিস্থিতি দেখে তাদের মাথায় হাত। দেখা গিয়েছে, প্রতি সপ্তাহে গড়ে ৭০ থেকে ৮০ কেজি করে প্লাস্টিক উদ্ধার হচ্ছে। মিলছে প্রচুর সংখ্যক মদের বোতল। এপ্রসঙ্গে কথা বলতে বন দপ্তরের বৈকুণ্ঠপুর ডিভিশনের ডিএফও রাজা এম-এর সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলে তাঁর ফোন পরিষেবা সীমার বাইরে থাকায় বক্তব্য পাওয়া যায়নি। মান্তাদারি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান অর্চনা রায়ের অবশ্য দাবি, বর্জ্য তোলার ব্যবস্থা আছে। প্রক্রিয়াকরণও হয়। তাঁর বক্তব্য, 'আমাদের গাড়ি নির্দিষ্ট দিনে গিয়ে আবর্জনা তুলে আনে। ভোরের আলোর কাছে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টের ব্যবস্থা রয়েছে। সেখানেই নিয়ে যাওয়া হয় জঞ্জাল।'

বন দপ্তরের বৈকুণ্ঠপুর ডিভিশনের সরস্বতীপুর বিটের

সরস্বতীপুরে হাটের পর সংগ্রহ করা হচ্ছে আবর্জনা।

হুঁশ নেই

- বৈকুণ্ঠপুর ডিভিশনের সরস্বতীপুর বিটের মান্তাদারি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ওই হাট দীর্ঘদিনের পুরোনো
- চারদিকে জঙ্গল ঘেরা হাটটিতে অবাধে প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগ, পলিথিনের সামগ্রীর ব্যবহার
- অভিযোগ, নিয়মিত বর্জ্য অপসারণ ও প্রক্রিয়াকরণের ব্যবস্থা নেই
- সম্প্রতি সাফাই অভিযান করছে কিছু সংগঠন, রোজ গড়ে ৭০ থেকে ৮০ কেজি প্লাস্টিক উদ্ধার হচ্ছে সেখানে

অন্তর্গত মান্তাদারি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার এই হাট বহুদিনের পুরোনো। প্রতি রবিবার সেখানে আশপাশের কয়েকটি বনবস্তি ও গ্রামের বাসিন্দারা আসেন। চারদিকে জঙ্গল ঘেরা হাটটিতে অবাধে ব্যবহার হয় প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগ,

এরপর আটের পাতায়

অস্থিরতায় বন্ধ চিলাহাটি, আঁধারে মিতালি

বছরখানেক আগে ভারত-বাংলাদেশের স্থলবন্দর দিয়ে যাত্রা বন্ধ হওয়ায় মিতালি এক্সপ্রেসের ভবিষ্যৎ নিয়ে আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল। সেই আশঙ্কা বাস্তবে পরিণত হয়েছে বাংলাদেশের নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয়ের চিলাহাটি স্থলবন্দর বন্ধের ঘোষণায়।

উত্তরবঙ্গ সংবাদ স্পেশাল

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি, ২৯ অগাস্ট : ট্রেনের কু-ঝিকঝিকের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ভাঙাচোরা কামরার জানলাগুলোর শব্দ ফাঁকা মাঠের অন্যপ্রান্ত থেকেও শোনা যাচ্ছিল। ঢাকা থেকে অনবরত ঝাঁকুনিতেও কামরায় জমা পুরু আস্তরণের ধুলো তখনও উড়ে যায়নি। ২০২৪-এর ১০ ডিসেম্বর ভগ্নহৃদয়ে বন্ধুত্বের ট্রেন যখন হলদিবাড়ির খালপাড়া সীমান্তের ফটক পার হচ্ছিল তখনই মিতালির ভাগ্যরেখায় অনিশ্চয়তার দাগ পড়েছিল। বছরখানেক আগে বন্ধ হওয়া দরজা শুধু মিতালির ভবিষ্যৎ লেখেনি, বিপুল বাণিজ্য সম্ভাবনার ইতিহাস। লিখেছিল ভারত-বাংলাদেশের সেই ইতিহাসের নতুন অধ্যায় লেখা হল বৃহস্পতিবার, বাংলাদেশের নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয়ের চিলাহাটি স্থলবন্দর বন্ধ করে দেবার ঘোষণার মধ্য দিয়ে। কোচবিহারের হলদিবাড়ি সীমান্তের ওপারে থাকা নীলফামারির ডোমার উপজেলার ওই বন্দর বন্ধের ঘোষণা দুই দেশের বহু মানুষের আশায় জল ঢেলে দিল।

উদ্বোধনী যাত্রায় সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে ঢোকার মুহূর্তে। মিতালি এক্সপ্রেসের ফাইল চিত্র।

চিলাহাটি বন্ধের খবরে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন নর্থবেঙ্গল এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক ব্রিজকিশোর প্রসাদ। তাঁর কথায়, 'ওই বন্দর বন্ধে এখনই কোনও প্রভাব পড়বে না। তবে আমাদের যাবতীয় ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ভেস্তে গেল বলা যায়। একটি বন্দরকে কার্যকর করতে বহু কাঠখড় পোড়াতে হয়। দিল্লি, ঢাকায় দফায় দফায় দাবির পর মিতালি চালু করা গিয়েছিল।

এরপর আটের পাতায়

Corrigendum for
eNIT No.- 03(e)/EO/K-I PS of 2025-2026, Date-11.08.25 by the E.O Kaliachak-I PS, Malda on behalf of P&RD Dept., Govt. West Bengal. Intending bidders are requested to visit the website www.wbtenders.gov.in/www.malda.gov.in for details. Last date of Tender submission 02.09.2025 upto 18:00 hours.
E.O,
Kaliachak-I PS, Malda.

চেক হস্তান্তর এলআইসির

নিউজ ব্যুরো

২৯ অগাস্ট : শুক্রবার এলআইসির সিইও ও এমডি আর দুরাইস্বামী, কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনের হাতে ৭,৩২৪.৩৪ কোটি টাকার লভ্যাংশের চেক তুলে দেন। এই অর্থটি শেয়ার অনুযায়ী ভারত সরকারের লভ্যাংশের অংশ। গত ২৬ অগাস্ট অনুষ্ঠিত এলআইসির বার্ষিক সাধারণ সভায় লভ্যাংশটি শেয়ারহোল্ডারদের দ্বারা অনুমোদিত হয়। ৬৯তম বর্ষে পড়া এলআইসির ৩১/০৩/২০২৫ তারিখ পর্যন্ত সম্পদভিত্তি দাঁড়িয়েছে ৫৬.২৩ লক্ষ কোটি টাকা। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রের আর্থিক পরিষেবা দপ্তরের সচিব নাগারাজু এম, যৌথ সচিব ডঃ প্রশান্তকুমার গোয়েল। এলআইসির পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন সত পাল ভানু (এমডি), দিনেশ পান্ত (এমডি), রত্নাকর পট্টনায়েক (এমডি), জেপিএস বাজাজ (জেডএম-উত্তরাঞ্চল) প্রমুখ।

ভারত মশলার প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন

কটক, ২৯ অগাস্ট : সম্প্রতি বারাং রামদাসপুরের ভারত মশলা কোম্পানি প্রাঙ্গণে জয় ভারত ফাউন্ডেশন ভারত মশলার প্রতিষ্ঠা দিবসের আয়োজন করেছিল। সেখানে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন রাজ্যসভার সাংসদ শুভাশিস খুন্তিয়া। বন্দরগুলোতে পরিকাঠামোর অভাবে ভারত মশলা বিদেশে পৌঁছাতে পারে না। এই সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিলেন সাংসদ। সুরেন্দ্রনাথ পান্ডা এবং সুশান্তকুমার পান্ডার ভারত মশলা আজ একটি ব্র্যান্ড হয়ে দাঁড়িয়েছে। করোনা অতিমারি কিংবা প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় ওড়িশার মানুষদের পাশে দাঁড়িয়েছিল এই কোম্পানি।

২০২৬-এ আইপিও ছাড়ার পরিকল্পনা জিও'র

নিউজ ব্যুরো

২৯ অগাস্ট : দেশের বৃহত্তম টেলিকম অপারেটর সংস্থা, রিলায়েন্স জিও, ২০২৬ সালের প্রথমার্ধে বাজারে তাদের ইনিশিয়াল পাবলিক অফারিং (আইপিও) ছাড়ার পরিকল্পনা নিয়েছে। শুক্রবার রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজের চেয়ারম্যান মুকেশ আম্বানি কোম্পানির বার্ষিক শেয়ারহোল্ডার মিটিংয়ে একথা জানিয়েছেন।

মুকেশ আম্বানি বলেন, 'আইপিও ফাইল করার জন্যে আমাদের যা যা করা প্রয়োজন, তা আমরা করছি। আশা রাখছি, ২০২৬ সালের প্রথমার্ধের মধ্যেই আমরা সমস্ত প্রয়োজনীয় অনুমোদন পেয়ে যাব।'

জিও বর্তমানে তাদের দশম বছরে প্রবেশ করেছে এবং ৫০ কোটি ব্যবহারকারীর সংখ্যা অতিক্রম করেছে। জিওর আসন্ন আইপিও তার আন্তর্জাতিক প্রতিযোগীদের মতোই বাজারে সমান প্রভাব ফেলতে সক্ষম হবে বলে আশাবাদী আম্বানি। 'আমি নিশ্চিত যে, এটি সব বিনিয়োগকারীর জন্য অত্যন্ত আকর্ষণীয় সুযোগ হয়ে উঠবে', বলেন আম্বানি। পাশাপাশি তিনি এও আশ্বাস দেন যে, ভবিষ্যতের জন্য জিও'র পরিকল্পনা হবে 'আরও উচ্চাকাঙ্ক্ষী।'

অনুষ্ঠানে আম্বানি জানান, অতীতে জিও কাজের মাধ্যমে অকল্পনীয় সমস্ত সাফল্য অর্জন করেছে। গোটা দেশে জিও'র ফাইভ জি'র প্রসার কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করেছে।

এবিষয়ে তিনি বলেন, 'এই সাফল্যগুলি প্রমাণ করছে, জিও'র আর্থিক কার্যক্ষমতা প্রতি বছর নতুন উচ্চতায় পৌঁছাচ্ছে। ২০২৫-'২৬ অর্থবর্ষে জিও'র আয় হয়েছে ১,২৮,২১৮ কোটি টাকা, যা আগের বছরের তুলনায় ১৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।' তিনি আরও যোগ করেন, 'এই সাফল্য প্রমাণ করে, বর্তমান বিশ্বে জিও'র মূল্য কতটা বিপুল।'

বার্ষিক প্রতিপালন, রক্ষণাবেক্ষণ এবং তত্ত্বাবধানের কাজ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. এলএমজি/ইএনজিজি/৬২ অফ ২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। **কাজের নাম:** এডিইএন/II/লামডিং অধিক্ষেত্রের অধীনে এক (১) বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে হিল কুইন, আধিকারিক এবং ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্রাম গৃহ, এমডিভিটিআই ছাত্রাবাস, অধীনস্থ আধিকারিকদের বিশ্রাম গৃহের বার্ষিক প্রতিপালন, রক্ষণাবেক্ষণ এবং তত্ত্বাবধান এবং হিল কুইন, ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্রাম গৃহ এবং উদ্যান কৃষির মেরামত কাজের সঙ্গে সম্পর্কিত অন্যান্য সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ, ডিআরএম/লামডিংয়ের কার্যালয় পরিসর, মাণ্ডলিক রেলওয়ে চিকিৎসালয়, বিবেকানন্দ রেলওয়ে স্টেডিয়াম, রক্ষিত নার্সারি, রোড রোটেরিজ, আধিকারিকদের বাংলো, সেবা ভবন আদির সৌন্দর্যবর্ধন সেবা এবং উন্নয়নমূলক কাজ। **টেন্ডার রাশি:** ১,৯৯,৫৮,১৮৫.২০/- টাকা। **বায়না রাশি:** ২,৪৯,৮০০/- টাকা। **টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়:** ২২-০৯-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় **এবং খোলা যাবে:** ২৩-০৯-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য আগামী ২২-০৯-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ওয়ার্কস), লামডিং
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

Corrigendum Notice
1) WBMAD/JM/CH/eNIT-40/2025-26 Memo No.:- 1896/JM Dated: 11/08/2025
Tender ID : 2025_MAD_889546_1
The above mentioned tenders date and time extension due to insufficient bidder participant, so time extension may be allow further 7(seven) days.
Bid submission closing date: 05/09/2025 at 6.55 P.M.
Bid opening date : 08/09/2025 at 11.30 A.M.
Sd/- Executive Officer
Jalpaiguri Municipality

অ্যাফিডেভিট

I, Pradip Ghosh S/O- Late Dulal Ghosh resident of Rupsingh Jote, P.O. & P.S. Bagdogra, Dist. Darjeeling by physical affidavit before the LD. Judicial Magistrate 1st Class 4th Court at Siliguri Sl. No. 4382 on 28th August 2025 that Pradip Kr. Ghosh & Pradip Ghosh is the same one identical person i.e. myself. (C/117941)

ইনোকুলাম এবং ট্রলি পরিবহন

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. এম-টিএসকে-২০২৫-৪২, তারিখ : ২৭-০৮-২০২৫। টেন্ডার নং.: এম-টিএসকে-২০২৫-৪২। **কাজের নাম:** কামাখ্যা থেকে ডিব্রুগড় এবং তিনসুকিয়ায় এক বছর সময়ের জন্য লোডিং এবং আনলোডিং-এর সাথে ইনোকুলাম পরিবহন এবং নিউ তিনসুকিয়া থেকে ডিবিডব্লিউএস-এ কনডেমেন্ড কোচের ট্রলিগুলির একবারের পরিবহন এবং নিউ তিনসুকিয়ায় লোডিং। **কাজের স্থান:** ডিব্রুগড়, তিনসুকিয়া, কামাখ্যা। টেন্ডার মূল্য: ৮৪,৫৪,৮৭১.৫২ টাকা। বায়নার মূল্য: ১,৬৯,১০০.০০ টাকা। **টেন্ডার জমা করার অন্তিম তারিখ ও সময়:** ১৭-০৯-২০২৫ তারিখের ১৩.০০ ঘণ্টা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময়:** ১৭-০৯-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টার পরে। টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ দেখার ও ডাউনলোড করার ওয়েবসাইট: www.ireps.gov.in।

সিনি. ডিএমই, তিনসুকিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

আলিপুরদুয়ার মণ্ডলে বৈদ্যুতিক টিআরডি কাজ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. এপি-ইএল-টিআরডি-০৮-২৫-২৬। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। **টেন্ডার নং. এপি-ইএল-টিআরডি-০৮-২৫-২৬। কাজের নাম:** যার্ড উন্নতকরণ কাজের বিপরিতে বিভিন্ন শ্রেণীর বন্ধের ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক টিআরডি কাজ- নিউ বানেশ্বর, নিউ আলিপুরদুয়ার, শামুকতলা, শ্রীরামপুর অসম এবং গোসাইগাঁও হাট যার্ড। **টেন্ডার রাশি:** ১১,৯৪,৮৪৫.৪০/- টাকা। **বায়না রাশি:** ২৩,৯০০/- টাকা। **টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়:** ১৮-০৯-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় **এবং খোলা যাবে:** ১৮-০৯-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায় ডিআরএম/ইলেক্ট (টিআরডি)/আলিপুরদুয়ার জংশন কার্যালয়ে। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জ্যেষ্ঠ ডিইই/টিআরডি, ওপি এন্ড জিএস,
আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

কর্মখালি

হোমিওপ্যাথি হোলসেল ঔষুধের দোকানে কাজের জন্য শিলিগুড়ি লোকাল ছেলে চাই। সুভাষপল্লি। (M) 7602342529. (C/117939)

অ্যাফিডেভিট

আমি, Biltu Kundu, আমার কিছু নথিপত্রে বাবার নাম ভুল থাকায় গত 22/12/22 তারিখে জলপাইগুড়ি কোর্টে E.M. দ্বারা অ্যাফিডেভিট বলে, (বাবা) Biplob Kundu থেকে Biplab Kundu নামে পরিচিত হল। উভয় একই ব্যক্তি। (C/118035)

•

আমি Smt. Soma Sen, Amit Sen এর স্ত্রী, বয়স প্রায় ৩৯ বছর, সূর্য শিখা মোড়, হায়দারপাড়া, SMC, ভক্তি নগর, জেলা জলপাইগুড়ি, পিন-৭৩৪০০৬, পশ্চিমবঙ্গে বসবাস করি, আমার আসল/সঠিক নাম Soma Sen, যা আমার ভোটার কার্ড, আধার কার্ড এবং প্যান কার্ডে সঠিকভাবে লেখা/লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। আমার বিবাহের শংসাপত্রের ক্রমিক নং 75/08 যেখানে আমার নাম Soma Sen এর পরিবর্তে Soma Sen Chowdhury হিসাবে লেখা/লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। আমার জন্ম শংসাপত্র নং 1819, যেখানে আমার নাম Soma Sen পরিবর্তে Soma Chowdhury হিসেবে লেখা হয়েছে। সেই Soma Sen, Soma Sen Chowdhury এবং Soma Chowdhury 18/08/2025 তারিখে জলপাইগুড়ির Ld.এগজিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটে অ্যাফিডেভিট (নং- 11AC 84254) করে এক ও অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হলাম। (C/117934)

কর্মখালি

Wanted a A/T Graduate in work education (UR) in maternity leave Vacany upto 27.12.2025. Apply to the secretary. Patkidaha Islamia High Madrasah (H.S.), P.O.- Patkidaha Dt- Jalpaiguri within 10.9.2025. Secretary. (A/B)

অ্যাফিডেভিট

আধার কার্ড নং 3718 4080 5644 এবং আমার ছেলে Ominur Rahaman-এর জন্ম শংসাপত্র রেজিস্ট্রেশন নং 308 তাং 23-09-2003 আমার নাম ভুল থাকায় গত 27-8-25, J.M. Ist Court, সদর, কোচবিহার অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমি Fajlu Rahman, Fazlu Rahaman এবং Fazirul Miya এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। চড়কের কুঠী, টাপুরহাট, কোতোয়ালি, কোচবিহার। (C/117179)

•

জন্ম শংসা পত্রে আমার নাম ভুল থাকায় গত ২৬.৮.২০২৫ তাং J.M. 2nd Class কোর্ট, জলপাইগুড়ি হইতে অ্যাফিডেভিট বলে Bappa Debnath এবং Bappya Debnath এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইলাম। (C/117461)

•

আমার পুত্রের জন্ম শংসাপত্রে আমার নাম ভুল থাকায় গত 12.08.2025 তারিখে E.M. কোর্ট জলপাইগুড়ি হইতে অ্যাফিডেভিট বলে সঠিক নাম Rafikul Haque করা হইল। Rafikul Haque এবং Md. Ashibul Hoque এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হইলাম। (C117459)

•

I, declare by affidavit on 29.8.25 before E.M. Court, Jalpaiguri that I, Pamela Bhowmick and Pamela Bhowmick(Chanda) is the same and one identical person. (C/117465)

•

By affidavit on 29.08.25 before E.M. court, Jalpaiguri I declare that Madhumita Majumder and Madhumita Bose Majumder is the same and identical person. (C/117466)

•

আমি Smt. Rina Barman, আমার মেয়ের আধার কার্ডে তার নাম ভুল থাকায় গত 25/08/25 তারিখে শিলিগুড়ি নোটারি পাবলিক দ্বারা অ্যাফিডেভিট বলে , (মেয়ে) Shanaha Barman থেকে Sneha Barman নামে পরিচিত হল। উভয় একই ব্যক্তি। (C/118036)

আলিপুরদুয়ার মণ্ডলের মালবাজার স্টেশনে পার্কিং ঠিকার লাইসেন্স প্রদানের জন্যে ই-নিলাম

আলিপুরদুয়ার মণ্ডলের মালবাজার স্টেশনে পার্কিং ঠিকার জন্যে ই-নিলাম। রেট ইউনিট: বার্ষিক অনুজ্ঞাপত্র প্রদানের শুল্ক। ট্রিপস/দিন: ১০৯৬।

অকশন ক্যাটালগ সংখ্যা. সি-এপি-পার্ক-এমএলবিজেড

এসইকিউ সংখ্যা.	এলওটি সংখ্যা./শ্রেণী	বিবরণ
এএ/১	পার্কিং-এপিডিজে-এমএলবিজেড-এমএস-৩২-২৫-১ (পার্কিং-মিক্সড)	আলিপুরদুয়ার মণ্ডলের মালবাজার স্টেশনে দুই চাকাযুক্ত, তিন চাকাযুক্ত এবং চারচাকাযুক্ত বাহনের জন্যে পার্কিং লট

নিলাম প্রারম্ভ হওয়ার তারিখ এবং সময়: ১১-০৯-২০২৫ তারিখে ১১.০০ ঘণ্টায়। **নিলাম বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়:** ১১-০৯-২০২৫ তারিখে ১১.৩০ ঘণ্টায়। প্রত্যাশিত ডাককর্তাগণকে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in এ ই-নিলাম লীজিং মোডিউল অবলোকন করার জন্য অনুরোধ করা হল

মাণ্ডলিক রেলওয়ে প্রবন্ধক (সি), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

স্টোর ই-প্রকিউরমেন্ট

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.: এস/৬৬/০০৭/২৫-২৬, তারিখ : ২৭-০৮-২০২৫। নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে।

ক্রম. নং:১; টেন্ডার নং : এনজে২৫৫১৬৯;
বন্ধ/খোলার তারিখ : ১৭-০৯-২০২৫।

সংক্ষিপ্ত বিবরণ : ০১ বছর ধরে ডিজেল লোকো শেড শিলিগুড়ির এইচএইচপি ডিজেল লোকোমোটিভে আইপি ভিত্তিক ভিডিও নজরদারি ব্যবস্থা। **পরিমাণ :** ২১৯টি।

প্রেরক :- এসএসই/আইসি/এমইসিএইচ/শিলিগুড়ি জং., এনএফআর।

দ্রষ্টব্য : টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং টেন্ডার নথির সম্পূর্ণ বিবরণের জন্য, দরপত্রদাতা ওয়েবসাইটে (www.ireps.gov.in) লগ ইন করতে পারেন। সম্ভাব্য দরদাতা যারা উপরোক্ত টেন্ডারে অংশগ্রহণ করতে চান তাদের উপরোক্ত ওয়েবসাইটে লগ ইন করতে হবে এবং যদি তারা ইতিমধ্যেই আইআরইপিএস -এ নিবন্ধিত থাকেন, তাহলে ইলেকট্রনিকভাবে তাদের দর জমা দিতে হবে। যদি তারা আইআরইপিএস-এ নিবন্ধিত না থাকেন, তাহলে তাদের ভারত সরকারের আইটি আইন ২০০০-এর অধীনে সার্টিফাইং এজেন্সিগুলি থেকে ক্লাস-III ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট গ্রহণ করে উপরোক্ত টেন্ডারে অংশগ্রহণ করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

ডেপুটি চিফ মেটেরিয়াল ম্যানেজার, নিউ জলপাইগুড়ি
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

হাওড়া ও লামডিং-এর মধ্যে পূজা স্পেশাল ট্রেন

আসন্ন পূজা, দীপাবলী ও ছট-এর সময় যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় সামাল দিতে, **০৩০০৫/০৩০০৬ হাওড়া-লামডিং-হাওড়া স্পেশাল ট্রেন (সাপ্তাহিক)** নিম্নলিখিত সংক্ষিপ্ত সময়সূচী, স্টপেজ, চলাচলের তারিখ এবং গঠন অনুযায়ী চলবে:

হাওড়া-লামডিং স্পেশাল			(০৩০০৫) (০৩০০৬)	লামডিং-হাওড়া স্পেশাল		
দিন	পৌঁ.	ছা.	স্টেশন	পৌঁ.	ছা.	দিন
শুক্র	–	০৭.১৫	↓ হাওড়া	১২.৩০	–	রবি
	১১.০০	১১.০৫	আজিমগঞ্জ	০৭.১৫	০৭.২০	
	১৪.৪০	১৪.৫০	মালদা টাউন	০৪.৫০	০৫.০০	
	১৯.১০	১৯.২০	নিউ জলপাইগুড়ি	০০.৩০	০০.৪০	
শনি	০৩.৫০	০৪.০০	গুয়াহাটি	১৫.৩০	১৫.৪০	শনি
	০৮.০০	–	লামডিং ↑	–	১১.০০	

উপরোক্ত স্পেশাল ট্রেনগুলি যাত্রাপথে উভয় অভিমুখে ব্যান্ডেল, নবদ্বীপধাম, কাটোয়া, জঙ্গীপুর রোড, নিউ ফরাক্কা জং., কুমেদপুর, বারসোই, কিষাণগঞ্জ, আলুয়াবাড়ী রোড, ধুপগুড়ি, নিউ কোচবিহার, নিউ আলিপুরদুয়ার, গোসাইগাঁও হাট, কোকরাঝাড়, নিউ বঙ্গাইগাঁও, গোয়ালপাড়া টাউন, কামাখ্যা, জাগী রোড, চাপরমুখ, হোজাই এবং লংকা স্টেশনেও থামবে। **চলাচলের তারিখ: হাওড়া থেকে ০৩০০৫:** ২৬/০৯/২০২৫, ০৩/১০, ১০/১০, ১৭/১০, ২৪/১০, ৩১/১০/২০২৫, ০৭/১১, ১৪/১১, ২১/১১ ও ২৮/১১/২০২৫ তারিখ (শুক্রবার)=১০ ট্রিপ এবং **লামডিং থেকে ০৩০০৬:** ২৭/০৯/২০২৫, ০৪/১০, ১১/১০, ১৮/১০, ২৫/১০/২০২৫, ০১/১১, ০৮/১১, ১৫/১১, ২২/১১ ও ২৯/১১/২০২৫ তারিখ (শনিবার)=১০ ট্রিপ। **গঠন:** এসি ৩-টিয়ার-৪, স্লিপার শ্রেণী-১০, সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণী (জিএস) ৬ এবং এসএলআরডি-২=২২ কোচ। **ক্যাটেগরি:** মেল/এক্সপ্রেস।

চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার
পূর্ব রেলওয়ে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

এসএমভিটি বেঙ্গালুরু এবং নারেঙ্গীর মধ্যে উৎসব স্পেশাল ট্রেন

দশেরা, দীপাবলী এবং ছট উৎসবের সময় যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় সামলাতে নীচের বিবরণ অনুযায়ী **এসএমভিটি বেঙ্গালুরু এবং নারেঙ্গীর (টিওডি)** মধ্যে স্পেশাল ট্রেন নং. ০৬৫৫৯/০৬৫৬০ চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে

ট্রেন নং. 06559 এসএমভিটি বেঙ্গালুরু থেকে ০২-০৯-২০২৫ থেকে ২৫-১১-২০২৫ পর্যন্ত = ১৩টি ট্রিপ (প্রত্যেক মঙ্গলবার)

ট্রেন নং. 06560 নারেঙ্গী থেকে ০৬-০৯-২০২৫ থেকে ২৯-১১-২০২৫ পর্যন্ত = ১৩টি ট্রিপ (প্রত্যেক শনিবার)

দিন	পৌঁছাবে	ছাড়বে	স্টেশন	পৌঁছাবে	ছাড়বে	দিন
মঙ্গল	—	২৩.৪০	↓ এসএমভিটি বেঙ্গালুরু	০৯.৪৫	—	সোম
বুধ	০৩.৩০	০৩.৩৫	কাটপাডি জং.	০৪.৪৫	০৪.৫০	
	১৯.৫৫	২০.০০	বিজয়নগরম জং.	১৩.৫৫	১৪.০০	রবি
বৃহস্পতি	১৬.৩৫	১৬.৪৫	মালদা টাউন	১৯.০০	১৯.১০	শনি
	১৮.৫৩	১৮.৫৫	কিষানগঞ্জ	১৫.৪০	১৫.৪২	
	২০.২৫	২০.৩৫	নিউ জলপাইগুড়ি	১৪.২৫	১৪.৩৫	
	২২.৩০	২২.৪০	নিউ কোচবিহার	১১.৩০	১১.৪০	
শুক্র	০১.২০	০১.৩০	নিউ বঙ্গাইগাঁও	০৯.৪৫	০৯.৫৫	
	০৩.০৮	০৩.১০	রঙ্গিয়া জং.	০৭.১৯	০৭.২১	
	০৪.১০	০৪.১২	কামাখ্যা জং.	০৬.৩০	০৬.৩২	
	০৪.২৫	০৪.৪০	গুয়াহাটি	০৬.০০	০৬.১৫	
	০৫.০০	—	নারেঙ্গী ↑	—	০৫.৩০	

অন্যান্য বাণিজ্যিক স্টপেজ: কৃষ্ণরাজপুরম, বাঙ্গারপেট জং., জোলারপেট্টাই জং., রেনিগুন্টা জং., গুডুর জং., ওঙ্গোল, বিজয়ওয়াড়া জং., রাজামুন্দ্রী, দুভাদা, সিমহাচলম নর্থ, কোত্তাভালসা, শ্রীকাকুলাম রোড, পালাসা, ব্রহ্মপুর, খুর্দা রোড জং., ভুবনেশ্বর, কটক, ভদ্রক, বালাসোর, খড়গপুর জং., অন্ডুল, দানকুনি, বর্ধমান জং., বোলপুর শান্তিনিকেতন, রামপুরহাট, নিউ ফারাক্কা জং., বারসুই, আলুয়াবাড়ী রোড, জলপাইগুড়ি রোড, নিউ আলিপুরদুয়ার ও বরপেটা রোড।
গঠন: এসি-২ টিয়ার (এক), এসি-৩ টিয়ার (চার), শয়ন শ্রেণি (আট), সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণি (ছয়) ও এসএলডি/ডি (দুই) = ২১টি কামরা।

জেনারেল ম্যানেজার (অপারেশন্স)
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

কাটিহার ডিভিশনের অধীনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: কেআইআর/ইএনজিজি./৫৩ অব ২০২৫, তারিখ: ২৫-০৮-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: টেন্ডার নং. ১। **কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ:** কাটিহার ডিভিশনের নিউ জলপাইগুড়িতে অফিসার রেস্ট হাউস কাঞ্চনজঙ্ঘার উন্নয়ন। টেন্ডার মূল্য: ১,৯২,৬৯,৬৩০.১৮ টাকা; বিড সিকিউরিটি: ২,৪৬,৪০০.০০ টাকা। টেন্ডার নং. ২। **কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ:** কাটিহার ডিভিশনে থ্রু ওয়েল্ডেড আইএনএসআইটিইউ ফেব্রিকেশনের দ্বারা বিভিন্ন স্থানে ত্রুটিপূর্ণ থ্রু জয়েন্টের ম্যানুয়াল পুনর্নবীকরণ। টেন্ডার মূল্য: ১,৯৬,৯৩,০৩০.০০ টাকা; বিড সিকিউরিটি: ২,৪৮,৫০০.০০ টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধ হবে** ১৯-০৯-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং **খুলবে** ১৯-০৯-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ১৯-০৯-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ওয়ার্কস), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

পূর্ব রেলওয়ে

ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি

নং. সিসিও-ই-অকশন (ওপেনড অন ১৫.০৯.২০২৫) তারিখ : ২৭.০৮.২০২৫

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, ৩য় তল, রুম নং ৪৪, কন্ট্রোল বিল্ডিং, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা - ৭০০০১৪কর্তৃক চুক্তিবদ্ধ বন্টনের জন্য আইআরইপিএস পোর্টালের www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ই-নিলাম আহ্বান করা হচ্ছে। বিশদ নিম্নরূপ: **অকশন ক্যাটালগ নং. :** এসডিএএইচ-পার্সেল-৪৬; **বিডের ধরন :** সাধারণ নিলাম (একক পর্যায়); **নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় (সকল লটের জন্য) :** ১৫.০৯.২০২৫ তারিখ দুপুর ১২ টা; **নিলাম বন্ধের তারিখ/সময় :** ১৫.০৯.২০২৫ তারিখ বিকেল ৩টে ১০ মিনিটে; **প্রশাসনিক ইউনিট জোন :** শিয়ালদহ ডিভিসন-কমার্শিয়াল/পূর্বরেলওয়ে; **প্রাথমিক কুলিং অফ মেয়াদ :** ৩০ মিনিট; **পরবর্তী লটগুলির বন্ধের মধ্যবর্তীকালীন সময় :** ১০ মিনিট; **স্বয়ংক্রিয় সম্প্রসারণ জোন :** ১২০ সেকেন্ড। **সর্বোচ্চ স্বয়ংক্রিয় সম্প্রসারণ:** ১০ গুণ। **স্বয়ংক্রিয় সম্প্রসারণ মেয়াদ :** ১২০ সেকেন্ড; **ক্যাটালগ প্রকাশের তারিখ :** ২৭.০৮.২০২৫ দুপুর ২ টো ৫৯ মিনিটে; **বিবরণ :** এসএলআর-এ পার্সেল স্পেস (সিঙ্গল কম্পার্টমেন্ট); **দরহার :** প্রতি ট্রিপে লাইসেন্সিং ফি; **ন্যূনতম বৃদ্ধি (%) :** ০.২; **প্রদেয় বায়না অর্থ :** ১০ %; **এসইকিউ. নং.; লট নং; বিভাগ; ট্রিপ/দিন এবং বন্ধের তারিখ ও সময়** যথাক্রমে : **এএ/১;** ১২৫১৭-এসএলআর-আর১-কেওএএ-জিএইচওয়াই-২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর); ১০৪; ১৫.০৯.২০২৫ তারিখ দুপুর ১২ টা ৩০ মিনিটে। **এএ/২;** ১২৩৭৭-এসএলআর-আর১-এসডিএএইচ-এনওকিউ-২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর); ৭৩০; ১৫.০৯.২০২৫ তারিখ দুপুর ১২ টা ৪০ মিনিটে। **এএ/৩;** ১৩১৬৭- এসএলআর- আর১-কেওএএ-এজিসি-২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর); ১০৪; ১৫.০৯.২০২৫ তারিখ দুপুর ১২ টা ৫০ মিনিটে। **এএ/৪;** ১৩১৪৫-এসএলআর-আর১-কেওএএ-আরডিপি-২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর); ৭৩০; ১৫.০৯.২০২৫ তারিখ দুপুর ১ টা। **এএ/৫;** ১২৩১৩-এসএলআর-এফ১-এসডিএএইচ-এনডিএলএস-২৫-১ (পার্সেল- এসএলআর); ৭৩০; ১৫.০৯.২০২৫ তারিখ দুপুর ১ টা ১০ মিনিটে। **এএ/৬;** ১৩১৩৭- এসএলআর-এফ১-কেওএএ-এএমএইচ-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর); ১০৪; ১৫.০৯.২৫ তারিখ দুপুর ১ টা ২০ মিনটে। **এএ/৭;** ১৫০৪৭-এসএলআর-এফ১- কেওএএ- জিকেপি-২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর); ৪১৭; ১৫.০৯.২০২৫ তারিখ দুপুর ১ টা ৩০ মিনিটে। **এএ/৮;** ১৩১৬৭-এসএলআর-এফ১-কেওএএ-এজিসি-২৫-২ (পার্সেল- এসএলআর); ১০৪; ১৫.০৯.২০২৫ তারিখ দুপুর ১ টা ৪০ মিনিটে। **এএ/৯;** ১২৩৭৭- এসএলআর-এফ১-এসডিএএইচ-এনওকিউ-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর); ৭৩০; ১৫.০৯.২০২৫ তারিখ দুপুর ১ টা ৫০ মিনিটে। **এএ/১০;** ১২৩৪৩-এসএলআর-এফ১- এসডিএএইচ-এইচডিবি-২৫-১ (পার্সেল- এসএলআর); ৭৩০; ১৫.০৯.২০২৫ তারিখ দুপুর ২ টোয়। **এএ/১১;** ১২৩৭৯-এসএলআর-এফ১-এসডিএএইচ- এএসআর-২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর); ১০৪; ১৫.০৯.২০২৫ তারিখ দুপুর ২ টা ১০ মিনিটে। **এএ/১২;** ২২৩১৭-এসএলআর-এফ১- এসডিএএইচ-জেএটি-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর); ১০৪; ১৫.০৯.২০২৫ তারিখ দুপুর ২ টো ২০ মিনিটে। **এএ/১৩;** ২২১৯৭-এসএলআর- এফ১-কেওএএ-ভিজিএলজে-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর); ১০৫; ১৫.০৯.২০২৫ তারিখ ২ টো ৩০ মিনিটে। **এএ/১৪;** ১৯৪১৪-এসএলআর-এফ১-কেওএএ-এডিআই- ২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর); ১০৫; ১৫.০৯.২০২৫ তারিখ দুপুর ২ টো ৪০ মিনিটে। **এএ/১৫;** ১৩১৭৫-এসএলআর-এফ১-এসডিএএইচ-এসসিএল-২৫-২ (পার্সেল- এসএলআর); ৩১৩; ১৫.০৯.২০২৫ তারিখ দুপুর ২ টো ৫০ মিনিটে। **এএ/১৬;** ১৩১৬৩- এসএলআর-এফ২-এসডিএএইচ-এসএইচসি-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর); ৫২২; ১৫.০৯.২০২৫ তারিখ বিকেল ৩ টোয়। **এএ/১৭;** ১৩১০৫-এসএলআর- এফ২- এসডিএএইচ-বিইউআই-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর); ৩১৩; ১৫.০৯.২০২৫ তারিখ বিকেল ৩ টে ১০মিনিটে।

(SDAH-187/2025-26)

ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

এক হোয়াটসঅ্যাপেই
বিজ্ঞাপন

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

একইভাবে ফেসবুকেও বিজ্ঞাপন দিতে পারেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১০১৬০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১০৩১০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৮০০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১১৮৩৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১১৮৪৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

সিবিসি নাকলের ম্যাগনেটিক পার্টিকেল টেস্টিং (এমপিটি)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : ১২-এমপিটি-এনজেপি-২৫, তারিখ: ২৭-০৮-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারী নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন; **কাজের নাম** : নিউ জলপাইগুড়িতে- ২ বছরের জন্য আরওএইচ ডিপোতে সিবিসি নাকলের ম্যাগনেটিক পার্টিকেল টেস্টিং (এমপিটি)। **টেন্ডার মূল্য:** ২১,৯৭,১৮০/- টাকা; **বিড সিকিউরিটি:** ৬০,০০০/- টাকা; টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় ১৫:০০ টায় এবং **খোলা** ১৮-০৯-২০২৫ তারিখে ১৫:৩০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথিসহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনিয়র ডিএমই, কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

আজ টিভিতে

হঠাৎ কী কারণে কমলিনীর বিরুদ্ধে চলে গেল মিঠি?
চিরসখা রাত ৯.০০ **স্টার জলসা**

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৭.৩০ সবুজ সাথী, দুপুর ১.০০ বারুদ, বিকেল ৪.০০ আমি শুধু চেয়েছি তোমায়, সন্ধে ৭.৩০ প্রেমী, রাত ১০.০৫ গয়নার বাক্স
জলসা মুভিজ : সকাল ১০.০০ আলো, দুপুর ১.০০ বলো না তুমি আমার, বিকেল ৪.১৫ কেলোর কীর্তি, সন্ধে ৭.৩০ বাংলার বধূ, রাত ১০.৪৫ আমার মায়ের শপথ
জি বাংলা সোনার : বেলা ১১.৩০ রক্ত নদীর ধারা, দুপুর ২.৩০ মঙ্গলদীপ, রাত ১১.০০ বস-বর্ন টু রুল
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ হীরক জয়ন্তী
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ জ্যোতি
কালার্স সিনেপ্লেক্স : দুপুর ১২.০০ মঞ্জুলিকা রিটার্নস-টু, বিকেল ৩.০০ যশোদা, ৫.০০ মধাগজা, রাত ৮.০০ ভোলাশংকর, ১০.৩০ রবার্ট
জি বলিউড : বেলা ১১.৪৩ মাওয়ালি, দুপুর ২.২৬ রোটি কপড়া অওর মকান, বিকেল ৫.৩৪ খিলাড়িয়োঁ কা খিলাড়ি, রাত ৮.০০ মিস্টার ইন্ডিয়া, ১১.১৬ আশিক
জি ক্লাসিক : দুপুর ১২.৪৬ ইন্দ্রজিৎ, বিকেল ৩.৪৬ শেষনাগ, সন্ধে ৭.০০ রাজপুত, রাত ১০.৩৪ বারুদ
এমএনএক্স : বিকেল ৩.০৫ মিররস, ৪.৫৫ লেট মি ইন, সন্ধে ৬.৪৪ আ কিয়োর ফর ওয়েলনেস, রাত ৯.০০ ননস্টপ, ১০.৪৮ দ্য ট্রান্সপোর্টার রিফুয়েলড
স্টার মুভিজ এইচডি : বিকেল ৩.৪৫ ফাদার অফ দ্য ব্রাইড, ৫.৩০ ডক্টর স্ট্রেঞ্জ ইন দ্য মাল্টিভার্স অফ ম্যাডনেস, সন্ধে ৭.৩০ টেকেন-টু, রাত ৯.০০ টাইটানিক

চিংড়ির কোফতাকারি রান্না শেখাবেন কেয়া সামন্ত। **রাঁধুনি** দুপুর ১.৩০ **আকাশ আট**

টাইটানিক রাত ৯.০০
স্টার মুভিজ এইচডি

আমি শুধু চেয়েছি তোমায় বিকেল ৪.০০ কালার্স বাংলা সিনেমা

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : সারাদিন আনন্দে কাটবে। বহুদিনের কোনও বকেয়া অর্থ ফেরত পেয়ে স্বস্তি। বাড়ির সমস্যা মিটবে। বৃষ : নিকট কোনও আত্মীয়ের সঙ্গে সামান্য কারণে মনোমালিন্য। ব্যবসায় আর্থিক বাধা কাটবে। উচ্চশিক্ষায় সাফল্য। মিথুন : জমি কিনে লাভবান হবেন। বাড়ির কোনও পুরোনো সম্পদ নিয়ে ভাইয়ের সঙ্গে বিবাদ। পথেঘাটে সাবধানে চলাফেরা করুন। কর্কট : কর্মক্ষেত্রে কাজের চাপ বাড়লেও সহকর্মীদের সাহায্য পাবেন। বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে তর্কবিতর্ক এড়িয়ে চলুন। সিংহ : খুব সামান্য কথা নিয়ে পরিবারে অশান্তি লাগতে পারে। প্রেম নিয়ে সমস্যা কেটে যাবে। বিদ্যার্থীদের ক্ষেত্রে শুভ। কন্যা : বিভিন্ন সূত্রে আয়ের পথ সুগম হবে। পায়ের হাড়ে চোট লাগার সম্ভাবনা। বাবার শরীর নিয়ে উদ্বেগ। তুলা : যাচাই না করে কাউকে টাকা ধার দেবেন না। ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনা কম। সর্দিকাশিতে ভোগান্তি চলবে। বৃশ্চিক : সম্পত্তি সংক্রান্ত ব্যাপারে আশানুরূপ ফল লাভে বাধা। চাকরি ক্ষেত্রে সহকর্মীদের সাহায্য পেয়ে উপকৃত হবে। ধনু : ঈশ্বরের আরাধনায় মানসিক চাপ কমবে। শৌখিন দ্রব্যের ব্যবসায়ীরা ভিনরাজ্যে রপ্তানির বরাত পেতে পারেন। মকর : দাম্পত্য ক্ষেত্রে সামান্য অশান্তি হলেও আপনার বুদ্ধিবলে তা মিটে যাবে। সন্ধের পর সুখবর পাওয়ার আশা। কুম্ভ : শারীরিক কোনও সমস্যা নিয়ে চিকিৎসার কারণে ভিনরাজ্যে যেতে হতে পারে। প্রেমে শুভ। মীন : বাড়ির কোনও কাজ নিয়ে আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে বাকবিতণ্ডা। নতুন বাড়ি কেনার স্বপ্ন সফল হতে পারে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১৩ ভাদ্র, ১৪৩২, ভাঃ ৮ ভাদ্র, ৩০ অগাস্ট ২০২৫, ১৩ ভাদ, সংবৎ ৭ ভাদ্রপদ সুদি, ৬ রবিঃ আউঃ। সূঃ উঃ ৫।২১, অঃ ৫।৫৬। শনিবার, সপ্তমী রাত্রি ৮।৯। বিশাখানক্ষত্র দিবা ১।৩২। ইন্দ্রযোগ দিবা ৩।১৮। গরকরণ দিবা ৭।৭ গতে বণিজকরণ রাত্রি ৮।৯ গতে বিষ্টিকরণ। জন্মে- তুলারাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে ক্ষত্রিয়বর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা, দিবা ৬।৫৩ গতে বৃশ্চিকরাশি বিপ্রবর্ণ, দিবা ১।৩২ গতে দেবগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী শনির দশা। মৃতে- চতুষ্পাদদোষ, দিবা ১।৩২ গতে দ্বিপাদদোষ, রাত্রি ৮।৯ গতে একপাদদোষ। যোগিনী- বায়ুকোণে, রাত্রি ৮।৯ গতে ঈশানে। কালবেলাদি- ৬।৫৫ মধ্যে ও ১।১৩ গতে ২।৪৭ মধ্যে ও ৪।২১ গতে ৫।৫৬ মধ্যে। কালরাত্রি- ৭।২১ মধ্যে ও ৩।৫৫ গতে ৫।২১ মধ্যে। যাত্রা- নাই। শুভকর্ম- নাই। বিবিধ(শ্রাদ্ধ)- সপ্তমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৯।২৯ গতে ১২।৪২ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৫৪ গতে ১০।১৮ মধ্যে ও ১১।৫৩ গতে ১।২৯ মধ্যে ও ২।১৭ গতে ৩।৫৩ মধ্যে।

সতর্কীকরণ : উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

₹299-এ
ডাফেল ব্যাগ
₹2499 শপিং করলেই
MRP 1499

₹399-এ
ডিনার সেট
₹4999 শপিং করলেই
MRP 1899

₹1499-এ
হার্ড ট্রলি
₹9999 শপিং করলেই
MRP 6999

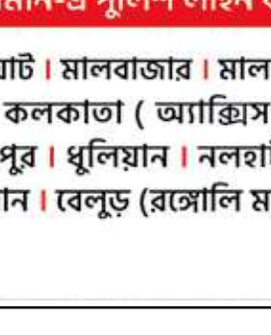

মেন্সওয়্যার। লেডিসওয়্যার। কিডসওয়্যার। হোমনিডস। বিউটি কেয়ার

Helpline: 18004102244 | *শর্তাবলী প্রযোজ্য। ছবি আসল প্রোডাক্টের থেকে আলাদা হতে পারে।

CELEBRATING 250 STORES

Brands Available — FOR MEN — FOR LADIES — FOR KIDS — FOR HOME —

5% EXTRA CASHBACK SBI card

#Min. Trxn.: ₹2,000; Max. Cashback: ₹750 per card account; Validity: 15 Aug - 02 Oct 2025. T&C Apply.

আজ শুভ উদ্বোধন হাওড়া ময়দান-এ (দ্বিতীয় স্টোর, জি. টি. রোডে)। আমরা এখন রায়গঞ্জ-এ মোহনবাটিতে (দ্বিতীয় স্টোর) ও বর্ধমান-এ পুলিশ লাইন বাজারে (দ্বিতীয় স্টোর)

উত্তরবঙ্গ: আলিপুরদুয়ার। ইসলামপুর। কালিয়াচক। কোচবিহার। গাজোল। চাঁচল। জলপাইগুড়ি। তুফানগঞ্জ। দিনহাটা। ধূপগুড়ী। পাকুয়াহাট। বালুরঘাট। মালবাজার। মালদা। রায়গঞ্জ। রতুয়া। শিলিগুড়ী
দক্ষিণবঙ্গ: আমতলা। আরামবাগ। ইলামবাজার। উলুবেড়িয়া। এগরা। করিমপুর। কৃষ্ণনগর। কাটোয়া। কাঁথি। কাঁচরাপাড়া। কাকদ্বীপ। কলকাতা (অ্যাক্রিস মল • গড়িয়াহাট • বাগুইআটি • বেহালা • মেটিয়াবুরুজ • মেট্রো সিনেমা হল • লিন্ডসে স্ট্রিট • ঠাকুরপুকুর • হাতিবাগান)। খড়গপুর। চাকদহ। চুঁচুড়া। ডানকুনি। ডোমকল। দুর্গাপুর। ধুলিয়ান। নলহাটী। নৈহাটী। পান্ডুয়া। বোলপুর বহরমপুর। বাঁকুড়া। ব্যারাকপুর। বারুইপুর (কুলপি রোড, অজেয় সঙ্ঘ ক্লাবের নিকটে • কুলপি রোড, শিবানী পীঠ)। বসিরহাট। বনগাঁও। বাগনান। বর্ধমান। বেলুড় (রঙ্গোলি মল)। বরানগর। মেমারী। মালঞ্চ রঘুনাথগঞ্জ। রামপুরহাট। রানাঘাট। রামরাজাতলা। শ্রীরামপুর। সোদপুর। সালকিয়া। সিঙ্গুর। সাঁতরাগাছি। সিউড়ী। হাবড়া। হাওড়া ময়দান

ইসলামপুরে ডাকাতি

ইসলামপুর, ২৯ অগাস্ট : এক রাতেই সব শেষ! তিলে তিলে জমানো টাকা, সোনার গয়না, সবকিছু চুরি করে পালাল দুষ্কৃতীরা। পরপর ৫টি বাড়িতে চুরির ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়াল এলাকায়। বৃহস্পতিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে ইসলামপুর থানার গুঞ্জরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের বিবেকানন্দ কলোনি এলাকায়। শুক্রবার সকাল হতেই বিষয়টি প্রকাশ্যে আসে। দুষ্কৃতীরা মাটির বাড়িতে সিঁধ কেটে ঘরে থাকা সিন্দুক ও বাক্সের তালা ভেঙে নগদ টাকা, সোনার গয়না সহ মোবাইল ফোন চুরি করে চম্পট দেয়। ঘটনাটি জানাজানি হতেই এদিন সকালে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। নিবাচিত প্রতিনিধি এলাকায় ছুটে আসেন। বিষয়টি ইসলামপুর থানার পুলিশের নজরে নিয়ে আসা হয়। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

বিসর্জনে মৃত্যু

শিলিগুড়ি, ২৯ অগাস্ট : থারুঘাটি সাহ নদীতে গণেশবিগ্রহ বিসর্জন দিতে গিয়ে প্রাণ গেল এক তরুণের। মৃতের নাম সুমিত দাস (২৫)। তিনি কৃষ্ণনগর কলোনির বাসিন্দা। এদিন সকালে বন্ধুদের সঙ্গে গণেশ প্রতিমা ভাসান দিতে আসেন ওই তরুণ। সুমিতের সঙ্গে ভাসানে আসা বন্ধুদের দাবি, প্রতিমা বিসর্জনের পর ঝাঁপ দিয়ে নদীতে পড়তেই গুরুতর চোট পান সুমিত। এরপর তিনি জ্ঞান হারান। তরুণকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসক। সুমিতের ঘাড়ে চোট লেগেছিল।

লাইসেন্স বিলি

শিলিগুড়ি, ২৯ অগাস্ট : শুক্রবার পরিবহণ দপ্তরের উদ্যোগে নর্থবেঙ্গল প্যাসেঞ্জার্স ট্রান্সপোর্ট ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের অফিসে কনডাক্টরদের নথিভুক্তির লক্ষ্যে লাইসেন্স বানানো হয়। ৮৮ জন কনডাক্টরের হাতে লাইসেন্স তুলে দেন এআরটিও বিশ্বজিৎ রায়। তিনি বলেন, 'কনডাক্টরদের অনেকের লাইসেন্স ছিল না। লাইসেন্স কীভাবে করবেন, তাঁরা খোঁজ করে বেড়াতেন। সকলের কাছে যাতে লাইসেন্স পৌঁছে যায়, তাই এই উদ্যোগ।'

জেল হেপাজত

শিলিগুড়ি, ২৯ অগাস্ট : অপরাধমূলক কাজের উদ্দেশ্যে জড়ো হওয়ার অভিযোগে পাঁচ দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করল প্রধাননগর থানার পুলিশ। ধৃত দুষ্কৃতীদের নাম মহম্মদ মমতাজ, মিঠুন সিংহ, রাহুল সিংহ ও সোনম শেরপা। পুলিশ সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার রাতে তাঁরা খবর পান, ডিআরআই কলোনির একটি পরিত্যক্ত রেল কোয়ার্টারে কয়েকজন দুষ্কৃতী জড়ো হয়েছে। ধৃতদের শুক্রবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

ধৃত ১

শিলিগুড়ি, ২৯ অগাস্ট : কাফ সিরাপ সহ একজনকে গ্রেপ্তার করল প্রধাননগর থানার পুলিশ। ধৃত ব্যক্তির নাম মহম্মদ লালন। পুলিশ সূত্রে খবর, বুধবার রাতে জংশন সংলগ্ন গেটবাজার এলাকায় ওই ব্যক্তি হাতে একটি ব্যাগ নিয়ে ঘোরাঘুরি করছিলেন। খবর পেয়ে পুলিশ সেখানে অভিযান চালায়। এরপর ব্যাগ তল্লাশি করতেই কাফ সিরাপ উদ্ধার হয়। ধৃতকে শুক্রবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

কর্মসূচি

শিলিগুড়ি, ২৯ অগাস্ট : একশো দিনের কাজ নিশ্চিত করা, বিধাননগরে আনারস প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র ফের চালু সহ কৃষকদের সুবিধার্থে একাধিক দাবি নিয়ে অনুষ্ঠিত হবে কৃষক সম্মেলন। শুক্রবার অনিল বিশ্বাস ভবনে সারা ভারত কৃষকসভার ২৮তম সম্মেলন ও প্রকাশ্য সমাবেশ নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন হয়।

সমবায় ব্যাংকের আর্থিক দুর্নীতিতে পদক্ষেপ, তবে এফআইআর নয়

ম্যানেজার সাসপেন্ড

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি, ২৯ অগাস্ট : চাপে পড়ে ৪৭ লক্ষের আর্থিক কেলেঙ্কারিতে অভিযুক্ত ব্রাঞ্চ ম্যানেজার কাঞ্চন নিয়োগীকে সাসপেন্ড করার সিদ্ধান্ত নিল কোচবিহার সমবায় কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন ব্যাংক কর্তৃপক্ষ। ধারাবাহিকভাবে ওই কেলেঙ্কারির খবর প্রকাশ্যে এনেছিল উত্তরবঙ্গ সংবাদ। তারপরই শুক্রবার তড়িঘড়ি বোর্ড অফ ডিরেক্টরের বিশেষ বৈঠক ডাকেন ব্যাংকের চেয়ারম্যান সিদ্ধার্থ মণ্ডল। ওই বৈঠকেই কাঞ্চনকে সাসপেন্ড করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তবে এখনই ওই ব্রাঞ্চ ম্যানেজারের বিরুদ্ধে এফআইআর করা হচ্ছে না বলেই জানিয়েছেন সিদ্ধার্থ। আর্থিক তছরুপ প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও কেন এফআইআর করা হবে না সেই প্রশ্নে নতুন করে তৈরি হয়েছে বিতর্ক।

ব্যাংকে বসেই প্রতারণার ফাঁদ পেতে গ্রাহকদের লক্ষ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নিয়েছিলেন কাঞ্চন। কখনও ভুয়ো স্বনির্ভর গোষ্ঠী তৈরি করে সেই গোষ্ঠীর নামে ঋণ নিয়ে অর্থ আত্মসাৎ, কখনও ভুয়ো ক্যাশ সার্টিফিকেট দিয়ে টাকা হাতিয়ে নেওয়া, কখনও গ্রাহকের টাকা ব্যাংকের তহবিলে জমা না দিয়ে নিজের পকেটে ঢোকানো, এভাবেই নানা কায়দায় দীর্ঘদিন ধরে দু'হাতে টাকা লুটেছেন কাঞ্চন। প্রাথমিক তদন্তে শুধু হলদিবাড়ি ও জামালদহ শাখাতেই দুর্নীতির অঙ্ক ৪৭ লক্ষ ছাড়িয়ে গিয়েছে। কেলেঙ্কারি প্রকাশ্যে আসায় চাপে পড়েছে তৃণমূল পরিচালিত ব্যাংকের বোর্ড অফ ডিরেক্টর। তাই কাঞ্চনকে সাসপেন্ড করা ছাড়া উপায় ছিল না তাদের।

সিদ্ধার্থর বক্তব্য, 'আমরা গোটা বিষয়টি রাজ্য সমবায় দপ্তরে পাঠিয়ে বিভাগীয় তদন্ত করতে বলব। বিভাগীয় তদন্তের রিপোর্ট পেলেই আইনানুগ পদক্ষেপ করা হবে। ততদিন সাসপেন্ড থাকবেন কাঞ্চন।' ইতিমধ্যেই কাঞ্চন তছরুপের কয়েক লক্ষ টাকা ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে এবং গ্রাহকদের ফেরত দিয়েছেন বলেই জানিয়েছেন সিদ্ধার্থ। ব্যাংকের একাধিক বোর্ড সদস্য জানিয়েছেন, ব্যক্তিগতভাবেই গ্রাহকদের টাকা ফেরত দিয়েছেন কাঞ্চন। আইন বলছে, ব্যাংককে এড়িয়ে কোনওভাবেই ওই পদ্ধতিতে একজন অভিযুক্ত গ্রাহকদের টাকা ফেরত দিতে পারেন না। সেক্ষেত্রে কেন ব্যাংক কর্তৃপক্ষ কাঞ্চনকে অনুমতি দিল তা নিয়েও উঠেছে প্রশ্ন। ২০২২ সালে ব্যাংকের কোচবিহার মূল শাখার ক্যাশিয়ার চুমকি দত্তর বিরুদ্ধে ৮৪ লক্ষ টাকা তছরুপের অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তাঁকে সাসপেন্ড করে তাঁর বিরুদ্ধে এফআইআর করেছিল ব্যাংক কর্তৃপক্ষ। তাহলে একই ধরনের কেলেঙ্কারিতে অভিযুক্ত কাঞ্চনের বিরুদ্ধে এফআইআরের জন্য কেন বিভাগীয় তদন্ত জরুরি তার ব্যাখ্যা দিতে পারেননি চেয়ারম্যান। আবার চুমকির বিরুদ্ধে আজ পর্যন্ত বিভাগীয় তদন্ত হয়নি। ফলে বিভাগীয় তদন্তের নামে দুর্নীতি ঠান্ডা ঘরে পাঠিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে বলে অভিযোগ তুলেছে বিরোধীরা।

> আমরা গোটা বিষয়টি রাজ্য সমবায় দপ্তরে পাঠিয়ে বিভাগীয় তদন্ত করতে বলব। বিভাগীয় তদন্তের রিপোর্ট পেলেই আইনানুগ পদক্ষেপ করা হবে। ততদিন সাসপেন্ড থাকবেন কাঞ্চন।
>
> **সিদ্ধার্থ মণ্ডল**
> ব্যাংকের চেয়ারম্যান

চেয়ারম্যান বিষয়টি সমবায় দপ্তরে পাঠানোর কথা বললেও সমবায়মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার ঘুরিয়ে ব্যাংককর্মীর দুর্নীতির দায় নিতে নারাজ। তাঁর কথায়, 'ব্যাংকের কর্মীরা সমবায় দপ্তরের কর্মী নন। তাঁদের পরিচালনা ও সেই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে ব্যাংকের বোর্ড অফ ডিরেক্টর। ব্যাংকে আমাদের কর্মী একমাত্র মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক (সিইও)। তাঁর বিষয়ে কোনও সিদ্ধান্ত নিতে হলে সরাসরি আমরা নিতে পারি।' ব্যাংকের জামালদহ ও হলদিবাড়ি শাখার দুর্নীতির তদন্ত করতে চলতি বছর ২২ মে দুই সদস্যের কমিটি তৈরি হয়েছিল। ২ জুলাই কমিটির রিপোর্ট জমা হয়। সেই রিপোর্টে বলা হয়েছিল, ৪৭ লক্ষ তছরুপের হিসেব প্রাথমিক তদন্তে ধরা পড়েছে। আদতে মোট কত টাকার দুর্নীতি হয়েছে তা জানতে আরও বিস্তারিত তদন্ত প্রয়োজন। ব্যাংকের চেয়ারম্যান নিজে স্বীকার করেছিলেন বিস্তারিত তদন্ত হলে তছরুপের পরিমাণ অনেকটাই বাড়বে। এখন চেয়ারম্যান এবং সমবায়মন্ত্রীর দু'রকম বক্তব্যে দুর্নীতির বিস্তারিত তদন্ত আদৌ হবে কি না তা নিয়েই উঠেছে প্রশ্ন।

মেডিকেলে পিপিপি মোডে চলা এক্স-রে বিভাগে রোগীদের লম্বা লাইন।

পিপিপি-তে উপচে পড়া ভিড়, এক্স-রে বাইরেই

মেডিকেল কর্তৃপক্ষ নির্বিকার

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২৯ অগাস্ট : প্রায় এক সপ্তাহ ধরে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে সরকারিভাবে এক্স-রে পরিষেবা পাওয়া যাচ্ছে না। এক্স-রে প্লেটের সরবরাহ না থাকায় পরিষেবা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে বেসরকারি সংস্থার সঙ্গে চলা (পিপিপি) এক্স-রে বিভাগে রোগীদের ভিড় উপচে পড়ছে। সেখানে আবার সমস্ত রোগীর চাপ সামাল দেওয়া যাচ্ছে না। এমনকি ওই এক্স-রে মেশিনও মাঝেমধ্যে বিকল হয়ে পড়ছে। আবার এখানে এক্স-রে করার পরে প্লেট দেওয়া হলেও রিপোর্ট দেওয়ার ব্যবস্থা নেই। যা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। সবমিলিয়ে ভোগান্তির একশেষ।

অনেকেই দুর্ভোগ এড়াতে টাকা খরচ করে বাইরে থেকে এক্স-রে করাচ্ছেন। অভিযোগ উঠেছে, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের চূড়ান্ত গাফিলতির জেরে এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। আগেভাগে কেন এক্স-রে প্লেটের জন্য স্বাস্থ্য ভবনে জানানো হয়নি, সেই প্রশ্নও উঠছে। তবে শুক্রবার স্থানীয়ভাবে এক্স-রে প্লেট কেনার প্রক্রিয়া শুরু করেছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। হাসপাতালের ডেপুটি সুপার সুদীপ্ত মণ্ডল বলেছেন, 'আশা করছি দু'-তিনদিনের মধ্যে সমস্যা মিটে যাবে।'

মেডিকেলের সুপারস্পেশালিটি ব্লকে এক্স-রের পরিষেবা মেলে। এখানে স্বাস্থ্য ভবনের সেন্ট্রাল মেডিকেল স্টোর থেকেই এক্স-রে প্লেট সরবরাহ করা হয়। কিন্তু কয়েকদিন ধরে সেই প্লেটের সরবরাহ কমছিল। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট বিভাগের তরফে হাসপাতাল কর্তাদের জানানোও হয়েছিল। কিন্তু কেউ ভ্রূক্ষেপ করেনি বলে অভিযোগ। এক্স-রে প্লেট শেষ হয়ে যাওয়ায় শনিবার থেকে পরিষেবা বন্ধ করে দেওয়া হয়। প্লেট না থাকায় অনির্দিষ্টকালের জন্য পরিষেবা বন্ধ বলে এক্স-রে বিভাগের বাইরে লিখে রাখা হয়েছে।

এদিন মেডিকেলে গিয়ে দেখা গেল, জরুরি বিভাগের পাশের পিপিপি মোডে এক্স-রে ঘরের সামনে লম্বা লাইন। ময়নাগুড়ির আনন্দ সরকার বললেন, 'সকাল সকাল টিকিট কেটে ডাক্তার দেখিয়েছি। এক্স-রে করাতে বলেছেন ডাক্তার। আমি প্রায় ১৭০ জনের পিছনে আছি। জানি না, আদৌ এক্স-রে করাতে পারব কি না। ফিরে গেলে আবার গাড়িভাড়া দিয়ে আসতে হবে।' লাইনে দাঁড়িয়েছিলেন ইসলামপুরের ইসমাইল চকের বাসিন্দা রেশমা বেগমও। তাঁর আক্ষেপ, 'মেডিকেলে এসে এভাবে ভোগান্তি হবে জানলে ইসলামপুর হাসপাতালেই ডাক্তার দেখাতাম।' অনেকে আবার বাইরে গিয়ে এক্স-রে করিয়ে এসেছেন। তাঁদেরই মধ্যে একজন সদানন্দ দাস। বললেন, 'মেডিকেলেই প্রথমে এক্স-রে করার জন্য লাইন দিয়েছিলাম। পরে জানলাম, আমি ৩১৫ জনের পিছনে। দাঁড়িয়ে না থেকে ৪৫০ টাকা দিয়ে বাইরে থেকে করিয়ে এলাম।'

ভোগান্তি চরমে

সকালসকাল টিকিট কেটে ডাক্তার দেখিয়েছি। এক্স-রে করাতে বলেছেন ডাক্তার। আমি প্রায় ১৭০ জনের পিছনে আছি। ফিরে গেলে আবার গাড়িভাড়া দিয়ে আসতে হবে।

- আনন্দ সরকার
ময়নাগুড়ির বাসিন্দা

লেপ্টোস্পাইরা পজিটিভ গবাদিপশু

রাজগঞ্জ, ২৯ অগাস্ট : শুক্রবার চেকরমারি গ্রামে এবং বিতর্কিত হ্যাচারিতে ইঁদুর ধরার খাঁচা পাতা হয়েছে। ইঁদুরগুলিকে ধরে তাদের রক্তের নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষার জন্য পাঠানো হবে। জেলার এন্টোমোলজিস্ট রাহুল সরকারের নেতৃত্বে কাজ করা হয়েছে।

চেকরমারি গ্রামে লেপ্টোস্পাইরোসিস ছড়িয়েছে গবাদিপশুর মধ্যেও। একদিনে ওই গ্রামে সাতটি গবাদিপশুর রক্তের নমুনায় লেপ্টোস্পাইরা পজিটিভ এসেছে। এই ঘটনায় চিন্তা বেড়েছে প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তর এবং স্বাস্থ্য দপ্তরের। গ্রামের সাধারণ মানুষও এমন ঘটনায় আতঙ্কিত।

ডেপুটি সিএমওএইচ ১ ডাঃ ত্রিদিব দাস বলেন, 'এই মুহূর্তে ধরে নেওয়া হচ্ছে রোগের জীবাণু ইঁদুরের মূত্র থেকে এই এলাকায় এসেছিল। সেখান থেকে মানুষ যেমন আক্রান্ত হয়েছেন, ঠিক তেমনই গবাদিপশুরাও আক্রান্ত হয়েছে। মানুষ যেহেতু গবাদিপশু দেখাশোনা করে, কাজেই সেখানে স্বাস্থ্যকর পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে। তার জন্য প্রোটেকশন নিতে হবে। কারও শরীরে কাটা-ছেঁড়া থাকলে সেটা ঢেকে গবাদিপশুর সংস্পর্শে আসতে হবে।'

এবার এই রোগ পশুদের মধ্যে ছড়িয়ে যাওয়ার ফলে নতুন করে সংক্রমণের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। তবে প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, লেপ্টোস্পাইরোসিসে আক্রান্ত গোরুর দুধ খেলে এই রোগ ছড়ানোর আশঙ্কা নেই। সিরাম টেস্টের রিপোর্টে সেরকম কিছু আসেনি।

প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের তরফে এলাকায় শুক্রবার থেকে প্রাণী চিকিৎসা শিবির শুরু করা হয়েছে। নতুন করে এলাকার গবাদিপশুদের রক্ত সংগ্রহ করা হচ্ছে। সেগুলি এখান থেকে কলকাতায় এবং তারপর বেঙ্গালুরুতে পাঠানো হবে।

বিক্ষোভ মিছিল

শিলিগুড়ি, ২৯ অগাস্ট : প্রদেশ কংগ্রেস কার্যালয়ে হামলার প্রতিবাদে এবং দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে শিলিগুড়িতে বিক্ষোভ মিছিল করল কংগ্রেস। শুক্রবার সন্ধ্যায় দলের দার্জিলিং জেলা কার্যালয় বিধান ভবন থেকে মিছিলটি শুরু হয়ে হিলকার্ট রোড ধরে সেবক মোড় পর্যন্ত যায়। এরপর ফের সেখান থেকে বিধান ভবনে ফিরে আসে।

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

অপরূপ।। ইসলামপুরের একটি গ্রাম আনসাদ চৌধুরীর ক্যামেরায়।

মিলল না ডিভিশনাল ম্যানেজার

শিলিগুড়ির দায়িত্বে পার্সোনাল অফিসার

শিলিগুড়ি, ২৯ অগাস্ট : পরিবহণ দপ্তরের সচিবের কাছে আবেদন করার পরেও মিলল না ডিভিশনাল ম্যানেজার। এই পরিস্থিতিতে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের হেডকোয়ার্টারে বসা পার্সোনাল অফিসার সৌভিক দে-কে শিলিগুড়ি ডিভিশনাল ম্যানেজারের অতিরিক্ত দায়িত্ব দিল নিগম। সৌভিক শিলিগুড়ি ডিভিশন চালানোর জন্য সপ্তাহে তিনদিন করে অফিসে আসবেন বলে নিগমের তরফ থেকে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। বাকিদিনগুলোতে কোচবিহারের হেড অফিসেই বসবেন।

যদিও এভাবে ডিভিশন চালানো কতটা সম্ভব তা নিয়ে নিগমের অন্দরে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। নিগমের ম্যানেজিং ডিরেক্টর দীপঙ্কর পিপলাই অবশ্য বলছেন, 'হেড অফিসের দায়িত্ব থাকায় সৌভিক প্রতিদিন শিলিগুড়ি ডিভিশনের অফিসে বসতে পারবেন না। ডিভিশনাল ম্যানেজারের জন্য আবেদন করা হলেও পরিবহণ দপ্তর থেকে এখনও কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি।'

কর্মীসংকটে জেরবার রয়েছে নিগম। কার্যত অফিসার শূন্য নিগম। এই পরিস্থিতিতে শিলিগুড়ি ডিভিশনাল ম্যানেজারের পদে থাকা অফিসারের অবসর কাছে চলে আসায় চলতি মাসের প্রথম থেকেই টানা উত্তেজনা ছিল নিগমের অন্দরে। নিগমের ডিভিশনগুলোর মধ্যে শিলিগুড়ি ডিভিশন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ থাকায় চাপ বাড়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের মধ্যেও। সমস্যার সমাধানে পরিবহণ দপ্তরের সচিবের কাছে ডিভিশনাল ম্যানেজার নিয়োগ করার জন্য আবেদন জানানো হয়। যদিও এখনও পর্যন্ত কোনও আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সবুজ সংকেত না পাওয়াটা স্বাভাবিকভাবেই চাপে ফেলেছে নিগমকে। বাড়তি দায়িত্ব হিসেবে হেডকোয়ার্টারের পার্সোনাল অফিসারকে শিলিগুড়ি ডিভিশনের দায়িত্ব দেওয়া হলেও তাঁর প্রতিদিনই অফিসে থাকা কোনওমতেই সম্ভব হবে না।

> হেড অফিসের দায়িত্ব থাকায় সৌভিক প্রতিদিন শিলিগুড়ি ডিভিশনের অফিসে বসতে পারবেন না। ডিভিশনাল ম্যানেজারের জন্য আবেদন করা হলেও পরিবহণ দপ্তর থেকে এখনও কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি।
>
> **দীপঙ্কর পিপলাই**
> ম্যানেজিং ডিরেক্টর, এনবিএসটিসি

জারি করা বিজ্ঞপ্তিতে বলা রয়েছে, সৌভিক দে প্রতি সপ্তাহের সোমবার, মঙ্গলবার ও শুক্রবার করে শিলিগুড়ি ডিভিশনাল অফিসে কাজ করবেন। বাকি দিনগুলো কোচবিহারের হেডকোয়ার্টারে কাজ করবেন। স্টেট ট্রান্সপোর্ট এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় সদস্য তুফান ভট্টাচার্যের কথায়, 'আসলে বেসরকারিকরণের দিকেই যে সমস্ত যাচ্ছে, সেটাই বারবার প্রমাণিত হচ্ছে।' অন্যদিকে, গত কয়েক বছর শিলিগুড়ি ডিভিশনাল ম্যানেজার পদ সামলানো শ্যামল সরকার এদিন অবসর নেন। অবসরকে কেন্দ্র করে ডিভিশনাল অফিসে বিদায় সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়।

ভিনরাজ্যে নিখোঁজ পরিযায়ী

ফাঁসিদেওয়া, ২৯ অগাস্ট : মহারাষ্ট্রে নির্মাণকাজ করতে গিয়েছিলেন। তারপর এক সপ্তাহ ধরে তাঁর আর কোনও খোঁজ মিলছে না। নিখোঁজ শ্রমিকের নাম পিন্টু বিশ্বকর্মকার, তিনি ফাঁসিদেওয়া ব্লকের বাগেশ্বরজোত এলাকার বাসিন্দা। ঘটনার পর থেকে পরিবারের সকলেই চিন্তায় পড়ে গিয়েছেন। পাঁচজনের সংসারে একমাত্র উপার্জনকারী ছিলেন তিনিই।

সপ্তাহ দুয়েক আগে ফাঁসিদেওয়ার জ্যোতিনগরের এক ঠিকাদারের মাধ্যমে চারজন মহারাষ্ট্রের আক্কালকোটে নির্মাণশ্রমিকের কাজ করতে গিয়েছিলেন। এরপর ২২ অগাস্ট থেকে তিনি নিখোঁজ হয়ে যান। ইতিমধ্যে পিন্টুর বন্ধুরা মহারাষ্ট্রে পুলিশের কাছে নিখোঁজ সংক্রান্ত অভিযোগ করেছেন। শুক্রবার ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ ওই পরিযায়ী শ্রমিকের বাড়িতে গিয়ে খোঁজখবর করে। নিখোঁজ পিন্টুর মা সুমতি বিশ্বকর্মকার বললেন, 'এখানে কাজ নেই। তাই ছেলে বাইরে কাজে গিয়েছিল। এখন ছেলের কোনও খবর পাচ্ছি না। ছেলেকে আমার কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হোক।'

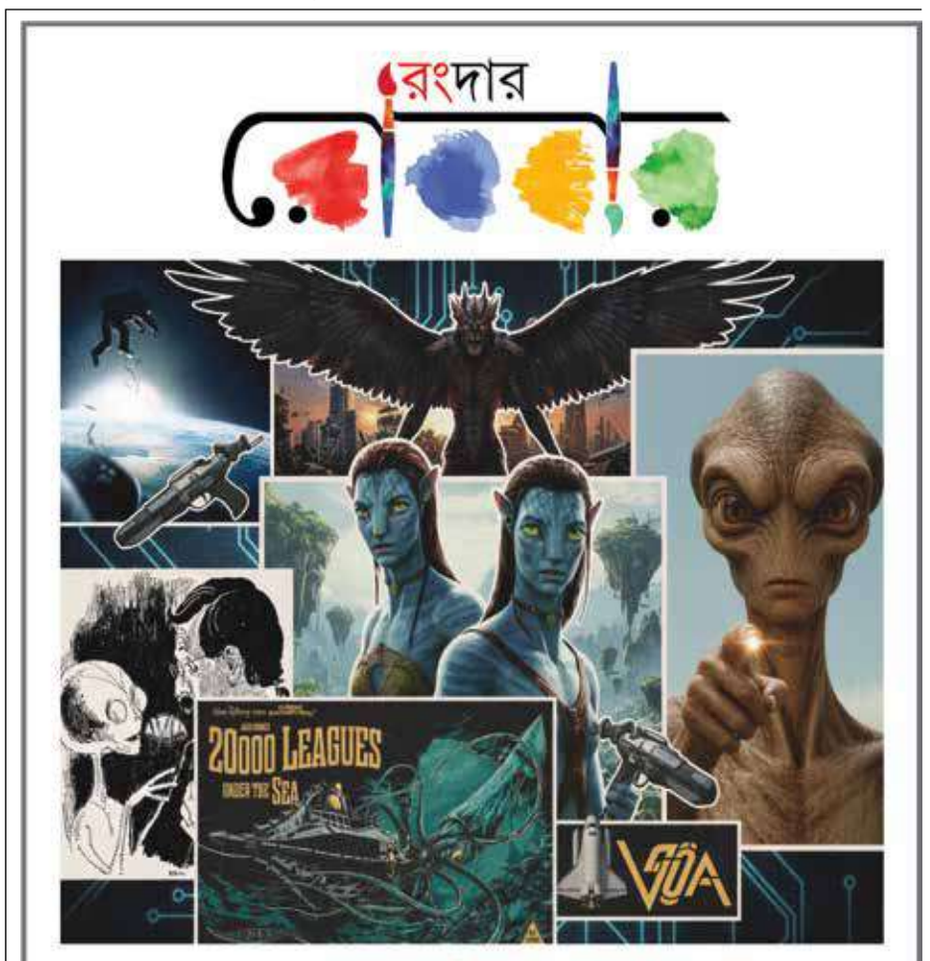

কল্পবিজ্ঞান

কম্পিউটার এতটাই শক্তিশালী হয়ে উঠবে যে, নিজেই মানুষের সমস্ত কাজ করা শুরু করে দেবে। বিজ্ঞানকে জড়িয়ে একটা সময় এভাবেই গল্প লেখা হত। সেই সমস্ত গল্প কিন্তু এখন অনেকটাই বাস্তব। এআই-এর উত্থান তার সাক্ষী। তবে বিজ্ঞান এখন এতটাই এগিয়ে যে, একে কেন্দ্র করে সিনেমা তৈরি হলেও গল্প লেখা সেভাবে আর মোটেও হচ্ছে না। যাঁরা এসমস্ত গল্প পড়তে ভালোবাসতেন তাঁদের খুব মন খারাপ।

প্রচ্ছদ কাহিনী বিপুল দাস, শুভ্র মৈত্র ও শুভদীপ ব্যানার্জি
ছোটগল্প সম্পা পাল
ট্রাভেল রগ ইন্দিরা মুখোপাধ্যায়
কবিতা অসীম শর্মা, মণিদীপা বিশ্বাস কীর্তনিয়া, অমিতাভ সরকার, মহুয়া রুদ্র, নবনীতা সরকার, পিনাকী রঞ্জন পাল ও মনোয়ারা নৌরিন

তৃণমূল কর্মী খুনের কারণ ঘিরে রহস্য

মনোজ বর্মন

জোরপাটকি, ২৯ অগাস্ট : বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে এগারোটা নাগাদ জোরপাটকি গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসের সামনে তৃণমূল কংগ্রেসের গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান পরেশচন্দ্র বর্মনের ঘনিষ্ঠ তৃণমূল কর্মী সঞ্জয় বর্মনের (৪০) রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার হল। সঞ্জয়ের বাড়ি নেন্দারপাড় গ্রামে। তাঁর মাথায় ভারী কিছু দিয়ে আঘাত করা হয়েছে। গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসের পাশেই গণেশপুজো হচ্ছে। পুজো কমিটির সদস্যরাই খবর দেন পুলিশে। মাথাভাঙ্গা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে দেহ উদ্ধার করে মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতালে পাঠায়। চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

প্রথমে বাসিন্দারা ভেবেছিলেন পথ দুর্ঘটনায় জখম হয়েছেন সঞ্জয়। কিন্তু ঘটনাস্থলের কাছে একটি

শুক্রবার সকালে জোরপাটকি গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ের সামনে জটলা।

দোকানের সিসিটিভি ক্যামেরায় ধরা পড়ে, গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসের সামনেই মন্টু বর্মন ও অজয় বর্মন নামে দুজনের মধ্যে কোনও কারণে ঝামেলা চলছিল। সঞ্জয় ওই জায়গা দিয়ে ফেরার সময় দুজনের ঝামেলা মেটাতে যান। হঠাৎই সঞ্জয়ের সঙ্গে দুজনের বচসা শুরু হয়। একসময় দুজনে শাবল দিয়ে সঞ্জয়ের মাথায় আঘাত করে। এরপরই অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারের দাবি ওঠে। মাথাভাঙ্গা থানার আইসি ও মাথাভাঙ্গার টাউনবাবু মৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্তীর নেতৃত্বে পুলিশ প্রথমে এই ঘটনায় মন্টুকে গ্রেপ্তার করে। পরে সারারাত ধাওয়া করে ভোরবেলা অজয়কে গ্রেপ্তার করা হয়।

কোচবিহার পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য বলেন, 'প্রথমে পুলিশের কাছে খবর আসে পথ দুর্ঘটনার জখম হয়ে এক ব্যক্তি জোরপাটকি গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসের সামনে পড়ে রয়েছেন। পুলিশের গাড়িতেই দেহটি হাসপাতালে পাঠানো হয়। অভিযুক্তদের ১০ দিনের পুলিশ হেপাজতে নেওয়া হয়েছে।'

নেহাত বচসা থামাতে গিয়ে খুন হতে হবে সঞ্জয়কে, তা মানতে চাইছেন না গ্রামের বাসিন্দারা। এই ঘটনায় অন্য কোনও রহস্য আছে কি না, তা খতিয়ে দেখার দাবি তুলেছেন তাঁরা। প্রশ্ন উঠছে, বচসা থামাতে গিয়েছিলেন সঞ্জয়। তাহলে তাঁকেই কেন মারধর করলেন অভিযুক্তরা? নাকি পরিকল্পনা করেই সঞ্জয়ের সামনে ঝামেলা করা হয়, যাতে সঞ্জয় থামাতে এলে তাঁকে মারধর করা হয়।

স্থানীয়দের অভিযোগ, খুনে অভিযুক্ত দুজন মাঝেমধ্যেই মদ্যপ অবস্থায় এলাকায় হাঙ্গামা করতেন। ওই রাতেও তাঁরা নিজেদের মধ্যে ঝামেলা করছিলেন। বাড়ির একমাত্র রোজগার করা লোকটা খুন হওয়ায় কী করে সংসার চলবে বুঝে উঠতে পারছেন না কেউই। সঞ্জয়ের স্ত্রী অঞ্জলি দুই মেয়েকে নিয়ে কেঁদেই চলেছেন। তিনি জানান, ওই রাতে গ্রামেরই এক প্রতিবেশীর বাড়িতে পুজোর প্রসাদ খেয়ে বাড়ি ফিরছিলেন সঞ্জয়। সেই সময়ই ওই ঘটনা ঘটে।

এদিন মাথাভাঙ্গা মর্গে ময়নাতদন্তের পর সঞ্জয়ের দেহ নিয়ে আসা হয় তৃণমূল কংগ্রেসের জোরপাটকি অঞ্চল কার্যালয়ে। সেখানে শ্রদ্ধা জানান তৃণমূল নেতৃত্ব। সেখান থেকে সঞ্জয়ের কর্মস্থল প্লাইউড কারখানা হয়ে বাড়িতে দেহ নিয়ে যাওয়া হয়। রাতেই সঞ্জয়ের শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।

শখ মেটাতে মোবাইল, স্কুটার চুরি

শিলিগুড়ি, ২৯ অগাস্ট : গত সোমবার মোবাইলের দোকানে চাকরি পেয়ে পাঁচদিন কাজ করার পরেই সুযোগ বুঝে দুটো আইফোন নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন অমর দত্ত নামে এক তরুণ। সেই ঘটনার তদন্তে নেমে ওই তরুণকে জেরা করে এমাসের গোড়ায় চুরি হওয়া একটি স্কুটারেরও খোঁজ পেল ভক্তিনগর থানার পুলিশ। সোমবার রাতে অমরকে গ্রেপ্তার করার পর মঙ্গলবার জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তুলে তিনদিনের হেপাজতে নিয়েছে পুলিশ।

পুলিশকে অমর জানিয়েছেন, একটি মোবাইল তিনি নিজের জন্য চুরি করেছিলেন। আরেকটি মোবাইল তাঁর বিক্রি করার পরিকল্পনা ছিল। তদন্তকারীদের কথায়, মোবাইল দোকানে কাজে ঢোকার আগে অমর নিরাপত্তারক্ষীর কাজ করতেন ইস্টার্ন বাইপাসের এক দোকানে। সেখানেও পাঁচদিন কাজ করার পরে মালিকের স্কুটার নিয়ে পালিয়ে যান তিনি। বৃহস্পতিবার রাতে অমরের বাড়ি থেকে সেই স্কুটারটিও উদ্ধার করেছে পুলিশ। অমরকে এদিন ফের জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হলে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ২ অগাস্ট ইস্টার্ন বাইপাসের ওই দোকানে নিরাপত্তারক্ষীর কাজ করার সময় মালিকের স্কুটার নিয়ে পগারপার হয়ে যান তিনি। মালিক স্কুটার না পেয়ে অমরকে নিযুক্ত করা সিকিউরিটি এজেন্সির কাছে স্কুটার ফেরত চেয়ে দাবি জানান। সিকিউরিটি এজেন্সি অমরের কোনও খোঁজ না পাওয়ায় এ মাসের ১২ তারিখ ভক্তিনগর থানায় অমরের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করে। এরপর থেকেই অমরের খোঁজ করছিল পুলিশ। এর মধ্যে অমর গত সপ্তাহে ইসকন রোডের একটি মোবাইল ফোনের দোকানে কাজে ঢুকে যান। এরপর সুযোগ বুঝে দুটো আইফোন চুরি করেন।

পুলিশ জানিয়েছে, স্কুটার চুরির পর তার নম্বর প্লেট পরিবর্তন করে দিয়েছিলেন অমর। চেসিস নম্বর মিলিয়ে স্কুটারটি বৃহস্পতিবার রাতে বাজেয়াপ্ত করে পুলিশ। পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদে অবশ্য অমরের চাহিদার বিষয়টাই সামনে এসেছে। অমরের পরিবার মধ্যবিত্ত। পকেটে দামি মোবাইল, স্কুটার নিয়ে ঘোরা শখ ছিল অমরের। পরিবারের কাছ থেকে না পেয়ে তাই তিনি চাকরি নিয়ে চুরির রাস্তা নেন। শেষমেশ এই শখই গারদের পিছনে ঠাঁই দিল অমরকে।

বিধাননগরে নজরুল স্মরণ

ফাঁসিদেওয়া, ২৯ অগাস্ট : দার্জিলিং তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে মুরালীগঞ্জ হাইস্কুলে শুক্রবার বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের প্রয়াণ দিবস উপলক্ষ্যে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ফাঁসিদেওয়া ব্লকের চা বলয় অধ্যুষিত ওই স্কুলের হলঘরে প্রায় তিনশো পড়ুয়ার উপস্থিতিতে বিদ্রোহী কবিকে স্মরণ করা হয়। কবিকে নিয়ে নানা আলোচনা হয়। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়। দার্জিলিংয়ের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে কাজী নজরুল ইসলামের স্মরণে নাচ-গান-আবৃত্তি পরিবেশিত হয়। নিজের ছাত্র জীবনে কাজী নজরুল ইসলামকে দেখেছিলেন বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক অশেষকুমার দাস। তিনিও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

বিক্ষোভ

চোপড়া, ২৯ অগাস্ট : কাঁচা চা পাতার ন্যায্য দাম সহ একাধিক দাবিতে টি বোর্ডের ইসলামপুর আঞ্চলিক শাখায় বিক্ষোভ কর্মসূচির ডাক দিল চোপড়া স্মল টি প্ল্যান্টার্স ওয়েলফেয়ার সোসাইটি। এ ব্যাপারে এলাকায় প্রচার শুরু করা হয়েছে। সোসাইটির সম্পাদক পার্থ ভৌমিক বলেন, 'মোট ৫ দফা দাবিতে, আগামী ২ সেপ্টেম্বর বিক্ষোভ ও ধর্না কর্মসূচির ডাক দেওয়া হয়েছে।'

হাইস্কুলের পড়ুয়ারা আবর্জনা ফেলল প্রাথমিক স্কুলে

দ্বন্দ্বে দেরি পরীক্ষায়

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ২৯ অগাস্ট : প্রাথমিক ও হাইস্কুলের কোন্দলে নজিরবিহীন ঘটনা শিলিগুড়িতে। এক স্কুলের বিরুদ্ধে আরেক স্কুল অভিযোগ তুলল আবর্জনা ফেলার। অভিযোগ, নেতাজি হাইস্কুলের শিক্ষকদের মদতে ওই স্কুলেরই পড়ুয়ারা একই চত্বরে থাকা প্রাথমিক স্কুলের অফিসের সামনে আবর্জনা ফেলেছে। যার জেরে শুক্রবার স্কুলে পরীক্ষা দিতে এসে চরম সমস্যায় পড়ে নেতাজি প্রাথমিক বয়েজ স্কুলের পড়ুয়ারা। শহরের দুটি সরকারি স্কুলের এমন বিবাদে অসন্তুষ্ট অভিভাবকরাও। পরিস্থিতি সামাল দিতে তড়িঘড়ি স্কুলে আসতে হয় স্থানীয় কাউন্সিলার অভয়া বসুকে।

তিনি বলেন, 'যে অভিযোগ উঠেছে, তা অত্যন্ত নিন্দনীয় ঘটনা। স্কুলের পঠনপাঠনে যাতে বিঘ্ন না ঘটে সেজন্য আমি সাফাইকর্মীদের ডেকে পরিষ্কার করিয়েছি। পাশাপাশি, হাইস্কুলের পরিচালন সমিতির সভাপতির সঙ্গেও আমার কথা হয়েছে।' ঘটনার সত্যতা যাচাইয়ে স্কুলের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখার দাবিও তুলেছেন তিনি। যদিও অভিযোগ নস্যাৎ করেছে হাইস্কুল।

একই চত্বরে থাকা দুই স্কুলের কোন্দল যেন শেষ হচ্ছে না। প্রাথমিক স্কুলটিতে এদিন ছিল সামেটিভ পরীক্ষা। ভারী বৃষ্টির মধ্যে স্কুলটিতে ভিড় করে পড়ুয়ারা। তবে পড়ুয়াদের প্রশ্নপত্র দেওয়া হবে কী করে, তা নিয়ে চিন্তায় পড়ে যায় প্রাথমিক স্কুল কর্তৃপক্ষ। কেননা, প্রাথমিকের

নেতাজি বয়েজ প্রাথমিক স্কুলের অফিসের সামনে আবর্জনা। শুক্রবার।

অফিসের সামনে তখন আবর্জনার স্তূপ। কে ফেলেছে এই আবর্জনা? তা নিয়ে হইচই শুরু হয়ে যায়। স্কুলের অফিসের সামনে এই অবস্থা দেখে অভিভাবকরাও ক্ষোভে ফেটে পড়েন। পরিস্থিতি সামাল দিতে তড়িঘড়ি স্থানীয় কাউন্সিলারকে ফোন করেন স্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক কাঞ্চন দাস। তিনি বলেন, 'আমি স্কুলে এসে অফিসের তালা খুলতে গিয়ে দেখি এই অবস্থা। ইচ্ছাকৃতভাবে এই কাজ করা হয়েছে বলে মনে হচ্ছে।' প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকদের একাংশের অভিযোগ, হাইস্কুলের তরফে কিছু শিক্ষকের মদতে পড়ুয়ারা এই কাজ করেছে। এর আগেও হাইস্কুলের জন্য অনেকবার এমন সমস্যায় পড়তে হয়েছে বলে জানান কয়েকজন শিক্ষক। এদিন প্রাথমিক স্কুলের অভিভাবকদের তরফে হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষকের কাছে সমস্যা সমাধানের দাবি জানিয়ে একটি স্মারকলিপিও দেওয়া হয়। কয়েকজন অভিভাবক জানান, দুই স্কুলের কোন্দল না মিটলে হাইস্কুলে তাঁদের সন্তানদের ভর্তি করবেন না।

যদিও প্রাথমিক স্কুলের এই অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে স্পষ্ট জানিয়ে দেন হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক রাজীব ঘোষ। তিনি বলেন, 'অফিসের সামনে এভাবে আবর্জনা ফেলা অবশ্যই নিন্দনীয়। তবে ইচ্ছাকৃতভাবে এই কাজ করা হয়েছে, একথা সত্যি নয়। আমাদের বদনাম করার জন্য ইচ্ছেকৃতভাবে বিষয়টিকে প্রাথমিকের তরফে বড় করে দেখানো হয়েছে।' পাশাপাশি তিনি আরও জানান, শনিবার স্কুলে এব্যাপারে আলোচনার জন্য জরুরি বৈঠক ডাকা হয়েছে। যদিও বিষয়টি তাঁর জানা নেই বলে দাবি করেছেন শিলিগুড়ি প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের চেয়ারম্যান দিলীপকুমার রায়।

নজিরবিহীন

- প্রাথমিক ও হাইস্কুলের কোন্দলে নজিরবিহীন ঘটনা
- হাইস্কুলের পড়ুয়ারা আবর্জনা ফেলল প্রাথমিক স্কুলের অফিসে
- পরীক্ষা দিতে এসে চরম সমস্যায় পড়ল প্রাথমিক স্কুলের পড়ুয়ারা
- স্থানীয় কাউন্সিলার এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন

> যে অভিযোগ উঠেছে, তা অত্যন্ত নিন্দনীয় ঘটনা। স্কুলের পঠনপাঠনে যাতে বিঘ্ন না ঘটে সেজন্য আমি সাফাইকর্মীদের ডেকে পরিষ্কার করিয়েছি। পাশাপাশি, হাইস্কুলের পরিচালন সমিতির সভাপতির সঙ্গেও আমার কথা হয়েছে।
>
> **অভয়া বসু**
> *কাউন্সিলার, ২০ নম্বর ওয়ার্ড*

দুষ্কৃতী দৌরাত্ম্যে নাজেহাল উত্তরায়ণ

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ২৯ অগাস্ট : দুষ্কৃতী দৌরাত্ম্যের জেরে নাজেহাল উত্তরায়ণ। একাধিক বাংলো ফাঁকা থাকার সুযোগে জানলার গ্রিল কেটে ভেতরে ঢুকে পড়ছে দুষ্কৃতীরা। এরপর হাতের সামনে যা পাচ্ছে তুলে নিয়ে যাচ্ছে বলে অভিযোগ। গত এক মাসে একাধিক বাংলোয় এমন চুরির ঘটনায় নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন আবাসিকরা। তাঁদের একাংশের অভিযোগ, পুলিশের তরফে নিয়মিত নজরদারি না থাকার সুযোগে এমন ঘটনা ঘটিয়ে চলেছে দুষ্কৃতীরা।

বুধবার মাটিগাড়া থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন চিকিৎসক আসিফ ইকবাল হোসেন। তাঁর অভিযোগ, 'গত ২৩ তারিখ সপরিবারে গুয়াহাটিতে যাওয়ায় বাংলো ফাঁকা ছিল। সেই সুযোগে বাড়িতে ঢোকে দুষ্কৃতীরা। ঘরের সাজসজ্জা নষ্ট করে। মূল দরজা, আলমারি ভেঙে দেয়। শৌচালয়ের বিভিন্ন কল, পাইপ থেকে শুরু করে, সিসিটিভি ক্যামেরা, ডিভিআর বক্স ছাড়াও ঘর সাজানো বেশকিছু সামগ্রী চুরি গিয়েছে।'

কয়েক মাসে উত্তরায়ণে এই ছিঁচকে চুরির মতো ঘটনা বৃদ্ধি পেয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন আবাসিকরা। শুধু এই বাংলো নয়। উপনগরের ডি ব্লকের দুটি বাংলোয় গত ১ মাসে এমন আরও কাণ্ড ঘটিয়েছে দুষ্কৃতীরা। সেই বিষয়ে থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

চোরেরা রাতের অন্ধকারে হানা দিচ্ছে। এলাকার বাসিন্দা অনিশা আগরওয়াল বলেন, 'সকালে উঠে দেখি ঘরের সামনে থাকা জুতো রাখার র‍্যাক নেই। কখনও শুনছি ফুলের গাছ বা বাংলোর বাইরে জলের কল থাকলে চুরি হয়ে যাচ্ছে।' এলাকাবাসী, পেশায় আইনজীবী অনুপ সরকার বলছেন, 'সোসাইটির নিয়োগ করা নিরাপত্তারক্ষী পর্যাপ্ত নয়। পুলিশ-প্রশাসনের কোনও টহলদারি নেই। এর মধ্যেই উপনগরীর ভেতরে থাকা দোকানে নেশার সামগ্রী বিক্রি হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে বাংলোয় ঢুকে চুরির ঘটনা স্বাভাবিক।'

চাঁদমণি উত্তরায়ণ ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সম্পাদক বিনোদ গুপ্তর দাবি, 'এটি আমার একার বিষয় নয়। ইসি বোর্ডের বৈঠকের পরে মন্তব্য করা হবে।' শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ইস্ট) রাকেশ সিং বলছেন, 'বিষয়টি খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

শ্লীলতাহানির চেষ্টা, গ্রেপ্তার ১

শিলিগুড়ি, ২৯ অগাস্ট : বাড়িতে একা থাকার সুযোগে বৃহস্পতিবার ১৮ বছরের এক তরুণীকে শ্লীলতাহানির চেষ্টা করে মামা। নিজেকে বাঁচাতে ওই তরুণী চিৎকার করতে করতে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে এসেছিলেন। অভিযোগ, সকলের সামনে ওই ব্যক্তি তরুণীকে শ্লীলতাহানির পাশাপাশি অস্ত্র দিয়ে মারার চেষ্টা করে। তখন স্থানীয়রা ওই ব্যক্তির দিকে তেড়ে গেলে সে পালিয়ে যায়। এরপর পুলিশে খবর দেওয়া হয়।

পুলিশ তল্লাশি চালিয়ে ওই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে। ধৃতকে শুক্রবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়। বিচারক ওই ব্যক্তিকে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। ওই তরুণীর মায়ের অভিযোগ, 'আমার ভাই এর আগেও মেয়েকে কুপ্রস্তাব দিয়েছিল। বেশ কিছুদিন ধরেই মেয়ের ওপর ভাইয়ের খারাপ নজর ছিল।'

পুলিশে অভিযোগ

চোপড়া, ২৯ অগাস্ট : বৃহস্পতিবার চোপড়ায় কমলাগাঁও সুজলি গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি আব্দুস সাত্তারের গাড়িতে হামলার ঘটনায় শুক্রবার বিকালে ইসলামপুর পুলিশ জেলার সুপারের দপ্তরে অভিযোগ জমা পড়েছে। আব্দুস সাত্তার বলেন, 'হামলার ঘটনার বিষয়টি একদিকে যেমন দলীয় স্তরে জানানো হয়েছে, তেমনি জেলা পুলিশ সুপারের কাছে লিখিতভাবে জানানো হয়েছে।' পুলিশ সুপার জবি থমাস বলেন, 'অভিযোগ পেয়েছি। তদন্ত করে দেখা হবে।'

তিন ইয়ারি কথা।। শুক্রবার কোচবিহারের হিন্দুস্তান মোড়ে অপর্ণা গুহ রায়ের তোলা ছবি।

পৃথক ঘটনায় ধৃত ৩

বাগডোগরা, ২৯ অগাস্ট : একটি ওয়ান শটার পিস্তল এবং একটি গুলি সহ এক দুষ্কৃতীকে বৃহস্পতিবার রাতে বাগডোগরা এলাকায় গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃত মহম্মদ আশরাফুলের বাড়ি বাগডোগরা রেলস্টেশন সংলগ্ন সূর্যনগর বস্তিতে। বাগডোগরা থানার ওসি পার্থসারথি দাস বলেন, 'পুলিশি অভিযানে আশরাফুল ধরা পড়েছে। শুক্রবার আদালত ধৃতকে ১৪ দিনের জেল হেপাজতে পাঠায়।'

অন্যদিকে, ওই রাতেই অবৈধ মদের কারবারের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে এক মহিলা সহ দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে বাগডোগরা থানার পুলিশ। বাগডোগরার কাছে ভুট্টাবাড়ির ৬ নম্বর রোড এবং আপার বাগডোগরার ডারাগাঁওয়ে অভিযান চালায় পুলিশ। ভুট্টাবাড়ি থেকে গোপাল লামা ও ডারাগাঁও থেকে সুধা তামাংকে গ্রেপ্তার করা হয়। এক পুলিশ আধিকারিক জানান, দুজনের বাড়ি থেকে প্রচুর বিদেশি মদ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

শংকরের এসসি শংসাপত্র নিয়ে ফের প্রশ্ন

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২৯ অগাস্ট : মাটিগাড়া-নকশালবাড়ির প্রাক্তন বিধায়ক তথা সদ্য তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেওয়া শংকর মালাকারের বিরুদ্ধে ফের ভুল তথ্য দিয়ে তপশিলি জাতির শংসাপত্র নেওয়া এবং জমির কারবারে যুক্ত থাকার অভিযোগ উঠল। শুক্রবার সাংবাদিক বৈঠক করে বাগডোগরার তৃণমূলের প্রাক্তন নেতা গৌতম কীর্তনিয়া দাবি করেন, কয়েক বছর আগেই শংকর মালাকারের তপশিলি জাতির শংসাপত্র বাতিল হয়ে গিয়েছে। তার পরেও ওই শংসাপত্র দেখিয়ে মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি কেন্দ্রে তিনি প্রার্থী হয়েছেন। আগামী বিধানসভা ভোটেও তিনি এই কেন্দ্র থেকে প্রার্থী হওয়ার চেষ্টা করছেন। যা নিয়ে তিনি নির্বাচন কমিশন, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, দার্জিলিংয়ের জেলা শাসককে চিঠি দেবেন বলে জানান গৌতম। এর আগেও বহুবার শংকর মালাকারের বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ তুলেছেন গৌতম। ভোট এগিয়ে আসতেই তাঁর যে নতুন করে এমন অভিযোগ তোলা, তা নিয়ে সংশয় নেই তেমন কারও। অভিযোগ প্রসঙ্গে শংকর বলছেন, 'সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বস্তাপচা অভিযোগ। ওই লোকটি দীর্ঘদিন ধরেই আমার বিরুদ্ধে কুৎসা করে যাচ্ছেন। কিন্তু কেউ আমল দেয়নি। মানুষ আমাদের সঙ্গে আছে। আমি কোনও বেআইনি কাজ করিনি।'

তবে শুধু অভিযোগ তোলা নয়, নিজের স্বপক্ষে শুক্রবার কিছু নথি তুলে ধরেন গৌতম। তাঁর অভিযোগ, শংকর বাস্তবে অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণিভুক্ত (ওবিসি)। কিন্তু ২০১১ সালে মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি কেন্দ্রে প্রার্থী হওয়ার জন্য ২০১০ সালে তৎকালীন সিপিএম নেতা রাজ্যের মন্ত্রী অশোক ভট্টাচার্যর মাধ্যমে এক সপ্তাহের মধ্যে তপশিলি জাতি (এসসি)-র শংসাপত্র হাতে পেয়েছিলেন। তিনি বলেন, 'পরবর্তীতে তথ্য জানার অধিকার আইনে আবেদন করে শংকরের বিভিন্ন তথ্য বের করি। সেখানে দেখা যায় তিনি সমস্ত ভুয়ো নথিপত্র জমা দিয়ে মাত্র সাতদিনেই তপশিলি শংসাপত্র পেয়ে গিয়েছেন। তার ভিত্তিতেই মামলা করি এবং ২০১৯ সালে সরকারি গেজেটে শংকর সহ তাঁর পরিবারের তিনজনের এসসি শংসাপত্র বাতিল করা হয়। এর পরেও তিনি ২০২১ সালে নিজেকে এসসি হিসাবে দাবি করে মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি থেকে প্রার্থী হয়েছিলেন। এবার কংগ্রেসের হাত ছেড়ে তৃণমূলে এসে এই কেন্দ্র থেকে প্রার্থী হওয়ার চেষ্টা করছেন।'

গৌতমের অভিযোগ, 'শংকর শুধু ভুয়ো এসসি শংসাপত্র ব্যবহার করছেন তাই নয়, রীতিমতো কোটি কোটি টাকার জমির কারবার করছেন। স্ত্রীর নাম ব্যবহার করে সম্প্রতি তিনি ছয় কোটি টাকা দিয়ে শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৩৩ নম্বর ওয়ার্ডে জমি কিনেছেন।' এই টাকার উৎস নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন গৌতম। তাঁর দাবি 'কোনও অবস্থাতেই শংকর মালাকারকে মাটিগাড়া-নকশালবাড়ির মানুষ ভোট দেবেন না।' শংকর মালাকার অবশ্য জমি কেনা নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি।

> শংকর শুধু ভুয়ো এসসি শংসাপত্র ব্যবহার করছেন তাই নয়, রীতিমতো কোটি কোটি টাকার জমির কারবার করছেন। স্ত্রীর নাম ব্যবহার করে সম্প্রতি তিনি ছয় কোটি টাকা দিয়ে শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৩৩ নম্বর ওয়ার্ডে জমি কিনেছেন।
>
> **গৌতম কীর্তনিয়া**
> *প্রাক্তন তৃণমূল নেতা*

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়িনী হলেন আলিপুরদুয়ার-এর এক বাসিন্দা

সাপ্তাহিক লটারির 62H 38558 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়িনী বললেন "ডিয়ার লটারির মাধ্যমে অনেক মহিলাকে কোটিপতি হতে দেখেছি যা আমাকে আমার ভাগ্য পরীক্ষা করার জন্য অনুপ্রাণিত করে। আমি গর্বের সাথে বলছি আমি এক কোটি টাকা জিতেছি! একজন মহিলা হিসাবে এই জয় অনেক কিছুর অর্থ বহন করে। এই ক্ষমতায়নের মুহূর্তটির জন্য আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে ধন্যবাদ জানাই।"

পশ্চিমবঙ্গ, আলিপুরদুয়ার - এর একজন বাসিন্দা প্রভা মিঞ্জ - কে 03.06.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

আসানসোল ডিভিশনে নন-ইন্টারলকিং কাজের জন্য ট্রেন চলাচলে নিয়ন্ত্রণ

আসানসোল ডিভিশনের বর্ধমান-আসানসোল শাখায় দুর্গাপুরে ০৬.১০.২০২৫ থেকে ০১.১১.২০২৫ তারিখ পর্যন্ত ২৭ দিনের প্রস্তুতিমূলক কাজ, ০২.১১.২০২৫ থেকে ০৯.১১.২০২৫ তারিখ পর্যন্ত ০৮ দিনের প্রি-প্রি নন-ইন্টারলকিং কাজ, ১০.১১.২০২৫ থেকে ১৯.১১.২০২৫ তারিখ পর্যন্ত ১০ দিনের প্রি-নন-ইন্টারলকিং কাজ ও ২০.১১.২০২৫ থেকে ২৩.১১.২০২৫ তারিখ পর্যন্ত ০৪ দিনের নন-ইন্টারলকিং কাজের জন্য, নিম্নলিখিত ট্রেনগুলি নিম্নরূপে নিয়ন্ত্রিত হবে।

● বাতিল : (১) ১২১৭৫ হাওড়া - গোয়ালিয়র চম্বল এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৩/১১/২০২৫); (২) ১২১৭৬ গোয়ালিয়র - হাওড়া চম্বল এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২২/১১/২০২৫); (৩) ১২১৭৭ হাওড়া - মথুরা চম্বল এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২০/১১/২০২৫); (৪) ২০৯৭৬ আগ্রা ক্যান্টনমেন্ট - হাওড়া চম্বল এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২০/১১/২০২৫); (৫) ১২৩২৫ কলকাতা - নাঙ্গল ডাম গুরুমুখী এসএফ এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২০/১১/২০২৫); (৬) ১২৩২৬ নাঙ্গল ডাম - কলকাতা গুরুমুখী এসএফ এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২২/১১/২০২৫); (৭) ১২৩২৯ শিয়ালদহ-আনন্দ বিহার সম্পর্ক ক্রান্তি এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ১৮/১১/২০২৫); (৮) ১২৩৩০ আনন্দ বিহার - শিয়ালদহ সম্পর্ক ক্রান্তি এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ১৯/১১/২০২৫); (৯) ১২৩৩৩ হাওড়া - প্রয়াগরাজ রামবাগ বিভূতি এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ১৯, ২০, ২১ ও ২২/১১/২০২৫); (১০) ১২৩৩৪ প্রয়াগরাজ রামবাগ - হাওড়া বিভূতি এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২০, ২১, ২২ এবং ২৩/১১/২০২৫); (১১) ১২৩৩৯ হাওড়া - ধানবাদ কোলফিল্ড এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৩/১১/২০২৫); (১২) ১২৩৪০ ধানবাদ - হাওড়া কোলফিল্ড এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৪/১১/২০২৫); (১৩) ১২৩৫৭ কলকাতা - অমৃতসর দুর্গিয়ানা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ১৮/১১/২০২৫); (১৪) ১২৩৫৮ অমৃতসর - কলকাতা দুর্গিয়ানা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২০/১১/২০২৫); (১৫) ১২৩৫৯ কলকাতা - পাটনা গরিব রথ এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২০ ও ২২/১১/২০২৫); (১৬) ১২৩৬০ পাটনা - কলকাতা গরিব রথ এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২১ ও ২৩/১১/২০২৫); (১৭) ১৩০২৫ হাওড়া - ভোপাল সাপ্তাহিক এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ১৭/১১/২০২৫); (১৮) ১৩০২৬ ভোপাল - হাওড়া সাপ্তাহিক এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ১৯/১১/২০২৫); (১৯) ১৩০৪৩ হাওড়া - রক্সৌল এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২০/১১/২০২৫); (২০) ১৩০৪৪ রক্সৌল - হাওড়া এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২২/১১/২০২৫); (২১) ১৩১৬৭ কলকাতা - আগ্রা ক্যান্টনমেন্ট এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২০/১১/২০২৫); (২২) ১৩১৬৮ আগ্রা ক্যান্টনমেন্ট - কলকাতা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২২/১১/২০২৫); (২৩) ১৫২৩৩ কলকাতা - দ্বারভাঙ্গা মৈথিলি এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২০/১১/২০২৫); (২৪) ১৫২৩৪ দ্বারভাঙ্গা- কলকাতা মৈথিলি এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ১৯/১১/২০২৫); (২৫) ১৫২৩৫ হাওড়া - দ্বারভাঙ্গা সাপ্তাহিক এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২২/১১/২০২৫); (২৬) ১৫২৩৬ দ্বারভাঙ্গা - হাওড়া সাপ্তাহিক এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২০/১১/২০২৫); (২৭) ২২৩৮৭ হাওড়া - ধানবাদ ব্ল্যাক ডায়মন্ড এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৩ ও ২৪/১১/২০২৫); (২৮) ২২৩৮৮ ধানবাদ - হাওড়া ব্ল্যাক ডায়মন্ড এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২২ ও ২৩/১১/২০২৫); (২৯) ২২৯১২ হাওড়া - ইন্দোর শিপ্রা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২০ ও ২২/১১/২০২৫); (৩০) ২২৯১১ ইন্দোর - হাওড়া শিপ্রা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ১৮ ও ২০/১১/২০২৫); (৩১) ১২৩৮৩ শিয়ালদহ - আসানসোল এসএফ ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২০, ২১ ও ২২/১১/২০২৫); (৩২) ১২৩৮৪ আসানসোল - শিয়ালদহ এসএফ ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২০, ২১ ও ২২/১১/২০২৫); (৩৩) ১৩১৭৯ শিয়ালদহ - সিউড়ি মেমু এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২০, ২১, ২২ ও ২৩/১১/২০২৫); (৩৪) ১৩১৮০ সিউড়ি - শিয়ালদহ মেমু এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২১, ২২, ২৩ এবং ২৪/১১/২০২৫); (৩৫) ২২৩২১ হাওড়া - সিউড়ি হুল এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২০, ২১, ২২ ও ২৩/১১/২০২৫); (৩৬) ২২৩২২ সিউড়ি - হাওড়া হুল এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২০, ২১, ২২ এবং ২৩/১১/২০২৫); (৩৭) ১২৩৫৩ হাওড়া - লালকুয়াঁ সাপ্তাহিক এসএফ এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ৩১/১০ ও ১৪/১১/২০২৫); (৩৮) ১২৩৫৪ লালকুয়াঁ - হাওড়া সাপ্তাহিক এসএফ এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০২ ও ১৬/১১/২০২৫); (৩৯) ৬৩৫০৫ বর্ধমান - আসানসোল মেমু (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৩, ০৪, ০৫, ১৪ ও ১৫/১১/২০২৫); (৪০) ৬৩৫০৭ বর্ধমান - আসানসোল মেমু (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৩, ০৪, ১৪, ২০, ২১, ২২ ও ২৩/১১/২০২৫); (৪১) ৬৩৫১১ বর্ধমান - আসানসোল মেমু (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৩ ও ০৪/১১/২০২৫); (৪২) ৬৩৫১৩ বর্ধমান - আসানসোল মেমু (যাত্রা শুরুর তারিখ ১২, ২০, ২১, ২২ ও ২৩/১১/২০২৫);(৪৩) ৬৩৫১৫ বর্ধমান - আসানসোল মেমু (যাত্রা শুরুর তারিখ ১২/১০, ১২, ২০, ২১, ২২ ও ২৩/১১/২০২৫); (৪৪) ৬৩৫১৭ বর্ধমান - আসানসোল মেমু (যাত্রা শুরুর তারিখ ১২/১০, ০২ ও ১২/১১/২০২৫); (৪৫) ৬৩৫২১ বর্ধমান - আসানসোল মেমু (যাত্রা শুরুর তারিখ ২০, ২১, ২২ ও ২৩/১১/২০২৫); (৪৬) ৬৩৫২৩ বর্ধমান - আসানসোল মেমু (যাত্রা শুরুর তারিখ ০২, ২০, ২১, ২২ ও ২৩/১১/২০২৫); (৪৭) ৬৩৫২৭ দুর্গাপুর - আসানসোল মেমু (যাত্রা শুরুর তারিখ ০২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২ ও ২৩/১১/২০২৫); (৪৮) ৬৩৫৪৯ বর্ধমান - আসানসোল মেমু (যাত্রা শুরুর তারিখ ১২/১০, ০২, ১২, ১৫, ২০, ২১, ২২ ও ২৩/১১/২০২৫); (৪৯) ৬৩৫০৮ আসানসোল - বর্ধমান মেমু (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৩, ০৪, ১৪, ২০, ২১, ২২ ও ২৩/১১/২০২৫); (৫০) ৬৩৫১২ আসানসোল - বর্ধমান মেমু (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৩, ০৪, ০৫, ১৪, ১৫, ২০, ২১, ২২ ও ২৩/১১/২০২৫); (৫১) ৬৩৫১৬ আসানসোল - বর্ধমান মেমু (যাত্রা শুরুর তারিখ ২০, ২১, ২২ ও ২৩/১১/২০২৫); (৫২) ৬৩৫১৮ আসানসোল - বর্ধমান মেমু (যাত্রা শুরুর তারিখ ১২/১০, ১২, ২০, ২১, ২২ ও ২৩/১১/২০২৫); (৫৩) ৬৩৫২২ আসানসোল - বর্ধমান মেমু (যাত্রা শুরুর তারিখ ০২, ১২, ১৩ ও ১৬/১১/২০২৫); (৫৪) ৬৩৫২৪ আসানসোল - বর্ধমান মেমু (যাত্রা শুরুর তারিখ ০২, ১২, ১৩, ১৬, ২০, ২১, ২২ ও ২৩/১১/২০২৫);(৫৫) ৬৩৫২৮ আসানসোল - দুর্গাপুর মেমু (যাত্রা শুরুর তারিখ ০২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২ ও ২৩/১১/২০২৫); (৫৬) ৬৩৫৫০ অন্ডাল - বর্ধমান মেমু (যাত্রা শুরুর তারিখ ১২/১০, ০২, ১২, ১৬, ২০, ২১, ২২ ও ২৩/১১/২০২৫); (৫৭) ৬৩৫৫২ বর্ধমান - অন্ডাল মেমু (যাত্রা শুরুর তারিখ ১২/১০, ০২, ১২, ১৬, ২০, ২১, ২২ ও ২৩/১১/২০২৫)।

● পথ পরিবর্তন: ◆ ১৩০২৯ হাওড়া - মোকামা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০২, ০৩, ১৩, ১৪, ১৯, ২০, ২১ ও ২২/১১/২০২৫) খানা - আসানসোল - জসিডির পরিবর্তে খানা - রামপুরহাট - দুমকা - জসিডি হয়ে পরিবর্তিত পথে চলবে; ◆ ১৩০৩০ মোকামা - হাওড়া এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২০, ২১, ২২ ও ২৩/১১/২০২৫) জসিডি - আসানসোল - খানার পরিবর্তে জসিডি - দুমকা - রামপুরহাট - খানা হয়ে পরিবর্তিত পথে চলবে; ◆ ১৩০৪৫ হাওড়া - দেওঘর ময়ূরাক্ষী এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২০, ২১, ২২ ও ২৩/১১/২০২৫) খানা - অন্ডাল - সাঁইথিয়ার পরিবর্তে খানা - বোলপুর শান্তিনিকেতন - সাঁইথিয়া হয়ে পরিবর্তিত পথে চলবে; ◆ ১৩০৪৬ দেওঘর - হাওড়া ময়ূরাক্ষী এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৩, ২০, ২১, ২২ ও ২৩/১১/২০২৫) সাঁইথিয়া - অন্ডাল - খানার পরিবর্তে সাঁইথিয়া - বোলপুর শান্তিনিকেতন - খানা হয়ে পরিবর্তিত পথে চলবে; ◆ ২২৩২২ সিউড়ি - হাওড়া হুল এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০২, ১২ ও ১৬/১১/২০২৫) সিউড়ি - অন্ডাল - খানার পরিবর্তে সিউড়ি - সাঁইথিয়া - বোলপুর শান্তিনিকেতন - খানা হয়ে পরিবর্তিত পথে চলবে; ◆ ২২১৯৭ কলকাতা - বীরাঙ্গনা লক্ষ্মীবাই প্রথম স্বতন্ত্রতা সংগ্রাম এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৩/১১/২০২৫) খানা - আসানসোল - জসিডির পরিবর্তে খানা - রামপুরহাট - দুমকা - জসিডি হয়ে পরিবর্তিত পথে চলবে; ◆ ২২১৯৮ বীরাঙ্গনা লক্ষ্মীবাই- কলকাতা প্রথম স্বতন্ত্রতা সংগ্রাম এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২১/১১/২০২৫) জসিডি - আসানসোল - খানার পরিবর্তে জসিডি - দুমকা - রামপুরহাট - খানা হয়ে পরিবর্তিত পথে চলবে। ◆ ১২৫৫১ এসএমভিটি বেঙ্গালুরু - কামাখ্যা এসি এসএফ এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০১, ০৮, ১৫ ও ২২/১১/২০২৫), ১৩৪১৭ দীঘা - মালদা টাউন এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৬, ১৩ ও ২০/১১/২০২৫), ১৩৪২৬ সুরাট - মালদা টাউন এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৩, ১০ ও ১৭/১১/২০২৫), ১৫৬২৯ তাম্বারাম - শিলঘাট টাউন নওগাঁও এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৩, ১০ ও ১৭/১১/২০৫), ১৫৬৩৯ পুরী - কামাখ্যা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৪, ১১ এবং ১৮/১১/২০২৫), ১৫৬৬১ রাঁচি - কামাখ্যা এক্সপ্রেস, (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৫, ১২ ও ১৯/১১/২০২৫), ১৫৯২৯ তাম্বারাম - নিউ তিনসুকিয়া এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৬, ১৩ ও ২০/১১/২০২৫) এবং ২২৬১১ ডঃ এমজিআর চেন্নাই সেন্ট্রাল - নিউ জলপাইগুড়ি সাপ্তাহিক সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৫, ১২ ও ১৯/১১/২০২৫) আসানসোল - অন্ডাল - দুর্গাপুর - অন্ডাল - সাঁইথিয়ার পরিবর্তে আসানসোল - অন্ডাল - সাঁইথিয়া হয়ে পরিবর্তিত পথে চলবে। ◆ ১২৫৫২ কামাখ্যা - এসএমভিটি বেঙ্গালুরু এসি এসএফ এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৫, ১২ ও ১৯/১১/২০২৫), ১৩৪১৮ মালদা টাউন - দীঘা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৬, ১৩ ও ২০/১১/২০২৫), ১৩৪২৫ মালদা টাউন - সুরাট এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৮, ১৫ ও ২২/১১/২০২৫), ১৫৬৩০ শিলঘাট টাউন - তাম্বারাম নওগাঁও এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৭, ১৪ ও ২১/১১/২০২৫), ১৫৬৪০ কামাখ্যা - পুরী এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০২, ০৯ ও ১৬/১১/২০২৫), ১৫৬২২ কামাখ্যা - রাঁচি এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৪, ১১ ও ১৮/১১/২০২৫), ১৫৯৩০ নিউ তিনসুকিয়া - তাম্বারাম এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৩, ১০ ও ১৭/১১/২০২৫); এবং ২২৬১২ নিউ জলপাইগুড়ি - ডঃ এমজিআর চেন্নাই সেন্ট্রাল সাপ্তাহিক সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৭, ১৪ ও ২১/১১/২০২৫) সাঁইথিয়া - অন্ডাল - দুর্গাপুর - অন্ডাল - আসানসোলের পরিবর্তে সাঁইথিয়া - অন্ডাল - আসানসোল হয়ে পরিবর্তিত পথে চলবে।

● সংক্ষিপ্ত যাত্রা শেষ / সংক্ষিপ্ত যাত্রা শুরু : ◆ ১৩৫০৩ বর্ধমান - হাতিয়া মেমু এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৩, ০৪, ১৪, ১৭, ২০, ২১, ২২, ২৩ ও ২৪/১১/২০২৫), ৬৩৫০৯ বর্ধমান - ঝাঁঝা মেমু (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৩, ০৪, ১৪, ১৫, ১৭, ২০, ২১, ২২ ও ২৩/১১/২০২৫) এবং ৬৩৫১৯ বর্ধমান - বোকারো স্টিল সিটি মেমু (যাত্রা শুরুর তারিখ ১২, ২০, ২১, ২২ ও ২৩/১১/২০২৫) আসানসোল থেকে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শুরু করবে এবং বর্ধমান ও আসানসোলের মধ্যে পরিষেবা বাতিল থাকবে। ◆ ১৩৫০৪ হাতিয়া - বর্ধমান মেমু এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০২, ০৩, ১৩, ১৬, ১৯, ২০, ২১, ২২ ও ২৩/১১/২০২৫), ৬৩৫১০ ঝাঁঝা - বর্ধমান মেমু (যাত্রা শুরুর তারিখ ০২, ০৩, ১৩, ১৪, ১৬, ২০, ২১, ২২ ও ২৩/১১/২০২৫) এবং ৬৩৫২০ বোকারো স্টিল সিটি - বর্ধমান মেমু (যাত্রা শুরুর তারিখ ১২, ২০, ২১, ২২ ও ২৩/১১/২০২৫) আসানসোলে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শেষ করবে এবং আসানসোল ও বর্ধমানের মধ্যে পরিষেবা বাতিল থাকবে।

● পুনর্নির্ধারণ: (১) ১২০২৩ হাওড়া - পাটনা জনশতাব্দী এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৬, ০৭, ০৮, ০৯, ১০, ১১, ১৩, ১৭ ও ১৮/১০/২০২৫) ১ ঘণ্টা ১০ মিনিটের জন্য পুনর্নির্ধারিত হবে। (২) ১৩১০৫ শিয়ালদহ - বালিয়া এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৬, ০৭, ০৮, ০৯, ১০, ১১, ১৩, ১৭ ও ১৮/১০/২০২৫) ৪০ মিনিটের জন্য পুনর্নির্ধারিত হবে। (৩) ১২০১৯ হাওড়া - রাঁচি শতাব্দী এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৩ ও ০৪/১১/২০২৫) ২ ঘণ্টার জন্য পুনর্নির্ধারিত হবে এবং ১২০১৯ হাওড়া - রাঁচি শতাব্দী এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ১৪/১১/২০২৫) ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিটের জন্য পুনর্নির্ধারিত হবে। (৪) ১২০২০ রাঁচি - হাওড়া শতাব্দী এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৩ ও ০৪/১১/২০২৫) ২ ঘণ্টার জন্য পুনর্নির্ধারিত হবে এবং ১২০২০ রাঁচি - হাওড়া শতাব্দী এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ১৩/১১/২০২৫) ২ ঘণ্টা ১৫ মিনিটের জন্য পুনর্নির্ধারিত হবে। (৫) ১২৩০৪ নিউ দিল্লী - হাওড়া পূর্বা এক্সপ্রেস (ভায়া পাটনা) (যাত্রা শুরুর তারিখ ১১/১০/২০২৫) ৩০ মিনিটের জন্য পুনর্নির্ধারিত হবে। (৬) ১১৪৪৭ জব্বলপুর - হাওড়া শক্তিপুঞ্জ এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০১/১১/২০২৫) ২ ঘণ্টার জন্য পুনর্নির্ধারিত হবে, ১১৪৪৭ জব্বলপুর - হাওড়া শক্তিপুঞ্জ এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ১২ ও ১৫/১১/২০২৫) ১ ঘণ্টা ৪০ মিনিটের জন্য পুনর্নির্ধারিত হবে এবং ১১৪৪৭ জব্বলপুর - হাওড়া শক্তিপুঞ্জ এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২২/১১/২০২৫) ৪০ মিনিটের জন্য পুনর্নির্ধারিত হবে। (৭) ২২৩০৩ হাওড়া - গয়া বন্দে ভারত এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৩, ০৪ ও ১৪/১১/২০২৫) ০১ ঘণ্টা ২০ মিনিটের জন্য পুনর্নির্ধারিত হবে। (৮) ২২৩০৪ গয়া - হাওড়া বন্দে ভারত এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০২/১১/২০২৫) ০২ ঘণ্টা ৩০ মিনিটের জন্য পুনর্নির্ধারিত হবে, ২২৩০৪ গয়া - হাওড়া বন্দে ভারত এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৩, ০৪ এবং ২৩/১১/২০২৫) ০১ ঘণ্টা ২০ মিনিটের জন্য পুনর্নির্ধারিত হবে এবং ২২৩০৪ গয়া - হাওড়া বন্দে ভারত এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ১৬/১১/২০২৫) ০২ ঘণ্টা ১৫ মিনিটের জন্য পুনর্নির্ধারিত হবে। (৯) ২২৩২১ হাওড়া - সিউড়ি হুল এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৩, ০৪ ও ১৪/১১/২০২৫) ০১ ঘণ্টার জন্য পুনর্নির্ধারিত হবে। (১০) ২২৩৮৭ হাওড়া - ধানবাদ ব্ল্যাক ডায়মন্ড এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৩ ও ০৪/১১/২০২৫) ১ ঘণ্টা ১৫ মিনিটের জন্য পুনর্নির্ধারিত হবে এবং ২২৩৮৭ হাওড়া - ধানবাদ ব্ল্যাক ডায়মন্ড এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ১৪/১১/২০২৫) ৪৫ মিনিটের জন্য পুনর্নির্ধারিত হবে। (১১) ২২৩৮৮ ধানবাদ - হাওড়া ব্ল্যাক ডায়মন্ড এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০২, ১৩ ও ১৬/১১/২০২৫) ০৩ ঘণ্টা ৩০ মিনিটের জন্য পুনর্নির্ধারিত হবে। (১২) ১২২৫৯ শিয়ালদহ - বিকানীর এসি দুরন্ত এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৩/১১/২০২৫) ০১ ঘণ্টা ২০ মিনিটের জন্য পুনর্নির্ধারিত হবে। (১৩) ১২৩১৩ শিয়ালদহ - নিউ দিল্লি রাজধানী এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৩/১১/২০২৫) ০১ ঘণ্টা ২০ মিনিটের জন্য পুনর্নির্ধারিত হবে। (১৪) ৬৩৫০৭ বর্ধমান - আসানসোল মেমু (যাত্রা শুরুর তারিখ ১৮/১১/২০২৫) ০১ ঘণ্টার জন্য পুনর্নির্ধারিত হবে। যাত্রীদের স্টেশনের পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেম অনুসরণ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। অসুবিধার জন্য দুঃখিত।

ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, আসানসোল

পূর্ব রেলওয়ে

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

সম্পাদকীয়

■ ৪৬ বর্ষ ■ ১০৩ সংখ্যা, শনিবার, ১৩ ভাদ্র ১৪৩২

স্বাধীনচেতার জয়

অতীতের হীরক রাজার মতো সর্বকালের সমস্ত শাসক চান, প্রজা, সভাসদ, পণ্ডিত সবাই যেন তাঁদের সুরে সুর মেলান। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শান্তা দত্ত উলটো পথে হেঁটে শাসকের রোষানলে পড়েছিলেন। তৃণমূল ছাত্র পরিষদের (টিএমসিপি) প্রতিষ্ঠা দিবসে নির্ধারিত পরীক্ষার দিন বদলে ফেলতে প্রশাসনিক, এমনকি খোদ মুখ্যমন্ত্রীর অনুরোধও তিনি অগ্রাহ্য করেছেন। পরিণামে শাসকদলের ছাত্র সংগঠনের অকালপক্ব নেতাদের কুৎসিত ভাষা, গালাগাল শুনতে হয়েছে তাঁকে।

যদিও উপাচার্য নিজের সিদ্ধান্তে অনড় থেকে নির্ধারিত সূচি মেনে টিএমসিপি'র প্রতিষ্ঠা দিবসেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করেছেন। এই সিদ্ধান্তকে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মে কথিত স্বশাসনের জয় বলে দাবি করেছেন উপাচার্য। তাঁর মতে, অন্যায়ের সঙ্গে তিনি আপস না করায় ৯৬ শতাংশ পরীক্ষার্থী নির্বিঘ্নে পরীক্ষা দিতে পেরেছেন। ভবিষ্যতে যাতে আর পরীক্ষা পিছিয়ে দেওয়ার অনুরোধ শাসকদলের কাছ থেকে না আসে- সেই আর্জিও জানিয়েছেন উপাচার্য।

শাসকের চোখে চোখ রেখে চলার মতো মেরুদণ্ডের জোর অনেকেরই থাকে না। পশ্চিমবঙ্গ হোক কিংবা দেশের অন্যত্র, শাসকের ইচ্ছায় কর্মের উদাহরণ ভূরিভূরি। তার মধ্যেও এরকম ব্যতিক্রমী কিছু ঘটনায় স্পষ্ট, এখনও মানুষ প্রতিবাদ করতে ভুলে যায়নি, এখনও সকলে শাসকের কাছে মেরুদণ্ডকে বিকিয়ে দেননি। যে অনুষ্ঠানের জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাসূচি বদলানোর চেষ্টা করা হয়েছিল, সেই অনুষ্ঠানে সাউথ ক্যালকাটা ল' কলেজে ধর্ষণের নিন্দায় একটি শব্দও উচ্চারিত না হওয়ায় সংগত প্রশ্নই তুলেছেন উপাচার্য।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটের সামনে দাঁড়িয়ে তাঁকে অকথ্য ভাষায় গালাগাল করা সত্ত্বেও টিএমসিপি প্রতিষ্ঠা দিবসের সভায় সংগঠনের ওই নেতাদের তিরস্কার না করার প্রসঙ্গও তুলেছেন শান্তা দত্ত। উপাচার্য মনে করেন, তিনি থাকুন বা না থাকুন, বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীন চিন্তার জয় হয়েছে নির্বিঘ্নে পরীক্ষা হওয়ায়। মেরুদণ্ড সোজা রেখে কাজ করা যে ইদানীং কঠিন হয়ে পড়ছে, সেটা গোপন কথা নয়। মাথানত না করে কাজ করার উদাহরণ যাঁরা বাংলায় রেখেছেন, তাঁদের মধ্যে আরেক উদাহরণ রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক মীরা পান্ডে। শান্তা দত্তের আগে তিনিও রাজ্য সরকারের চোখে চোখ রেখে কাজ করেছিলেন। রাজ্য সরকারের চাপের মুখেও অবস্থান বদলাননি।

শান্তা দত্ত, মীরা পান্ডেদের নজির সকলে অনুসরণ করলে পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতি এতটা শোচনীয় হত না। আরজি কর থেকে সাউথ ক্যালকাটা ল' কলেজ, অন্যায়ের সীমা পেরিয়ে যেত না। জয়েন্ট এন্ট্রান্সে ফল প্রকাশে বিলম্ব, ডিগ্রি কলেজগুলিতে স্নাতক স্তরে অসংখ্য আসন খালি পড়ে থাকা, মেধাবী পড়ুয়াদের দলে দলে রাজ্য ছেড়ে চলে যাওয়া ইত্যাদি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে, শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্দশা কোথায় পৌঁছেছে।

আখেরে ক্ষতি হচ্ছে বাংলার পড়ুয়াদের। কিন্তু সেজন্য পশ্চিমবঙ্গের শাসক শিবিরের উদ্বেগ থাকার কোনও লক্ষণ নেই। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপরীতে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় কিন্তু সরকারের চাপের সামনে মাথানত করে পরীক্ষা স্থগিত করে দিয়েছে। অপরদিকে, কলকাতার সুরেন্দ্রনাথ সান্ধ্য কলেজের অধ্যক্ষ নিজে টিএমসিপি সদস্যদের পোশাক বিতরণ করেন এবং নিজেও জয় বাংলা লেখা পাঞ্জাবি পরেন।

শান্তা দত্ত যে দৃঢ়তা দেখাতে পেরেছেন, তা পারেননি বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এবং সুরেন্দ্রনাথ সান্ধ্য কলেজের অধ্যক্ষ। শাসক চায় প্রশ্নাতীত আনুগত্য। নিজেদের স্বার্থ সুরক্ষিত রাখতে বহু মানুষ সেই আনুগত্য স্বীকার করে আপসের রাস্তায় হাঁটেন। মাথা নোয়াতে বাধ্য হন। এমন পরিস্থিতি তৈরি হলে শাসক ধরেই নেয় যে, সে সমস্ত কিছুর ঊর্ধ্বে। এতে গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ নিয়ে সন্দেহ তৈরি হবেই।

একটা সময় পশ্চিমবঙ্গে একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল কংগ্রেসের। সিপিএমের ৩৪ বছরের দুর্গ ছিল। দুটি দলই পশ্চিমবঙ্গে শূন্য হয়ে গিয়েছে। সেই উদাহরণ মনে না রাখলে বিপদ হতে কতক্ষণ বর্তমান শাসকদলের।

অমৃতধারা

অন্নপূর্ণাকে কিছুতেই কেহ ক্ষয় করিতে পারে না। অতএব সর্বদা অন্নপূর্ণার দাস হইয়া থাকুন। লোকসকল স্বস্ব ভাগ্যানুসারে সুখ দুঃখাদি উপভোগ করিয়া এই জগতে শত্রু মিত্রাদি শুভ অশুভ কারণজালে আটক পরিয়া লাঞ্ছনা পাইয়া থাকে। অতএব সর্বদা ভাগ্য অন্নপূর্ণার নিকট রাখিয়া নিষ্কণ্টক পদ সত্যের আশ্রয় লাভ করুন, যাহার আশ্রয় ভুলিয়া লোকে নানারূপ সুখদুঃখ শুভাশুভ বন্ধনে পড়িয়া ঊর্ধ্ব অধগতিতে ভ্রমণ চক্রে ঘুরিয়া পড়ে। এই চক্র হইতে এক মুক্তির উপায় হইতেছে সত্যব্রতের দাস অভিমান অর্থাৎ অন্নপূর্ণার স্থান, যেখানে বিশ্বনাথ থাকেন। বাসনাই বন্ধনের হেতু। বাসনা হইতেই সত্যশক্তি ভুলিয়া কর্তৃত্বাভিযোগে অস্থায়ীর দ্বারা প্রকৃতির গুণের বিবৃতি হইয়া সত্যবস্তুকে স্মরণ করিতে পারে না।

-শ্রীশ্রী কৈবল্যনাথ

মোদি তো সেই নেহরু-ইন্দিরার পথেই

চিন-রাশিয়া-ভারতের জোটকে বলা হচ্ছে আরআইসি। এটা অস্থায়ী সম্পর্ক। চিন-ভারতের দীর্ঘস্থায়ী বন্ধুত্ব সম্ভব নয়।

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

পাড়ার ক্লাবঘরে আর তর্ক করার লোক থাকে না আজকাল। সবাই নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত, নিজের মোবাইল নিয়ে ব্যস্ত। ভারত তো আর জাপানের ছোট শহর টোয়োয়া হয়ে যায়নি, যে প্রশাসন বলবে, দিনে দু'ঘণ্টার বেশি স্মার্টফোন ব্যবহার করবেন না। আমরা অনলাইন অ্যাডিকশন আর ঘুমের অভাব দূর করতে চাই।

তা জগাইদা মাঝে মাঝে আসেন ক্লাবঘরে। দু'একজনকে দেখে আপন মনে কিছু বলে, তারপর বেরিয়ে চলে যায়। যে কথাগুলো আগে বলতেন, সে সব শোনার আর কেউ নেই। পাড়াগুলো দিন-দিন বিচ্ছিন্ন দ্বীপ।

দিন দুয়েক আগে জগাইদা যা যা বলে গেল, তা অনেকটা স্বগতোক্তির মতো। অথচ কী সত্যি! 'নেহরুর সময় শুনতাম চৌ এন লাইয়ের কথা, ক্রুশ্চেভের কথা! হিন্দি চিনি ভাই ভাই, হিন্দি রুশি ভাই ভাই! ইন্দিরা গান্ধির সময় শুনলাম ব্রেজনেভের কথা! তখন বলা হত হিন্দি রুশি ভাই ভাই! মোদি এসে নেহরু আর ইন্দিরাকে মুছে দিতে চাইছেন। অথচ দ্যাখ, দুটো স্লোগানই আমরা শুনছি। হিন্দি চিনি ভাই ভাই, হিন্দি রুশি ভাই ভাই। তাহলে ব্যাপারটা কী দাঁড়াল?'

সত্যিই তো, ভেবে দেখার মতো ব্যাপার। প্রবল কমিউনিস্ট বিরোধী মোদির এক পাশে চিন, অন্যদিকে রাশিয়া। আর বছরখানেক আগে আহমেদাবাদ আর হিউস্টনে জান কবুল করে 'আয় ভাই আয়, কোলে আয়' বলে যে দুজন চরম দক্ষিণপন্থী কোলাকুলি করলেন, তাঁরা আবার আচম্বিতে প্রবল শত্রু।

ট্রাম্প ও মোদির ব্রোমান্স, রোমান্স যাই বলুন, আপাতত শেষ। নেহরু-ইন্দিরার সময়ও ভারত রাশিয়াকে বন্ধু ভাবত। আমেরিকা আবার শত্রুপক্ষ ছিল পাকিস্তানের পাশে বলে। সেই দিনগুলো কি ফিরে এল তাহলে?

জগাইদা বোধহয় এই কথাগুলোই আশা করেছিল। তাই ব্যাখ্যাটা একেবারে গলায়, 'আরে, এত আশ্চর্যের কী হল? গ্রামবাংলায় অনেক পঞ্চায়েত রয়েছে, যেখানে সিপিএম আর বিজেপির তুমুল গলাগলি। সেখানে আবার কংগ্রেসও মাঝে মাঝে নাম লেখায়।'

সহজ কথাটা আরও সহজ করে বলে দিল জগাইদা। শক্তিশালী ভাইকে হারাতে অনেক জায়গাতেই ছোট ভাইয়েরা একজোট হয়ে যায় যে। এখানে এখন আমেরিকার বিপক্ষে তিন ভাই।

সাম্প্রতিক দৃশ্যপট দেখতে দেখতে একটু রাজনীতি সচেতন লোকের ঘোর লেগে যাবে। দক্ষিণপন্থী আর বামপন্থীদের মধ্যে তাহলে কি আর আগের মতো ব্যবধান থাকছে না? আদর্শগত দিক ভাবলে ইউরোপ বা লাতিন আমেরিকায় দেশগুলোর সম্পর্ক একেবারে ঘোঁট পাকিয়ে গিয়েছে। আরব দুনিয়ার রাজনৈতিক অঙ্ক বরং সোজা-- শিয়া বনাম সুন্নি।

আরআইসি-- রাশিয়া, ভারত এবং চিন। তিন দেশের সাম্প্রতিকতম জোটকে আদ্যাক্ষর মিলিয়ে এই নামই দিয়েছে পশ্চিমী মিডিয়া। আয়তন ধরলে অর্ধেক পৃথিবী। তিনটে দেশ জোট বাঁধলে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ আমেরিকা এবং পশ্চিমী দেশগুলোর। রাজনৈতিক, বাণিজ্যিক, অর্থনৈতিক-- তিন দিক থেকেই।

সবচেয়ে বড় প্রশ্ন অবশ্য অন্য। বাস্তব বুদ্ধি বলে এই তিন দেশের জোট একেবারে অবাস্তব। পুতিনের সঙ্গে মোদির নির্ভেজাল দীর্ঘস্থায়ী বন্ধুত্ব আপাতত হয়তো সম্ভব। দুজনেই একনায়কতন্ত্রের কান্ডারি, দু'পক্ষের কোনও সীমান্ত সমস্যা নেই।

কিন্তু চিনের সঙ্গে ভারতের? বছরখানেক আগেও যে দু'দেশের বাণিজ্যিক সম্পর্ক সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ছিল, তারা কি রাতারাতি বন্ধু হয়ে যেতে পারে? কিছুতেই নয়! সে যতই মোদি এবং শি জিনপিং-এর সাম্প্রতিকতম বৈঠক নিয়ে মিডিয়া হাইপ উঠুক না কেন! অরুণাচল, সিকিম, লাদাখ ও কাশ্মীর--যেখানেই চিনের সঙ্গে সীমান্ত ভারতের, সেখানেই ভয়ংকর উত্তেজনা দানা বাঁধে যখন-তখন। যে কোনও মুহূর্তে বন্ধুত্বের ফাটল অবধারিত। তারপর রয়েছে পাকিস্তানের সঙ্গে চিনের সুসম্পর্কের প্রশ্ন। বুদ্ধিমান কেউই মানবে না দুটো দেশের সুসম্পর্ক থাকতে পারে। আপনি ভারতীয় হলে রাশিয়ায় যে কোনও জায়গায় যেতে পারেন, চিনে যেতে পারেন না। তাহলে কীসের বন্ধুত্ব ভাই?

আরেকটা মোক্ষম প্রশ্ন থাকছে। যে মোদি ক'দিন আগেও 'মাই ফ্রেন্ড' ট্রাম্প ট্রাম্প বলে পাগল ছিলেন, তাঁকে কি এত সহজে বিশ্বাস করবে রাশিয়া বা চিন? মনে তো হয় না। ক'দিন আগেও ট্রাম্প প্রেমে মাতোয়ারা একদা জোটনিরপেক্ষ নীতির প্রবক্তা ভারতের অবস্থান বদল দেখে কী মনে হয়? এ যেন বর্তমান প্রেমিকার সঙ্গে মান অভিমানের পর তাকে দেখিয়ে দেখিয়ে নতুন প্রেম করার মতো ব্যাপার। ও তুমি আমার সঙ্গে ঝামেলা করছো, দ্যাখো আমার গার্লফ্রেন্ডের অভাব নেই। প্রেমে ও কূটনীতিতে সবই সম্ভব, বলা হয় না?

এমনিতে ভারতের অন্তত তিনটে লাভ রয়েছে আরআইসি-র এই হঠাৎ বন্ধুত্ব টিকে থাকলে। এক, রাশিয়া-চিনের সঙ্গে বন্ধুত্ব থাকলে ভালোই বাণিজ্য হবে। দুই, পশ্চিমী দেশগুলোকে দেখানো যাবে, চিন আমাদের পাশে। তিন, আমেরিকাকে দেখানো যাবে, তোমাকে ছাড়াও আমি চলতে পারি, আমি বলতে পারি। এবং এই মুহূর্তে তিন নম্বরটাই হয়তো আসল। অবশ্য শুধু আমেরিকাকে দেখানোর জন্য ভারত এই ঝুঁকিটা নিলে ভবিষ্যতে ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

এমনিতেই প্রতিবেশীরা বর্তমানে ভারতকে কেউ বিশ্বাস করে না। আবার অদূরভবিষ্যতে রাশিয়া-চিনকে ছেড়ে আমেরিকার হাত ধরলে ভারতকে অন্য দেশও বিশ্বাস করবে না। ক'দিন আগেও মোদি ভক্তরা তাঁকে বিশ্বগুরুর মর্যাদা দিচ্ছিল। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধে দু'পক্ষের সঙ্গে সমান দূরত্ব রাখার জন্য কৃতিত্ব পাচ্ছিল ভারত। রাহুল গান্ধির মতো অকস্মাৎ দীপ্ত হয়ে ওঠা বিরোধী নেতাও মোদির বিদেশনীতির সমালোচনা করতে পারছিলেন না। অথচ হঠাৎই ভারতের অবস্থান রীতিমতো নড়বড়ে দেখাচ্ছে। নড়ে গিয়েছে ভারসাম্যের কেন্দ্র।

নয়াদিল্লির সংবাদমাধ্যম চিনের সঙ্গে মোদির বৈঠক নিয়ে লেখালেখি করছে খুব। তবে বৃহস্পতিবার চিনা কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র পিপলস ডেইলির ওয়েবসাইট খুলে দেখা গেল, সাংহাই শীর্ষ সম্মেলনের থেকেও তাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হল চিনের বিজয় দিবসে ২৬ জন বিদেশি নেতার উপস্থিতি। ছাব্বিশজনের মধ্যে পুতিন আছেন, কিম জং আছেন। আছেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ, নেপালের প্রধানমন্ত্রী অলি, মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট মুইজু, মায়ানমারের অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট মিন আং।

মোদির পক্ষে একদিন আগেই চিন থেকে ফিরে আসা ছাড়া উপায় কি আছে? চিনের এই উৎসব তো আবার জাপানের বিরুদ্ধে জয়ের ৮০ বছর উপলক্ষ্যে। যে জাপান আবার ভারতের সঙ্গে কোয়াড গোষ্ঠীর সদস্য। যে জাপানে এখন মোদি সফরে ব্যস্ত। যে জাপান ভবিষ্যতে ৬৮ বিলিয়ন ডলারের ব্যবসা করতে চায় ভারতের সঙ্গে। যে জাপানের সুজুকি মোটরের ভারতীয় প্ল্যান্টে গিয়ে মোদি বলে এসেছেন, 'আমাদের দুটো দেশ মেড ফর ইচ আদার'।

জাপান এখন বিশ্ব অর্থনীতিতে অনেকটাই উপেক্ষিত। চলার গতি থমকেছে, নানা সামাজিক সমস্যা। তবু জাপান জাপানই। চিনের সঙ্গে কোলাকুলি মানে জাপানের শত্রু হওয়া। তাই বোধহয় শ্রীলঙ্কা-বাংলাদেশও কাউকে পাঠাচ্ছে না চিনের বিজয়োৎসবে। ইউরোপ থেকে বেজিংয়ের তিয়েন-আন-মেন স্কোয়ারে জয়োৎসবে ইউরোপের একমাত্র প্রতিনিধি শুধু স্লোভাকিয়ার প্রেসিডেন্ট রবার্ট ফিকো। অবশ্যই সাবেক সোভিয়েত দেশগুলো বাদ দিলে। ইউরোপ এখনও চিনকে বিশ্বাস করে না।

চিনের কাগজে দুটো খবর আলাদা করে জানানোর মতো। ভারতের সঙ্গে বাণিজ্যে নিষেধাজ্ঞা কি তুলে নেওয়া হয়েছে? ভারতীয় মিডিয়ার এই তথ্য কতটা ঠিক? চিনা বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র মাও নিং বলেছেন, 'আমার এমন কিছু জানা নেই।' পাশাপাশি চিনা প্রতিরক্ষামন্ত্রকের মুখপাত্র কর্নেল ঝাং জিয়াও গাং মন্তব্য করেছেন, 'সীমান্তে উত্তেজনা কমানোর জন্য চিন ও ভারতের একসঙ্গে কাজ করা উচিত।' মোদি বা পুতিন এবং 'আরআইসি' নিয়ে আলাদা লেখালেখি চিনের কাগজে চোখে পড়ল না। বরং ট্রাম্পের শুল্ক সিদ্ধান্তে ভারত কতটা বিপদে পড়েছে, তা নিয়েই বিশ্লেষণ।

বন্ধু মোদি রাশিয়ার ঘনিষ্ঠ হয়ে মস্কো থেকে ক্রুড অয়েল আর অস্ত্রশস্ত্র কিনছে দেখেই ট্রাম্পের এই 'শাস্তি'। একসঙ্গে আকাশ ভেঙে পড়া, ভূমিকম্প হওয়ার মতো পরিস্থিতি ভারতের টেক্সটাইলস, জুয়েলারি, সি ফুড আর চর্মজাত শিল্পে। প্রশ্ন হল, রাশিয়া-চিন কি এই শিল্পগুলোকে বাড়তি অক্সিজেন জোগান দিতে পারবে? ৬০.২ বিলিয়ন ডলার থেকে সেক্টরগুলোর আয় ১৮.৬ বিলিয়নে নেমে যাওয়া ভয়ংকর ব্যাপার।

পাড়ার জগাইদা অবশ্য লড়ে যাচ্ছে। সব খোঁজখবর রাখে বলে মন্তব্য, বিশ্বের কূটনীতি এখন আজব চিড়িয়াখানা। চিড়িয়াখানা প্রসঙ্গ উঠতেই প্রশ্ন তুলল, 'কোন খবরটা বেশি ভয়ংকর? ট্রাম্পের শাস্তি, না, গুজরাটে মুকেশ আম্বানির ছেলে অনন্তর সাড়ে তিন হাজার একর জমিতে বিশ্বের বৃহত্তম পশু সুরক্ষা কেন্দ্র নিয়ে নানা কেলেঙ্কারির অভিযোগ?'

জামনগর জেলার মতিখাভড়ি গ্রামের ভান্তারায় ২০০ সিংহ, ২৫০ লেপার্ড, ৯০০ কুমির সমেত দেড় লক্ষ প্রাণী। ৩৯টি দেশ থেকে ৩৯ হাজার প্রাণী আনা হয়েছে সেখানে। বন্যপ্রাণী অ্যাক্টিভিস্টরা বলছেন, পুরোটা বেআইনি। একাধিক বিদেশি সংস্থাও নেমে পড়েছে তদন্তে। একদল ব্যাপারটা নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছেন। অথচ ভারতের একাধিক নামী কাগজ খবরটা ছাপিয়েও তুলে নিয়েছে ওয়েব থেকে। যারা তোলেনি, তারা পেয়েছে হুমকি মেল। বিদেশি সংবাদমাধ্যমে অবশ্য প্রচুর লেখালেখি চলছে। শেষপর্যন্ত সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্ট প্রাক্তন বিচারপতিদের নিয়ে তৈরি প্যানেলকে পরিস্থিতির তদন্ত করতে বলেছে। ভান্তারায় আবার মোদি গিয়ে প্রশংসায় ভরিয়ে এসেছিলেন আম্বানি-পুত্রকে। এখন অস্বস্তির এক শেষ।

আসলে এই মুহূর্তে নানা ফ্রন্টে মোদির অস্বস্তির শেষ নেই। পাড়ায় জগাইদাও এসব নিয়ে বলে বেড়াচ্ছে একা একা। মুখে নেহরু-ইন্দিরার নাম, তাঁদের জোটনিরপেক্ষ নীতির স্মৃতি। ক্রুশ্চেভ, চৌ এন লাই, ব্রেজনেভ...।

আজ

১৮৭৭

আজকের দিনে প্রয়াত হন বাঙালি কবি তরু দত্ত।

১৯৫১

ফুটবলার সুরজিৎ সেনগুপ্তর জন্ম আজকের দিনে।

আলোচিত

বাংলা বলার কারণে কি সরকার কাউকে বাংলাদেশি বলে ধরে নিতে পারে? শুধুমাত্র ভাষার জন্য কাউকে বিদেশি বলে চিহ্নিত করা যায় না, বিশেষ করে ভারতের মতো বহু ভাষাভাষীর দেশে। কে, কোন ভাষায় কথা বলেন, তা দিয়ে নাগরিকত্ব বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত নয়।

- সুপ্রিম কোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ

ভাইরাল/১

টানা বৃষ্টিতে পাকিস্তানের বন্যাদুর্গত এলাকায় খবর করতে গিয়েছিলেন এক মহিলা রিপোর্টার। চারদিকে জল, নৌকায় সওয়ারি তাঁকে উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছিল। বললেন, 'আমি খুব ভয় পাচ্ছি। আমাদের জন্য প্রার্থনা করো।' ভিডিওটি সাড়া ফেলেছে।

ভাইরাল/২

পথকুকুরদের হামলার খবর আসছে ধারাবাহিকভাবে। মথুরায় একটি ৭ বছরের মেয়েকে কুকুরের দলের আক্রমণের ভিডিও ভাইরাল। তিনটি কুকুর মেয়েটিকে আক্রমণ করে। মাটিতে পড়ে গেলে কুকুরগুলি তাকে কামড়াতে থাকে। গুরুতর জখম হয়েছে মেয়েটি।

জনমন জনমত

চাকরিহারাদের কথাও ভাবুন

দুর্গাপুজো উপলক্ষ্যে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে এক লক্ষ দশ হাজার টাকা অনুদান হিসেবে দিচ্ছেন তা অত্যন্ত আনন্দদায়ক ক্লাব কর্তৃপক্ষ এবং আমাদের কাছে। পুজোর ক'দিন আমরা চুটিয়ে আনন্দ করব, আড্ডা দেব, খাওয়াদাওয়া করব। এ পর্যন্ত সবই ঠিক আছে।

কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী তো মাত্র কয়েকটি ক্লাবকে অনুদান দিয়ে খুশি রাখছেন। অথচ চাকরিহারা লক্ষ লক্ষ বেকার তরুণ-তরুণী খিদের জ্বালায় ওষ্ঠাগত। একটু ওদের কথাও ভেবে দেখুন মাননীয়া। আর যাঁদের ডিএ পাওনা রয়েছে, তাঁদের তো কোনও সুরাহাই করছেন না। তাঁরা তো আপনারই রাজ্যে কর্মরত। আপনি তাঁদের অভিভাবকও বটে।

আচ্ছা, আগে যখন ক্লাবগুলোকে টাকা দেওয়া হত না, তখন কি মায়ের পুজো হত না? মা বারবার আসবেন, পুজোও হবে। কিন্তু তাঁর সন্তানদের পেটে লাথি মেরে নয়। আমি আমার সন্তানকে না খাইয়ে কি অন্য কারও সন্তানকে খাইয়ে বাঁচিয়ে রাখব? ক্লাবগুলোতে অল্প টাকা দিয়ে ডিএ পাওনাদারদের কিছু অন্তত টাকা দিন।

নিজের সন্তানদের না খেতে দিয়ে, চাকরিহারাদের চাকরি কেড়ে নিয়ে, আপনি অন্য সন্তানদের মুখে হাসি ফোটাবেন- এটা এই রাজ্যের বহু মানুষ চাইছেন না। পুজোর সময় যদি একদল মানুষ খিদের জ্বালায় ছটফট করেন, তাহলে আসলে দেবীকেই অসম্মান করা হয়। সেই পরিস্থিতি যাতে না হয়, সেজন্য তাই আগে সরকারি কর্মীদের বাঁচাতে পদক্ষেপ করুন। এবং চাকরিহারাদের চাকরি ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করুন । এটাই হবে শুভবুদ্ধির পরিচয়।

মমতা চক্রবর্তী
উত্তর রায়কতপাড়া, জলপাইগুড়ি।

ব্যাংক নিয়ে প্রয়োজনীয় লেখা

২৮ অগাস্ট উত্তরবঙ্গ সংবাদের সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত সিদ্ধার্থ মুখোপাধ্যায়ের 'ব্যাংকের ন্যূনতম ব্যালেন্সে অশনিসংকেত' শীর্ষক লেখাটি পড়ে খুব ভালো লাগল। লেখাটি সময়োপযোগী এবং গ্রাহকের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সম্পূর্ণভাবে সমর্থনযোগ্য।

ব্যাংক জাতীয়করণের উদ্দেশ্যই ছিল দেশের বেশি জনগণকে ব্যাংকের উন্নতমানের পরিষেবা দেওয়া এবং সেইসঙ্গে দেশের উন্নতিসাধন করা। সময়ের সঙ্গে পরিবর্তন হয়ে এখন প্রকৃত সব লেনদেনই ব্যাংকের মাধ্যমে হচ্ছে। কালো টাকায় যে লেনদেন হচ্ছে না তা কিন্তু নয়। তবে সেটা অন্য বিষয়।

যাইহোক, এটুকু বলতে পারি আগামীদিনে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থাকা অবশ্যই করণীয় একটি কাজ বলে গণ্য হবে। ব্যাংক অ্যাকাউন্ট না থাকলে অনেক কাজ করাই যাবে না।

সুপ্রিয় চক্রবর্তী
দেশবন্ধুপাড়া, শিলিগুড়ি।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com,
Website : http://www.uttarbangasambad.in

হারিয়ে যাচ্ছে ভাদু উৎসব ও গান

ভাদু উৎসব ভাদ্র মাসের উৎসব। ভাদ্র মাসের সংক্রান্তির দিনে ভাদুপুজো হয়ে থাকে। আজ এসব বিলুপ্তির পথে।

সঞ্জয় সাহা

'কাছের মানুষ দূরে থুইয়া,
মরি আমি ধড়ফড়াইয়া রে'

ভাদ্র মাসে মেয়েরা ভাদুলি ব্রত করে থাকে। এই ব্রত সেদিনের কথা মনে করিয়ে দেয়, যখন এদেশে সওদাগররা সপ্তডিঙা ভাসিয়ে সমুদ্রে বাণিজ্য করে ঘরে ফিরে আসত। ব্রতের ছড়ায় আজও সেই ছবিগুলো ধরা পড়ে থাকে। অবশ্য আজ আর সেই সওদাগর নেই। আজ সেই বাণিজ্যও নেই। কিন্তু এই ব্রতের ভেতর দিয়ে মনে পড়ে যায় সেই আপনজনের কথা যারা দূরে আছে। আর সেইসঙ্গে বাড়ির ঘরে অপেক্ষারত প্রেমিকার কথা ভেবে তার সাতসমুদ্রে পাড়ি দেওয়া প্রেমিক হয়তো এটাই বলত, 'ওরে নীল দরিয়া, আমায় দেরে ছাড়িয়া,
একলা ঘরে মন বধুয়া আমার রইছে পন্থ চাইয়া।'

ভাদু উৎসব ভাদ্র মাসের উৎসব। ভাদ্র মাসের সংক্রান্তির দিনে ভাদুপুজো হয়ে থাকে। ব্রতের ক্ষেত্রে ভাদ্র মাসের প্রারম্ভেই শুরু হয় মেয়েলি ব্রত। পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বীরভূম, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় এবং লাগোয়া বিহার, ঝাড়খণ্ডের দু'-একটা জেলায় প্রধানত ভাদু উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। বাংলার একটি ঐতিহ্যবাহী লোক উৎসব এই ভাদু উৎসব, যা বাংলা লোকসংস্কৃতি থেকে বর্তমানে হারানোর পথে।

আদিবাসী, সাঁওতালদের মধ্যে করম গান ও উৎসব পালন করার রীতি ছিল এই বর্ষাকালে। তা-ও আবার বিশেষভাবে ভাদ্র মাসে।

ভদ্রাবতী সম্বন্ধে জানা যায়, তিনি পুরুলিয়ার রঘুনাথগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত কাশীপুরের রাজা নীলমণি সিং দেওয়ের কন্যা।

১৮৫৮ সালে বিয়ের আগের দিন কোনও এক আকস্মিক কারণে তাঁর মৃত্যু হয়। ভদ্রাবতী ১৭ বছর বেঁচে ছিলেন। একমাত্র কন্যার মৃত্যুতে রাজা শোকাহত হয়ে পড়েন। প্রজাকুলের ইচ্ছায় মিত্র-মন্ত্রীদের সহযোগিতায় শুরু হয় ভাদুর স্মৃতি তর্পণ।

এখানে একটা কথা জানিয়ে রাখা ভালো, ভাদুর জন্ম এবং মৃত্যু দুই-ই ভাদ্র মাসে। তাই ভাদ্র মাসে হিন্দুদের কোনও বিবাহ থাকে না।

ধর্মীয় মতে, ভাদ্র মাসে যে রমণী লক্ষ্মীপুজো করেন তাঁর উপরে যশোলক্ষ্মী, ভাগ্যলক্ষ্মী, কুললক্ষ্মী প্রসন্ন হন। সেই সূত্রে মনে হয়, ভাদু আসলে শস্যদেবী। ধান ওঠার ফলে চাষিদের ঘরে শস্য বন্দনার যে রেওয়াজ ছিল, তা নানা বিবর্তনের ফলে গড়ে ওঠে ভাদুদেবী রূপে।

বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া জেলার পঞ্চকোট রাজপরিবারের রাজা নীলমণি সিং দেওয়ের তৃতীয় কন্যা ভদ্রাবতীর বিবাহের দিন বিবাহ করতে আসা পাত্র সহ বরযাত্রীগণ ডাকাত দলের দ্বারা খুন হলে ভদ্রাবতী হবু স্বামীর চিতার আগুনে প্রাণ বিসর্জন দেন। এই কাহিনী ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 'ওয়েস্ট বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার পুরুলিয়া' গ্রন্থে প্রকাশিত হয়। প্রিয় কন্যাকে স্মরণীয় রাখতে রাজা নীলমণি ভাদু গানের প্রচলন করেন। যদিও রাজার তিন পত্নী ও দশ পুত্রের উল্লেখ থাকলেও কোনও কন্যাসন্তানের উল্লেখ নেই রাজপরিবারের বংশতালিকায়। ভাদু-উৎসব, ভাদু গানের লোককথা ও তার প্রেক্ষাপট কতটা প্রাসঙ্গিক? বর্তমান প্রজন্মের কাছে এই একটা প্রশ্ন থেকেই যায়।

(লেখক মাথাভাঙ্গার বাসিন্দা।)

**সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে।
ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান।
মেল—ubsedit@gmail.com**

শব্দরঙ্গ ■ ৪২৩১

পাশাপাশি : ১। সাহেবের আদরের অবিবাহিত মেয়ে ৩। সুরধর্মী গীতিময় কবিতা ৫। লঙ্কার যুদ্ধে যে বারো বছরের কিশোরকে রাম হত্যা করেছিলেন ৭। গায়েব করে দেওয়া ৯। উচ্চপদস্থ সরকারি অফিসার ১১। চৌষট্টি যোগিনীর অন্যতম ১৪। পরিমাণে খুবই অল্প ১৫। আকুল, কাতর, উৎকণ্ঠিত।

উপর-নীচ : ১। অতিরিক্ত কালো রংয়ের ২। নিষেধ করা হয়েছে এমন ৩। দেবী ভগবতী বা সরস্বতী ৪। অবাধ্যতা বা অতিক্রম করা ৬। ডান হাত কপালে তুলে অভিবাদন ৮। মাটি থেকে রস নিয়ে কাণ্ডে জমিয়ে রাখে যে গাছ ১০। লাঠি হাতে জমিদারের লোক ১১। স্তম্ভিত এবং বাক-রুদ্ধ ১২। কৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি ১৩। নিশ্ছিদ্র অন্ধকার।

সমাধান ■ ৪২৩০

পাশাপাশি : ১। মন্তাজ ৩। নত ৫। গলি ৬। পানসি ৮। জড়ুল ১০। এত্তেলা ১২। মাতন ১৪। ডগা ১৫। খাজা ১৬। দাবাং।

উপর-নীচ : ১। মমতাজ ২। জগদ্দল ৪। তর্জন ৭। সিম ৯। গোমা ১০। একগাদা ১১। লাইটিং ১৩। তনখা।

বিন্দুবিসর্গ

MIND SCAN
Be Kind to Your Mind
মনোরোগ ও মানসিক স্বাস্থ্য | সাইকোলজি ও কাউন্সেলিং
যৌন অক্ষমতা প্রতিকার | নেশার আসক্তি মুক্তি
ডাঃ ত্রিষাম্পতি নস্কর
MBBS, MD (PSYCHIATRY)
হাকিমপাড়া, ভুটিয়া মার্কেটের বিপরীতে, শিলিগুড়ি
9242 000 242

মন কেমনের খোঁজে উদ্যোগী কলেজ

প্রতারণা থেকে রেহাই চান পড়ুয়া

অনিকেত রায়

শিলিগুড়ি, ২৯ অগাস্ট : তখনও বিশেষ অতিথিদের প্রত্যেকের বক্তব্য শেষ হয়নি। সবে মাত্র এক-দুজন মনোরোগ বিশেষজ্ঞ তাঁদের বক্তব্য শেষ করেছেন। দর্শক আসন থেকে আসতে শুরু করেছে বেনামী চিরকুট। তেমনি একটি চিরকুটে লেখা 'আমি বাড়ির বড় সন্তান। আমার পরে ভাই-বোন রয়েছে। বাবা-মা'র বয়স হচ্ছে, আর্থিক অবস্থাও সেরকম ভালো না, ভবিষ্যৎ নিয়ে খুব দুশ্চিন্তা হয়।'

এই চিরকুটটি পড়তেই মুহূর্তের মধ্যেই সেমিনার রুমের পরিবেশ বদলে গেল। পেছনের দিকের সিটে যাঁরা শুরু থেকে অতটা মনোযোগী ছিলেন না তাঁরাও এবার মনোযোগ দিলেন বক্তাদের দিকে।

এরপর একে একে আসতে শুরু করল আরও চিরকুট। কোনওটায় লেখা, 'একটি ভুল মানুষের সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছিলাম। আবেগঘন মুহূর্তে কিছু ঘনিষ্ঠ ছবি তুলেছিলাম, ছেলেটা এখন সেই ছবিগুলো দেখিয়ে ব্ল্যাকমেল করে। লোকলজ্জার ভয়ে কাউকে কিছু জানাতে সংকোচ হয়, নিজেকে অসহায় বোধ হয় ভীষণ।' আরেকটি চিরকুটে লেখা 'এক তরফা প্রেমের ক্ষেত্রে মনের সঙ্গে কুস্তি লড়ে জিতব কীভাবে?'

পড়ুয়াদের মুখোমুখি আলোচকরা। শুক্রবার সূর্য সেন কলেজে। -সূত্রধর

বক্তব্য-প্রশ্ন-উত্তর-আলোচনা এই ধাঁচেই শুক্রবার শিলিগুড়ির সূর্য সেন মহাবিদ্যালয়ে ইন্ডিয়ান সাইক্রেটিক সোসাইটির (আইপিএস) আত্মহত্যা প্রতিরোধকারী এবং মানসিক স্বাস্থ্য সচেতনতা বিষয়ক সেমিনার হল। সংস্থার তরফে উপস্থিত ছিলেন অনুষ্ঠানের কোঅর্ডিনেটররা সহ অন্য মনোরোগ বিশেষজ্ঞরা। কলেজের তরফে উপস্থিত ছিলেন প্রিন্সিপাল প্রণবকুমার মিশ্র অন্য অধ্যাপক এবং পড়ুয়ারা।

মানসিক স্বাস্থ্যের গুরুত্ব অনুধাবন করে কলেজের প্রিন্সিপাল বলেন, 'কলেজের সব পড়ুয়া এবং কর্মীদের কথা চিন্তা করে কলেজে মেন্টাল হেলথ কাউন্সেলিং সেল খোলা হবে। সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্টের একটি রায়ের ভিত্তিতে সরকারের তরফে কলেজে এই সংক্রান্ত একটি চিঠিও পাঠানো হয়েছে।'

সেমিনারে বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য থেকে মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কে একাধিক জরুরি তথ্য উঠে আসে। তার মধ্যে অন্যতম হল বিভিন্ন বয়সের মানুষদের মধ্যে বয়ঃসন্ধিকালীন কিশোর এবং তরুণরা সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ জায়গায় রয়েছে। সকলকে মেলামেশা করার, সবার সঙ্গে কথা বলার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া মানসিক অবসাদ বা সমস্যার দ্রুত শনাক্তকরণ করে বিশেষজ্ঞের কাছে যাওয়া, মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে সামাজিক ভুল ধারণাগুলিকে ভেঙে ফেলারও পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

৭৬ সাফাইকর্মী চাইল পুরনিগম

শিলিগুড়ি, ২৯ অগাস্ট : শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতাল সহ শহরের প্রত্যেকটি পুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিকে পরিচ্ছন্ন রাখতে সাফাই কর্মী নিয়োগের নির্দেশ দিয়েছে সুডা (স্টেট আরবান ডেভেলপমেন্ট অথরিটি)। কোথায় কতজন সাফাইকর্মী প্রয়োজন সে বিষয়ে একটি তালিকা চাওয়া হয়েছে শিলিগুড়ি পুরনিগমের কাছ থেকে। পুরনিগম সেই তালিকা পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পুরনিগমের স্বাস্থ্য বিভাগের মেয়র পারিষদ দুলাল দত্ত বলেন, 'বোর্ড মিটিংয়ে এ বিষয়ে একটি প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। সবাই তাতে রাজি হয়েছেন। শীঘ্র প্রস্তাবটি রাজ্য সরকারের কাছে অনুমোদনের জন্য পাঠানো হবে।'

সুডার নির্দেশিকা অনুযায়ী পুরনিগম যে তালিকাটি তৈরি করেছে, সেখানে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালের জন্যে ২০ জন, ১০টি পুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের প্রত্যেকটিতে ২ জন করে মোট ২০ জন, ১৫টি সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রের প্রত্যেকটিতে ২ জন করে মোট ৩০ জন এবং মাতৃসদনের জন্য ৬ জন সাফাইকর্মী চাওয়া হয়েছে।

তালিকা তৈরি

- শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালের জন্য ২০ জন
- ১০টি পুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের জন্য মোট ২০ জন
- ১৫টি সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রের জন্য মোট ৩০ জন
- মাতৃসদনের জন্য ৬ জন সাফাইকর্মী চাওয়া হয়েছে

অন্যদিকে, ডেঙ্গি সহ বিভিন্ন পতঙ্গবাহিত রোগের বিষয়ে গণসচেতনতা গড়ে তুলতে শিলিগুড়ির বিভিন্ন স্কুল ও কলেজের পড়ুয়াদের সচেতন করবে পুরনিগম। বিভিন্ন পুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রের মেডিকেল অফিসার, এএনএম এবং জিএনএমরা এই শিবিরে উপস্থিত থাকবেন। ইতিমধ্যে শিলিগুড়ির রামকিঙ্কর হলে এবিষয়ে একটি সচেতনতা শিবির আয়োজন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

১৪ দফা দাবি

শিলিগুড়ি, ২৯ অগাস্ট : উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের কাজ যাতে দ্রুত শুরু হয় এজন্য মহকুমা শাসকের মাধ্যমে জেলা শাসকের কাছে ১৪ দফা দাবি জানিয়ে স্মারকলিপি দিলেন সম্মিলিত কেন্দ্রীয় বাস্তুহারা পরিষদের সদস্যরা। শুক্রবার সংগঠনের দার্জিলিং জেলা কমিটির জেলা সভাপতি মুকুল সেনগুপ্তর নেতৃত্বে এই কর্মসূচিটি হয়। মুকুল বলেন, 'রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে এসআইআর করে মানুষকে বিভ্রান্ত করে ভয় দেখানো হচ্ছে। তার বিরুদ্ধে আমরা পথে নেমেছি।'

কুকুরের মৃত্যুতে ধৃত দুই

শিলিগুড়ি, ২৯ অগাস্ট : শহরের দুইপ্রান্তে সারমেয়র মৃত্যু। সেই মৃত্যুকে কেন্দ্র করে প্রতিবাদ সাধারণের। দুই ঘটনাতেই পুলিশে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে শহরের কাছে এক উপনগরীর ভিতর দ্রুতগতিতে চলা গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু হয় এক সারমেয়র। শুক্রবার সন্ধ্যায় দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটেছে পুরনিগমের ৪১ নম্বর ওয়ার্ডের বোতল কোম্পানি মোড়ে।

প্রথম ঘটনায় কালু নামের সেই কুকুরের এমন পরিস্থিতি দেখে উপনগরীর এক আবাসিক নিরাপত্তারক্ষীকে গাড়িটি আটকাতে বলেন। ওই আবাসিক গাড়িচালককে প্রশ্ন করলে তিনি সারমেয়কে মারার কথা স্বীকার করেন। তখন পুলিশে অভিযোগ করা হয়। ওই আবাসিক 'পিপল ফর অ্যানিমাল' নামের একটি পশুপ্রেমী সংগঠনকে বিষয়টি জানিয়েছেন। শেষমেশ শুক্রবার সন্ধ্যায় উত্তরায়ণ ফাঁড়িতে অভিযোগ দায়ের হয়। ওই আবাসিক জানান, গাড়িচালককে আটক করা হয়েছে।

পৃথক ঘটনা

আর দ্বিতীয় ঘটনার ক্ষেত্রে বোতল কোম্পানি মোড়ের প্রবীণ বাসিন্দা রঞ্জিত দাস হঠাৎ একটি কুকুরের ওপর ধারালো অস্ত্র নিয়ে চড়াও হন। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ওই কুকুরের। এরপরই স্থানীয়রা ওই প্রবীণকে পাকড়াও করে ভক্তিনগর থানার পুলিশের হাতে তুলে দেন। এরপর পশুপ্রেমী সংগঠনের তরফে লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে রঞ্জিতকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

শিলিগুড়ি ঋত্বিক নাট্য সংস্থা আয়োজিত
আমন্ত্রণমূলক বিদ্যালয়/মহাবিদ্যালয় নাট্য-প্রতিযোগিতা-২০২৫
১ - ৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫ ॥ দীনবন্ধু মঞ্চ । প্রতিদিন সকাল ১১.৩০ থেকে
অংশগ্রহণকারী বিদ্যালয়/মহাবিদ্যালয় ও নাটকসমূহ

তারিখ	১১.৩০ - ১২.১০	১২.২০ - ১.০০	১.১০ - ১.৫০	২.০০ - ২.৪০	২.৫০ - ৩.৩০	৩.৪০ - ৪.২০
১ সেপ্টেম্বর (সোমবার)	উদ্বোধনী অনুষ্ঠান উদ্বোধক শ্রী গৌতম দেব মহানাগরিক, শিলিগুড়ি পুরনিগম	নেতাজি গার্লস হাই স্কুল (এইচ.এস.) ফণিমনসার স্বর্গ নির্দেশনা : [illegible]	শিলিগুড়ি বয়েজ হাই স্কুল একদিন আলাদিন নির্দেশনা : [illegible]	তরাই তারাপদ আদর্শ বিদ্যালয় অভয়ার মা নির্দেশনা : [illegible]	শিলিগুড়ি হিন্দি হাই স্কুল ফর গার্লস (এইচ.এস.) কফন (হিন্দি) নির্দেশনা : [illegible]	
২ সেপ্টেম্বর (মঙ্গলবার)	বাল্মীকি বিদ্যাপীঠ (হাই) এইচ.এস. মুড়কির হাঁড়ি নির্দেশনা : [illegible]	শিলিগুড়ি বিবেকানন্দ বিদ্যালয় (এইচ. এস.) হুদুম দ্যাও নির্দেশনা : [illegible]	শক্তিগড় বিদ্যাপীঠ (এইচ.এস.) পয়সা উসুল নির্দেশনা : [illegible]	রামকৃষ্ণ সারদামণি বিদ্যাপীঠ (এইচ.এস) চোখে আঙুল দাদা নির্দেশনা : [illegible]	রবীন্দ্রনগর গার্লস হাই স্কুল (এইচ.এস.) কালো, তা সে যতই কালো হোক নির্দেশনা : [illegible]	দার্জিলিং পাবলিক স্কুল একটি মোরগের কাহিনী নির্দেশনা : [illegible]
৩ সেপ্টেম্বর (বুধবার)	বাণীমন্দির রেলওয়ে এইচ.এস. স্কুল টুনটুনি ও রাজার গল্প নির্দেশনা : [illegible]	[illegible] মেমোরিয়াল মাধ্যমিক বিদ্যালয় বক বধ পালা নির্দেশনা : [illegible]	হায়দারপাড়া বুদ্ধভারতী হাই স্কুল (এইচ.এস.) আলোর পথে উত্তরণ নির্দেশনা : [illegible]	ফণিভূষণ মাধ্যমিক বিদ্যালয় বৃক্ষ নির্দেশনা : [illegible]	শিলিগুড়ি বিদ্যাসাগর বিদ্যালয় পেটুক নির্দেশনা : [illegible]	[illegible] মেমোরিয়াল নেপালি হাই স্কুল (এইচ.এস.) অনি ঠিও দিন (নেপালি) নির্দেশনা : [illegible]
৪ সেপ্টেম্বর (বৃহস্পতিবার)	কবি সুকান্ত হাই স্কুল (এইচ.এস.) ইচ্ছেপূরণ নির্দেশনা : [illegible]	ঘোগোমালী গার্লস হাই স্কুল আংটি কথা নির্দেশনা : [illegible]	লাল বাহাদুর শাস্ত্রী হিন্দি হাই স্কুল (এইচ.এস.) চিড়িয়া (হিন্দি) নির্দেশনা : [illegible]	শিলিগুড়ি গার্লস হাই স্কুল হেঁয়ালি নির্দেশনা : [illegible]	শ্রী নরসিংহ বিদ্যাপীঠ (এইচ.এস.) নটে গাছটি মুড়োল নির্দেশনা : [illegible]	ঘোগোমালী হাই স্কুল জগাই মাধাই নির্দেশনা : [illegible]
৫ সেপ্টেম্বর (শুক্রবার)	শিলিগুড়ি মহিলা মহাবিদ্যালয় বৃষ্টির ছায়াছবি নির্দেশনা : [illegible]	শিলিগুড়ি কলেজ যদি আর একবার নির্দেশনা : [illegible]	শিলিগুড়ি কলেজ অফ কমার্স অভিলাষা কে পার (হিন্দি) নির্দেশনা : [illegible]	সূর্যসেন মহাবিদ্যালয় আগুন নির্দেশনা : কৌশিক সেন	বীরসা মুন্ডা কলেজ জাগরণ (হিন্দি) নির্দেশনা : [illegible]	সমাপ্তি অনুষ্ঠান সন্ধ্যা ৫টা এবং পুরস্কার বিতরণ

বাঙালির সেরা পার্বণে
উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ
উত্তরবঙ্গ সংবাদ শারদ সম্মান ১৪৩২

নিম্নলিখিত এলাকা থেকে পুজো উদ্যোক্তারা অংশ নিতে পারবেন
দার্জিলিং–শিলিগুড়ি, মাটিগাড়া, নকশালবাড়ি, বাগডোগরা, খড়িবাড়ি
জলপাইগুড়ি–জলপাইগুড়ি, ময়নাগুড়ি, ক্রান্তি, ধূপগুড়ি, মালবাজার, ডামডিম, ওদলাবাড়ি
আলিপুরদুয়ার–আলিপুরদুয়ার, সোনাপুর, ফালাকাটা, কামাখ্যাগুড়ি, বারবিশা, হ্যামিল্টনগঞ্জ কোচবিহার–কোচবিহার, দিনহাটা, মাথাভাঙ্গা, তুফানগঞ্জ
উত্তর দিনাজপুর–রায়গঞ্জ, হেমতাবাদ, কালিয়াগঞ্জ, ইসলামপুর, করণদিঘি, চোপড়া
দক্ষিণ দিনাজপুর–বালুরঘাট, পতিরাম, হিলি, গঙ্গারামপুর, বুনিয়াদপুর মালদা–ওল্ড মালদা, ইংরেজবাজার, গাজোল।

পুরস্কার
প্রথম ১৫,০০০/- | দ্বিতীয় ৭,৫০০/- | তৃতীয় ৫,০০০/-
কম বাজেটের সেরা পুজোর জন্য আলাদা পুরস্কার
প্রতি জেলা থেকে ৩টি করে ক্লাবকে পুরস্কৃত করা হবে
পুরস্কার মূল্য ৫,০০০/-
সঙ্গে থাকবে স্বীকৃতি-স্মারক

প্রতিটি জেলার ৩টি শ্রেষ্ঠ পুজোকে শারদ সম্মানে ভূষিত করবে উত্তরবঙ্গ সংবাদ।
মণ্ডপ, প্রতিমা, আলোকসজ্জা, পরিবেশ– এই বিষয়গুলিই বিবেচিত হবে।
কোন কোন পুজো 'শারদ সম্মান–১৪৩২'–এ প্রাথমিক তালিকাভুক্ত হচ্ছে তা জানতে পড়ুন উত্তরবঙ্গ সংবাদ।

আপনার পুজোকে প্রতিযোগিতার প্রাথমিক তালিকাভুক্তির জন্য যা যা করতে হবে
এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে কোনও প্রবেশমূল্য দিতে হবে না। পরিষ্কার হরফে আবেদনপত্র আয়োজক সংস্থার নিজস্ব লেটার প্যাডে পূরণ করে জমা দিতে হবে ১৯ সেপ্টেম্বরের মধ্যে। আবেদনপত্রের সঙ্গে পথনির্দেশিকা দিতে হবে। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের পুজোর মণ্ডপে চোখে পড়ার মতো জায়গায় উত্তরবঙ্গ সংবাদ–এর (৫x৩ ফুট) ব্যানার টাঙিয়ে রাখতে হবে। যোগাযোগের সুবিধার জন্য একাধিক ফোন নম্বর দিলে ভালো হয়।

পুজো কমিটির নাম .... ঠিকানা ....
....
যোগাযোগের প্রতিনিধি .... ফোন .... মোবাইল ....
পুজোর থিম (থাকলে) ....
মণ্ডপশিল্পী .... প্রতিমাশিল্পী .... আলোকশিল্পী ....
পুজোর ব্যয়বরাদ্দ................
উপরের সমস্ত তথ্য আমার/আমাদের কমিটির বিশ্বাস মতে সত্য। উত্তরবঙ্গ সংবাদ কর্তৃক প্রদত্ত সমস্ত শর্ত মেনে চলতে বাধ্য রইলাম।
অনুমোদিত স্বাক্ষর এবং সিল

শ্রেষ্ঠ পুজো নির্বাচনের জন্য সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে বিচারকমণ্ডলী গঠিত হবে। নির্বাচনের ব্যাপারে তাঁদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।
আবেদন পাঠান এই ঠিকানায় - উত্তরবঙ্গ সংবাদ, সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-১ অথবা মেল করুন ubssharodsamman@gmail.com 9735739677/8373867697

GOLD SPONSOR
UTTORA GOOD LIVING GOT BETTER | Luxmi
GOLD SPONSOR
DR. P. K. SAHA HOSPITAL
MULTI-SPECIALITY HOSPITAL
PKSH care & compassion
1st Hospital in Coochbehar with NABH Pre Accredited
SILVER SPONSOR
BINA MOHIT MEMORIAL SCHOOL
CBSE Affiliation No. 2430164
MAHISHBATHAN, COOCHBEHAR

অচলাবস্থায় গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

উপাচার্যকে সরানো অবৈধ : ব্রাত্য

কল্লোল মজুমদার ও অনুপ মণ্ডল

মালদা ও বুনিয়াদপুর, ২৯ অগাস্ট : গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অচলাবস্থার মধ্যে কার্যত অপসারিত উপাচার্যের পাশে দাঁড়ালেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। ঘটনায় পরোক্ষভাবে তিনি কাঠগড়ায় তুলেছেন আচার্য তথা রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসকে। শুক্রবার দক্ষিণ দিনাজপুরের বুনিয়াদপুরে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে ব্রাত্য বলেন, 'বিষয়টি পুরোপুরি সুপ্রিম কোর্টের বিচারাধীন। তাই বিকাশ ভবন কিংবা রাজ্যপাল এভাবে কোনও উপাচার্যকে সরাতে পারেন না। আমরা পুরো বিষয়টি নিয়ে আইনি পর্যালোচনা করছি।'

রাজভবনের নির্দেশ উপেক্ষা করা এবং দুর্নীতির অভিযোগে গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদ থেকে পবিত্র চট্টোপাধ্যায়কে সরিয়ে দিয়েছেন রাজ্যপাল। এমন পরিস্থিতিতে নতুন করে কে উপাচার্যের দায়িত্ব পাবেন, তা নিয়ে চর্চা চলছে। যদিও এই সংক্রান্ত কোনও নির্দেশ শুক্রবারও দেওয়া হয়নি রাজভবন বা বিকাশ ভবন থেকে। সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদটি কি মিউজিক্যাল চেয়ার?

১৭ বছরে ১০ উপাচার্য। গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্র্যাক রেকর্ড এমনই। দায়িত্ব নিয়ে একজন কাজ শুরু করতে না করতেই তাঁর বিদায় ঘণ্টা বাজছে। নতুন করে ওই চেয়ারে বসে পড়ছেন আরও একজন। তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হল, ২০০৮ সালে প্রতিষ্ঠার পর মাত্র একজন উপাচার্যের চার বছরের মেয়াদ পূর্ণ করতে পেরেছেন। বাকিরা দায়িত্ব নিয়েছেন এবং ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন।

২০০৮-এর ১৫ মে বিশ্ববিদ্যালয়টিতে প্রথম উপাচার্যের দায়িত্ব নেন সুরভি বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু তাঁর মেয়াদকাল ছিল মাত্র এক বছর। ২০০৯ সালের ৯ জুন দ্বিতীয় উপাচার্য হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন গোপা দত্ত। তিনি ছিলেন তিন বছর। গোপালচন্দ্র মিশ্র একমাত্র নিজের মেয়াদকাল সম্পূর্ণ করতে পেরেছেন। অচিন্ত্য বিশ্বাস, শ্যামসুন্দর বৈরাগ্য, স্বাগত সেন, চঞ্চল চৌধুরী, শান্তা ছেত্রী, রজতকিশোর দে এবং পবিত্র চট্টোপাধ্যায়দের মেয়াদকাল দীর্ঘস্থায়ী নয়। গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্টার বিশ্বজিৎ দাস মনে করেন, 'যে কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের স্থায়িত্ব পঠনপাঠনের উৎকর্ষতার প্রাথমিক শর্ত। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে যাঁরা যোগ দিয়েছেন, তাঁদের অনেকেই বিভিন্ন কারণে মেয়াদ সম্পূর্ণ করতে পারেননি।' বর্তমান পরিস্থিতিতে ১১ নম্বর উপাচার্যের অপেক্ষায় গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়। উপাচার্যের পদ 'মিউজিক্যাল চেয়ার' হলে যা হওয়ার, তা-ই হচ্ছে এখানে। মালদা জেলার পড়ুয়ারাই এখন আর গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে চাইছে না।

এদিকে, উপাচার্য অপসারণের ২৪ ঘণ্টা পেরিয়ে গেলেও রাজভবন অথবা উচ্চশিক্ষা দপ্তর থেকে নতুন উপাচার্য নিয়োগ সংক্রান্ত কোনও নির্দেশ আসেনি। ফলে অচলাবস্থা তৈরি হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়টিতে। গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম দিন থেকে দীর্ঘবছর যুক্ত ছিলেন বাম জমানার মন্ত্রী ও মালদা কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক শ্রীকুমার মুখোপাধ্যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে তিনি বলেন, 'বারবার উপাচার্য পরিবর্তন করলে, কেউই তাঁর চিন্তাধারা বাস্তবায়িত করতে পারেন না। তার ফল পাচ্ছে গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়। গৌড়বঙ্গ শ্রীচৈতন্যের পদধূলিতে গৌরবান্বিত। এখানে হুসেন শা'র মতো শাসক শাসন করেছেন।

রূপ-সনাতনের মতো মানুষ ছিলেন এই গৌড়বঙ্গে। জেলার অন্যতম ব্যক্তিত্ব শিবরাম চক্রবর্তী, বিনয় সরকার। আর তাঁদের জেলার বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থা আজ অত্যন্ত করুণ। শিক্ষার দাবিতে সাধারণ মানুষকে পথে নামতে হবে, বিশ্ববিদ্যালয়কে বাঁচাতে আওয়াজ তুলতে হবে। তবেই যদি বাঁচে গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়।'

একনজরে

১৭ বছরে ১০ জন উপাচার্য গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে, মেয়াদ পূর্ণ একজনের

পবিত্র চট্টোপাধ্যায় অপসারিত হওয়ায়, নতুন কে উপাচার্য, চর্চা অব্যাহত

বারবার উপাচার্য পরিবর্তনের প্রভাব পড়ছে পঠনপাঠনে, তলানিতে শিক্ষার মান

কংগ্রেস দপ্তরে পদ্মর হামলা

প্রথম পাতার পর

দীপা দাশমুন্সি, অধীররঞ্জন চৌধুরী, প্রদীপ ভট্টাচার্যের কাটআউট। সেগুলি ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে। ওই সময় কংগ্রেস দপ্তরে কোনও সিনিয়ার নেতা ছিলেন না। কিছুক্ষণের মধ্যে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার এসে গাড়ি থেকে নেমে পুলিশের সঙ্গে বাকবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েন। পুলিশের উদ্দেশে তিনি বলেন, 'আপনারা কী করছিলেন! ঢিল ছোড়া দূরত্বে এন্টালি থানা। এর আগেও রাকেশ সিংয়ের নেতৃত্বে হামলা হয়েছে। রাহুল গান্ধিকে ওরা ভয় পাচ্ছে এটা প্রমাণিত।'

বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যকে চিঠিতে শুভঙ্কর লেখেন, 'আপনাকে ব্যক্তিগত জীবনে রুচিবান ও সংস্কৃতিবান বলে জানতাম। আজ আপনার দলের নেতা সমাজবিরোধী রাকেশ সিংয়ের নেতৃত্বে বিজেপি কর্মীরা যেভাবে বিজেপির পতাকা নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসে হামলা চালাল, তা নিশ্চয়ই আপনার অগোচরে হয়নি বলে আমাদের দৃঢ় ধারণা। আপনার সুস্পষ্ট ব্যাখ্যার অপেক্ষায় থাকলাম আমরা।'

শমীকের প্রতিক্রিয়া অবশ্য মেলেনি। তবে বিজেপি নেত্রী কেয়া ঘোষ বলেন, 'এটা আবেগের বহিঃপ্রকাশ। প্রধানমন্ত্রীকে যে কুমন্তব্য করা হয়েছে তার জন্য ক্ষমা চাওয়া উচিত।' আরেক বিজেপি নেতা রাহুল সিনহা বলেন, 'এটা কংগ্রেসেরই গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব।' তৃণমূলের মুখপত্র 'জাগো বাংলায়' বিজেপির এই আক্রমণের নিন্দা করা হয়েছে। সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম বলেন, 'এই ঘটনা পশ্চিমবঙ্গে আগে ভাবা যেত না। বিজেপির গুন্ডাবাহিনীর এত সাহস যে, আগে থেকে মিডিয়াকে সজাগ করে বিধান ভবনে হামলা চালাল। এত সাহস পায় কোথা থেকে?' হামলার খবর পেয়ে রাহুল গান্ধি এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, 'যত খুশি মারো, ভাঙো। আমরা সত্য ও সংবিধানের পক্ষে লড়াই চালিয়ে যাব।'

তালিকা প্রকাশ

প্রথম পাতার পর

রাজ্য প্রমাণ করে দিল এটা প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি।' বিজেপির পরিষদীয় দলের মুখ্যসচেতক শংকর ঘোষ বলেন, 'সরকারের টালবাহানার কারণে যোগ্য প্রার্থীদের ভুগতে হচ্ছে। বর্তমান ছাত্রসমাজ এটা জানল যে, শিক্ষকরা ঘুষ দিয়ে চাকরি পান।'

তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষের বক্তব্য, 'প্রশাসনিক ও আইনি বিষয় বলে এনিয়ে মন্তব্য করব না।'

শুক্রবারের রায় নিয়ে অবশ্য খুশি নন চাকরিহারা যোগ্য শিক্ষকরা। আন্দোলনকারী শিক্ষকদের অন্যতম মেহেবুব মণ্ডল বলেন, 'শীর্ষ আদালত জানে, কারা যোগ্য, কারা অযোগ্য। এত কিছুর পরেও আমরা যাঁরা চাকরি হারিয়েছি, তাঁদের কোনও লাভ হচ্ছে না। আমাদের ৪০ থেকে ৫৭ বছর বয়সের শিক্ষকদেরও আবার পরীক্ষা দিয়ে যোগ্যতা প্রমাণ করতে হচ্ছে।'

আরেক চাকরিহারা শিক্ষক রাকেশ আলমের প্রশ্ন, 'যখন অযোগ্যদের তালিকা প্রকাশিত হবেই, তখন যোগ্যরা পরীক্ষায় বসবেন কেন? ১,৯০০ জন অযোগ্যের জন্য ১৫,৪০০ অথবা তারও বেশি যোগ্য শিক্ষককে বলি দেওয়া হল।' ৭ এবং ১৪ সেপ্টেম্বর যে নবম-দশম এবং একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষা হচ্ছেই, তা জানিয়ে দিয়েছে এসএসসি। বৃহস্পতিবার রাজ্যের সমস্ত ডিআই ও জেলা শাসকদের প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিতে নির্দেশও দেওয়া হয়েছে।

এসএসসি'র বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, পরীক্ষার অ্যাডমিট কার্ড ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করা যাবে ৩ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা থেকে। শীর্ষ আদালত পরীক্ষা পিছিয়ে দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছিল বটে। কিন্তু পুজোর আগে আর কোনও দিন পাওয়া যাচ্ছে না বলে তারিখ বদল করল না এসএসসি। তাছাড়া সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে ৩০ ডিসেম্বরের মধ্যে নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষ করতে হবে। নবম-দশম এবং একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষক পদে ৫ লক্ষেরও বেশি প্রার্থী পরীক্ষা দেবেন।

শিলিগুড়ির চিকিৎসককে দায়িত্ব

এপিআই-এর শীর্ষপদে বাঙালি

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২৯ অগাস্ট : চিকিৎসকদের সর্বভারতীয় সংগঠন দ্য অ্যাসোসিয়েশন অফ ফিজিশিয়ানস অফ ইন্ডিয়ার (এপিআই) শীর্ষপদে বসলেন এক বাঙালি চিকিৎসক। ওই বাঙালি চিকিৎসক হলেন শিলিগুড়ির ডাঃ শেখর চক্রবর্তী। সম্প্রতি সংগঠনের বার্ষিক সভায় শেখরকে সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচিত করা হয়েছে। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় থেকে শুরু করে বাংলার প্রচুর চিকিৎসক এক সময় ওই সংগঠনের সদস্য ছিলেন।

ডাঃ শেখর চক্রবর্তী

বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ থেকে দেড় হাজারের ওপরে চিকিৎসক এপিআইতে রয়েছেন। তবে এই প্রথম একজন বাঙালি চিকিৎসক সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচিত হওয়ায় শিলিগুড়ির চিকিৎসক মহলে খুশির হাওয়া। এব্যাপারে শেখর বলেন, 'সর্বভারতীয় স্তরে চিকিৎসকদের নিয়ে কাজ করার দায়িত্ব আরও বেড়ে গেল। উত্তরবঙ্গের চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নয়ন এই সংগঠনে থেকে আরও কীভাবে কাজ করা যায় সেই চেষ্টা করব।'

উত্তরবঙ্গের চিকিৎসা ব্যবস্থায় শেখর চক্রবর্তী একটি অতি পরিচিত নাম। কলকাতা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল থেকে এমবিবিএস পাশ করার পর সেখানে ডক্টর অফ মেডিসিন (এমডি) করার সময় চাকরিতে যোগ দেন। চাকরির কয়েক বছরের মধ্যে স্বাস্থ্য দপ্তরের অনুমতি সাপেক্ষে তিনি উচ্চশিক্ষা অর্থাৎ এমআরসিপি এবং এফআরসিপি করার জন্য বিদেশে পাড়ি দেন। প্রথমে আয়ারল্যান্ডস, সেখান থেকে গ্লাসগো এবং লন্ডনে পরপর তিনটি এফআরসিপি করেন।

এরপর দেশে ফিরে ফের চাকরিতে যোগ দেন। প্রথমে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে জেনারেল ফিজিশিয়ান হিসাবে নিয়োগ পান। তারপর উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নেফ্রোলজি বিভাগে বদলি হন। কয়েক বছর পর সরকারি চাকরি ছেড়ে তাঁর চেম্বার এবং পরে নিজের হাসপাতাল তৈরি করেন ডাঃ শেখর চক্রবর্তী।

তাঁর কথায়, '২০০০ সালে দ্য অ্যাসোসিয়েশন অফ ফিজিশিয়ানস অফ ইন্ডিয়ার সদস্যপদ পেয়েছি। সেখানে নিয়মিত বিভিন্ন কর্মসূচিতে যাওয়ার সুবাদে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের চিকিৎসকদের সঙ্গে আলাপ হয়েছে। ২০১৪ সালে আমাকে এই সংগঠনের গভর্নিং বডির সদস্য করা হয়। এরপর সংগঠনের তরফে পশ্চিমবঙ্গে বেশ কয়েকটি কর্মসূচির দায়িত্ব পালন করেছি। এবার সংগঠনের গভর্নিং বডির ৭০ জন সদস্য আমাকে সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব দিয়েছেন।'

খাঁচায় বন্দি জীবন...

শুক্রবার বিধান রোডে বিক্রি হচ্ছে পাখি। ছবি : সূত্রধর

জীবন খোঁজে ওরা

প্রথম পাতার পর

তখন কি ওরা পারবে খাঁচা খুলে বেরিয়ে আসতে? পারবে চিৎকার করে সাহায্য চাইতে? ডাকলেও বা অত রাতে শুনবেন কে? প্রাণহানি হলে দোষীর শাস্তির দাবিতে কজন মোমবাতি হাতে নামবেন রাস্তায়? এসবের সদুত্তর নেই কারও কাছে।

নিয়ম কী বলছে? প্রিভেনশন অফ ক্রুয়েলটি টু অ্যানিমালস (পেট শপ) রুলস, ২০১৮ অনুযায়ী পোষ্য বিক্রির দোকানের পরিকাঠামো স্থায়ী ভবনে তৈরি করতে হবে। সেখানে যেন পর্যাপ্ত আলো-বাতাস ঢুকতে পারে। প্রাণীদের রাখার জায়গাটি যেন যথেষ্ট বড় হয়। ওরা যেন উঠতে, বসতে, পাশ ফিরতে পারে। পাখিরা যেন কিছুটা হলেও উড়তে, লাফাতে এবং বেয়ে ওপরে উঠতে পারে। দোকানের মেঝে তৈরির সময় খেয়াল রাখতে হবে, যাতে প্রাণীর পায়ে চোট না লাগে। এমনকি তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের দিকটিও নজরে রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সেখানে। পোষ্যের দোকান কিংবা যেখানে তাদের রাখা হবে, সেখানে যেন শব্দ দূষণ না হয়, এগজস্ট ফ্যান থাকে ইত্যাদি বিষয়ে খেয়াল রাখা বাধ্যতামূলক।

অথচ সারাদিন বাইরে রাস্তার ওপর একটি খাঁচার ওপর আরেকটি খাঁচা রাখা হচ্ছে ক্রেতাদের নজর কাড়তে। রোদ, ঝড়, জল সইতে হচ্ছে অবোলাদের। পরিচ্ছন্নতা নিয়ে মাথাব্যথা নেই ব্যবসায়ীদের অধিকাংশের। মল-মূত্র পরিষ্কার করা হয় না নিয়মিত। 'পেট শপ' খোলা বা চালানোর অনুমতি সংক্রান্ত নির্দিষ্ট তথ্য দোকানদারদের কাছেও নেই। শিলিগুড়ি শহরের একদল ব্যবসায়ী বলল, পুরনিগম থেকে প্রাপ্ত ট্রেড লাইসেন্স নিয়েই ব্যবসা চালাচ্ছেন তাঁরা। আরেকদল জানাল, ট্রেড লাইসেন্সের পাশাপাশি অনুমতি নিয়েছে বন বিভাগ থেকে।

অ্যানিমাল হেল্পলাইন শেলটারের প্রতিষ্ঠাতা প্রিয়া রুদ্রর দাবি, 'কুকুরদের খাঁচায় বন্দি করে বিক্রি করা যায় না। দোকানে ক্যাটালগ রাখতে হয়। ক্রেতারা এসে সেটা দেখবেন, পছন্দ হলে বাড়িতে ডেলিভারি দেওয়া হবে। বন দপ্তরের অনুমতির সঙ্গেও কুকুরের সম্পর্ক নেই। তবে হয়তো পাখি বিক্রির ক্ষেত্রে তাদের অনুমতির প্রয়োজন পড়ে।'

অনুমতি দেওয়ার পর আর কোনও পক্ষই যে নজরদারি চালায় না, তা স্পষ্ট হল প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলে। শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব বললেন, 'এটা অমানবিক। আমি কলকাতায় রয়েছি। শহরে ফিরে বিষয়টি দেখব।' বৈকুণ্ঠপুর বন বিভাগের ডিএফও রাজা এম পুরো কথা শোনার পর 'ব্যবসায়ীদের নিজস্ব দায়িত্ব থাকা উচিত' মন্তব্য করে ফোনটি কেটে দেন।

ব্যবসায়ীরা কী বলছেন? বিধান রোডে দোকান রয়েছে অরবিন্দ সরকারের। বলছিলেন, 'বাড়ি ফেরার সময় প্রাণীগুলোকে দোকানের ভেতরে আটকে রেখে যাই। এতে সমস্যা হয় না।' মহাত্মা গান্ধি চকে মহানন্দা সেতু সংলগ্ন এলাকার একটি দোকানের কর্মচারীর (নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক) কথায়, 'রোজ দোকান বন্ধ করে আমরা চলে যাই। ওরা ভেতরে খাঁচায় থাকে।'

প্রিয়ার অভিজ্ঞতা, 'বহুদিন আমার কাছে রাতে ফোন এসেছে দোকানের ভেতর থেকে প্রাণীর কান্নার আওয়াজ আসছে। আমি গিয়েছি। দোকানের বাইরে লেখা নম্বরে ফোন করে জানিয়েছি। ব্যবসায়ীদের কেউ গুরুত্ব দেননি, কেউবা রেগে কটু কথা বলেছেন। কিন্তু ওরা সারারাত বন্ধ দোকানে খাঁচায় আটকে থাকবে, সেটা তো সভ্য সমাজে কখনও কাম্য নয়।'

পশুপ্রেমী সংগঠন 'স্ন্যাপ'-এর কর্তা কৌস্তভ চৌধুরীর বক্তব্য, 'দোকানদাররা শুধুই ব্যবসার কথা ভাবছেন। অবোলাদের কষ্ট নিয়ে কারও হেলদোল নেই। প্রয়োজনে ওরা আলোচনায় বসুক। প্রশাসন থাকবে, পশুপ্রেমী সংগঠনের প্রতিনিধিরা থাকবেন। বিকল্প কী করা যেতে পারে, সেই নিয়ে কথা হোক।'

যারা কথা বলতে পারে না, তাদের স্বার্থে আদৌ কথা হবে কি না- তা বলবে সময়। ততদিন না হয় অসুরক্ষিত-অপরিচ্ছন্ন অবস্থায় বন্দি খাঁচা থেকে জীবনের খোঁজ করুক ওরা।

প্লাস্টিকে বিপদ

প্রথম পাতার পর

পলিথিনের নানা সামগ্রী। জঙ্গলের কোর এলাকায় হওয়ায় সেই রুটে হাতি, হরিণ সহ বিভিন্ন প্রাণী ঘোরাফেরা করে। অভিযোগ, হাতি এসে হাটের আবর্জনা থেকে প্লাস্টিক খায়। তার প্রমাণও মিলেছে বলে দাবি পশুপ্রেমী সংগঠনগুলোর। হাতির মলে মিলেছে প্লাস্টিক। বিশেষজ্ঞদের মতে, প্লাস্টিক পেটে গেলে হজম হয় না। সেটা পাকস্থলিতেই থেকে যায়। এরপর বিষক্রিয়া হতে পারে। প্যানক্রিয়াসের আটকে বন্যপ্রাণীর মৃত্যু পর্যন্ত হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে। অবিলম্বে হাটে পলিব্যাগ ব্যবহার বন্ধ এবং নজরদারি চালানোর দাবি তুলছেন পশুপ্রেমী সংস্থা সলিটারি নেচার অ্যান্ড অ্যানিমাল প্রোটেকশন ফাউন্ডেশনের তরফে কৌস্তভ চৌধুরীর মতো আরও অনেকে।

সংশ্লিষ্ট এলাকায় নিয়মিত বর্জ্য অপসারণ এবং প্রক্রিয়াকরণ চালুর দাবি পরিবেশপ্রেমীদের। নেচার অ্যান্ড ওয়াইল্ড লাইফ অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক অনুজিৎ বসুর কথায়, 'হাট তো বসবেই। তাই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার ওপর জোর দিতে হবে।'

বৃহস্পতিবার পশুপ্রেমী সংস্থা ঐরাবতের উদ্যোগে সাফাই অভিযান চালানো হয়েছিল। সেদিন প্রায় ৬৪ কেজি প্লাস্টিক উদ্ধার হয়। পাওয়া গিয়েছে ২৫টিরও বেশি মদের বোতল। ঐরাবতের কর্ণধার অভিযান সাহার ভাষায়, 'সাফাই অভিযান করতে গিয়ে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। এত পলিব্যাগ কীভাবে এল জঙ্গলে।' সাফাইয়ের পর সমস্যায় পড়েন সংস্থার কর্মীরা। বর্জ্য ফেলার ব্যবস্থা নেই। শেষে গাড়ি ডেকে সেগুলো গজলডোবায় নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে দুটো বড় ডাস্টবিনে আবর্জনা ফেলা হয়। অবশ্য ওই আবর্জনা প্রক্রিয়াকরণের ব্যবস্থা নেই।

সম্মেলন

চোপড়া, ২৯ অগাস্ট : চোপড়ার দাসপাড়া প্রাইমারি স্কুলে শুক্রবার নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির চোপড়া আঞ্চলিক শাখার দশম ত্রিবার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ১৫ জনের নতুন কমিটিতে কুশল ভট্টাচার্যকে সম্পাদক ও নিশির বিশ্বাসকে সভাপতি হিসেবে মনোনীত হয়েছে। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের ইসলামপুর মহকুমা সম্পাদক সঞ্জয় মানি, ইসলামপুর শাখা সম্পাদক জয়ন্ত দে, জেলা সভাপতি মল্লিকা সাহা প্রমুখ।

নাকে খত আমলাদের, মেধা পচে 'মধুভাণ্ডে'

প্রথম পাতার পর

এই দাসত্ব আখেরে তাঁদের শিক্ষার প্রতিই অবিচার! সাংবাদিকতায় জীবনের ৩৬টি শীত, বসন্ত, গ্রীষ্ম কাটিয়ে দেওয়ার অভিজ্ঞতায় বলতে পারি, নাকে খত দিয়ে চলার পিছনে থাকে মতলব। আমলাকুলের মেরুদণ্ডটা সোজা থাকলে উত্তরবঙ্গে জমি, বালি-পাথর, কয়লার কারবার, গবাদিপশু পাচার, বন ধ্বংস করে বেআইনি রিসর্ট, চা বাগানের জমির বাণিজ্যিক ব্যবহার ইত্যাদি সম্ভবই হত না।

সেদিন অনুসন্ধিৎসু এক সাংবাদিকের মুখে শুনলাম, একটি বেআইনি রিসর্ট নিয়ে খোঁজখবর করতে যাওয়ায় একজন জেলা শাসক তাঁকে বলেছেন, তাঁর ওপরের অনেকে সেটিং হয়ে আছেন। তাঁর আর কিছু করার নেই। এরপর কি আর আইএএস, আইপিএস, ডব্লিউবিসিএসদের ওপর সম্ভ্রম থাকে? মেরুদণ্ডটা সোজা নেই বলেই শুধু শাসকদল নয়, বিরোধীরাও এত শিক্ষিত মানুষগুলিকে নির্দ্বিধায় গাল দিতে পারে, হেনস্তা করতে পারে।

রাজ্য পুলিশের ডিজি মনোজ ভার্মার নামের সঙ্গে বরাহনন্দন শব্দটি কী অবলীলায় জুড়ে দিতে পারেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বাপি চৌধুরী তো শুভেন্দুদের রাজনীতিরই ছাত্র। শুধু অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিসে নয়, বিচার ব্যবস্থাতেও ঘুণ ধরার হাজার উদাহরণ। প্রশাসনিক কোনও আধিকারিক কিংবা বিচারপতির ইচ্ছা করলে রাজনীতিতে যাওয়ার অধিকার নিশ্চিত আছে ভারতীয় গণতন্ত্রে। কিন্তু রাজনীতিতে যাওয়ার সঙ্গে স্ব স্ব ক্ষেত্রে কার্যকালের পদক্ষেপগুলির যোগসূত্র যদি স্পষ্ট হয়ে যায়?

'ভগবান' বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় একটি দলের সাংসদ হওয়ার জন্য চাকরি থেকে ইস্তফা দিলে কি আর নিজের উদ্দেশ্য আড়াল করতে পারেন? প্রধান বিচারপতির কার্যকাল শেষে তাঁকে সংসদ সদস্য মনোনয়নে সরকারের ইচ্ছায় সায় দেওয়ায় দায়িত্বে থাকাকালে রঞ্জন গগৈয়ের রায়গুলি কাঁটাছেঁড়ার আতশকাচের তলায় চলে আসে বৈকি। আইপিএসের দায়িত্ব ছেড়ে হুমায়ুন কবীরের মন্ত্রিত্ব, প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূলের প্রার্থী হওয়া কিংবা ডব্লিউপিএস জেমস কুজুরের মন্ত্রী হওয়া- উদাহরণ অনেক।

আবার দলীয় অ্যাজেন্ডা পূরণের কাজটা ভালোভাবে করার পুরস্কার হিসেবে এতজন আইএএস, আইপিএস অবসরের পর রাজ্যের উপদেষ্টা হয়ে গেলেন যে, সংখ্যাটা গুনে বলতে হয়। সংবিধান অনুযায়ী যাঁদের নিরপেক্ষভাবে প্রশাসন চালানোর কথা, দলদাস তকমাটা শুনলে তাঁদের নিজের প্রতি লজ্জা, ঘৃণা হয় কি না জানতে ইচ্ছা করে। বলা হয়, চাপ থাকে, চাপ। সরকার, ক্ষমতাসীন দলের ইচ্ছায় না চললে গ্যারেজ পোস্টিং। যাকে পানিশমেন্ট পোস্টিংও বলা হয়।

কম গুরুত্বের পদে বা স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ব্রিটিশের কালাপানিতে নির্বাসন দেওয়ার মতো কোনও এলাকায় বদলি সেইসব শাস্তির রকমফের। আরও আছে- কম্পালসারি পোস্টিং। কোনও দায়িত্ব না দিয়ে বসিয়ে রাখা। একজন উচ্চশিক্ষিতের পক্ষে এর চেয়ে ভয়ানক শাস্তি আর কী হতে পারে! তাঁর মেধাকে অসম্মানও বটে। বিরোধীদের মুখোমুখি হতে চান না অফিসাররা। পাছে অসত্যের পক্ষে যুক্তি সাজানো তো কঠিন হয়ে যায়, অথবা বিরোধীদের কথা শুনলে শাসক রুষ্ট হয়। শাসকদলের বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীর কাছ থেকেও পালিয়ে বেড়ান আমলারা। শিলিগুড়ির অদূরে ফাঁসিদেওয়ার একটি গ্রাম পঞ্চায়েতে দলীয় প্রধানের বিরুদ্ধে অনাস্থা এনেছে তৃণমূলের একাংশ। সেই প্রধানকে অপসারণের বৈঠক ডাকছেন না বিডিও। অনাস্থার প্রস্তাবকরা তৃণমূলের সদস্য হলেও তাঁদের সঙ্গে দেখাই করছেন না তিনি। ওই সদস্যরা তাঁর অফিসে গেলে বিডিও অন্যত্র 'ব্যস্ত' হয়ে পড়ছেন। শাসককে আইন মনে করিয়ে দেওয়ার সাহসটুকু খুইয়ে ফেলেছেন অধিকাংশ আমলা।

সরকারের পরিচালক দলের হতে পারে, কিন্তু সংবিধান অনুযায়ী প্রশাসনের রাজনৈতিক রং থাকতে পারে না। সহজ এই সত্যটি ভুলে যাওয়ার ফলে মেধাকে জলাঞ্জলি দিয়ে মেরুদণ্ড বিকোনো আমলাকুলকে কবজা করছে শাসকদল। বিরোধীরাও যা নয়, তাই বলে গাল দিয়ে পার পেয়ে যাচ্ছে। যেমন, আলিপুরদুয়ার জেলায় কর্মরত অবস্থায় তৃণমূল নেতাদের সঙ্গে তিনি বালির বেআইনি কারবারে যুক্ত ছিলেন বলে জলপাইগুড়ি সদরের বিডিও'র বিরুদ্ধে নির্দ্বিধায় অভিযোগ করতে পারলেন বিজেপি নেতা বাপি।

এমন নয় যে, শুধু তৃণমূল জমানায় প্রশাসন দলদাস হয়ে আছে। বাম রাজত্বে একই অভিযোগ ছিল। এখন বিজেপি শাসিত রাজ্যে বাংলার এই ছবির রেপ্লিকা দেখা যায়। শুধু এই ভূমিকায় আমলাদের শিক্ষার অমর্যাদা দেখে লজ্জায়, ঘৃণায় অধোবদন হয়ে যেতে হয় আমাদের।

পৃথিবীর পাঠশালা

ক্লান্তি দূরে, অক্সিজেন স্টেশনে স্বাগতম

দক্ষিণ কোরিয়ার পাতাল রেলস্টেশনগুলোতে এবার এক নতুন চমক। যাত্রীদের সতেজ করতে চালু হয়েছে 'অক্সিজেন-রিচ এয়ার জোন'। এই বিশেষ জায়গাগুলোতে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে বাতাসের অক্সিজেনের মাত্রা বাড়ানো হয়। একইসঙ্গে দূষিত ধুলোবালি ও অন্যান্য ক্ষতিকর পদার্থ ছেঁকে ফেলা হয়।
এই ব্যবস্থার ফলে পাতাল রেলের বদ্ধ পরিবেশে যাত্রীরা এক ঝলক স্বস্তির নিঃশ্বাস নিতে পারেন। এটি ক্লান্তি দূর করতে, সজাগ থাকতে এবং দীর্ঘ যাত্রাকে আরামদায়ক করতে সাহায্য করে। এই স্টেশনগুলোয় বসার ব্যবস্থাও রয়েছে, যাতে মানুষ বসে কিছুটা বিশ্রাম নিতে পারে। দক্ষিণ কোরিয়া এভাবে দৈনন্দিন পরিবহণে সুস্থ থাকার ধারণা যুক্ত করেছে।

জলের অভাব? বারমুডার সমাধান!

সুন্দর বারমুডা দ্বীপের একটাই সমস্যা- এখানে কোনও প্রাকৃতিক মিষ্টি জলের উৎস নেই। কিন্তু এখানকার মানুষেরা এই সমস্যার দারুণ এক সমাধান বের করেছে। প্রতিটি বাড়ি এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যেন বৃষ্টির জল ধরে রাখা যায়। প্রতিটি ছাদ সাদা রং করা এবং এমন ঢালু করে তৈরি করা যে বৃষ্টির জল সরাসরি মাটির নীচের ট্যাংকে জমা হয়। এই পদ্ধতিটি তাদের পানীয়, রান্না এবং স্নানের জন্য পর্যাপ্ত পরিষ্কার জলের ব্যবস্থা করে। এই অসাধারণ কৌশল

বারমুডাকে নদী বা হ্রদ ছাড়াই স্বনির্ভর করে তুলেছে। এটি প্রমাণ করে, যখন কোনওকিছুর খুব বেশি প্রয়োজন হয়, তখন মানুষ তার সমাধান ঠিকই বের করে নেয়।

বিড়াল যেভাবে বাড়ি ফেরে

আপনার পোষা বিড়ালের ক্ষমতা নিয়ে অবাক করা এক তথ্য জেনে নিন! বিড়ালের 'হোমিং ইনস্টিংক্ট' বা বাড়ি ফেরার সহজাত ক্ষমতা অসাধারণ। কিছু বিড়াল নাকি কয়েকশো মাইল পাড়ি দিয়েও নিজের বাড়ি ফিরে এসেছে! বিজ্ঞানীরা এই অদ্ভুত ক্ষমতাকে 'সাই-ট্রেইলিং' বলেন। এর পেছনে একটি মজার তত্ত্ব হল- পরিযায়ী পাখি বা সামুদ্রিক কচ্ছপের মতো বিড়ালেরও এক ধরনের চৌম্বকীয় অনুভূতি আছে। এটি তাদের পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্র ব্যবহার করে দিক চিনতে সাহায্য করে। এই বিশেষ অভ্যন্তরীণ কম্পাস এবং তাদের অসাধারণ ঘ্রাণশক্তির কারণে তারা নিজেদের এলাকা, মানুষ এবং নিজেদের ফেলে যাওয়া গন্ধ থেকেও একটি মানসিক মানচিত্র তৈরি করে নেয়।

১৫ মিনিটেই ম্যাজিক

আপনার ছোট্ট সোনামণিকে প্রতিদিন মাত্র ১৫ মিনিট বই পড়ে শোনালে ওর শেখার ক্ষমতা অনেক বেড়ে যায়। এইটুকু সময়ের মধ্যেই শিশুরা অনেক নতুন শব্দ, বাক্য গঠন এবং ধারণার সঙ্গে পরিচিত হয়, যা তারা সাধারণত দৈনন্দিন কথায় শোনে না। এভাবে রোজ নতুন নতুন শব্দ শুনতে শুনতে, কিন্ডারগার্টেনে যাওয়ার আগেই শিশুরা এক বিশাল শব্দভাণ্ডার

তৈরি করে ফেলে।
এছাড়াও, একসঙ্গে বই পড়ার এই অভ্যাসটি বাবা-মা এবং সন্তানের মধ্যে ভালোবাসা এবং মানসিক বন্ধন তৈরি করে। বই পড়ার সময় ছবি দেখানো, প্রশ্ন করা, গল্প নিয়ে আলোচনা করা ইত্যাদি ওদের মনে কৌতূহল বাড়ায় এবং ওদের কল্পনাশক্তিকে উন্নত করে। এই ছোট্ট অভ্যাসটি ওদের ভবিষ্যৎ সাফল্যের ভিত্তি গড়ে দেয়।

পুজো স্পেশাল ট্রেন

মালদা, ২৯ অগাস্ট : আসন্ন পুজোর মরশুম উপলক্ষ্যে পুজো স্পেশাল আরও কিছু ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নিল রেল মন্ত্রক। রেল মন্ত্রকের তরফে প্রেস বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, পুজোর মরশুমে যাত্রীদের সুবিধার্থে ৩৬ হাজার ৫৬০ বার্থ নতুন করে চালু করা হচ্ছে। কলকাতা থেকে নিউ জলপাইগুড়ি এবং কলকাতা থেকে লালকুয়ান পর্যন্ত দুটি নতুন ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ০৩১২৯ কলকাতা-নিউ জলপাইগুড়ি পুজো স্পেশাল ট্রেনটি ২৮ সেপ্টেম্বর থেকে ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত প্রতি রবিবার রাত ১১টা ১০ মিনিটে কলকাতা থেকে ছেড়ে, পরের দিন ১০টা ৪৫ মিনিটে নিউ জলপাইগুড়ি পৌঁছাবে। ০৩১৩০ নিউ জলপাইগুড়ি-কলকাতা পুজো স্পেশাল এনজেপি থেকে প্রতি সোমবার দুপুর ১২টা ৪৫ মিনিটে ছাড়বে এবং রাত ১২টা ৪০ মিনিটে কলকাতা পৌঁছাবে। এই দুটি ট্রেনের স্টপ থাকছে নৈহাটি, ব্যান্ডেল, নবদ্বীপধাম, কাটোয়া, আজিমগঞ্জ জংশন, জঙ্গিপুর রোড, মালদা টাউন, বারসই, কিশনগঞ্জ এবং আলুয়াবাড়ি রোড।

আঁধারে মিতালি

প্রথম পাতার পর

সেই ট্রেনটিও হয়তো আর চলবে না। বাংলাদেশ অনেক বড় ভুল করল।' হতাশ হলদিবাড়ি পাসপোর্ট হোল্ডার সমিতির কর্মকর্তারাও। সমিতির সদস্য লুৎফর রহমানের বক্তব্য, 'মিতালি চালুর পর আমরা আশায় বুক বেঁধেছিলাম। দু'দেশের মধ্যে বাণিজ্য শুরু হলে হলদিবাড়ির আর্থসামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত ছিল। সেসব বোধহয় আর হবে না।'

তবে শুধু চিলাহাটি নয়, চুয়াডাঙ্গার দৌলতগঞ্জ ও রাঙামাটির তেগামুখ স্থলবন্দরও বন্ধ করে দিচ্ছে বাংলাদেশ। এছাড়া হবিগঞ্জের বাল্লা স্থলবন্দরের কার্জকর্ম সাময়িকভাবে স্থগিত রাখার কথাও ঘোষণা করেছে মুহাম্মদ ইউনূসের উপদেষ্টামণ্ডলী। ওই চার বন্দর দিয়েই ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য, যাতায়াত চালু ছিল। ওই চার স্থলবন্দর সহ মোট আটটি বন্দরকে অলাভজনক ও নিষ্ক্রিয় হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। স্থলপথে আমদানি-রপ্তানির সুবিধার্থে ২০১৩ সালের ২৮ জুলাই চিলাহাটি শুল্ক স্টেশনকে স্থলবন্দর হিসেবে ঘোষণা করে বাংলাদেশ। ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখে চিলাহাটি হয়ে রেলপথ তৈরি হয়। ২০২২-এর ১ জুন ওই পথে যাত্রা শুরু করে মিতালি এক্সপ্রেস। ১৯৭২-এর ১৯ মার্চ দু'দেশের মধ্যে স্বাক্ষরিত মৈত্রী চুক্তিতে যে বন্ধুত্বের সেতু তৈরি করেছিলেন ইন্দিরা গান্ধি ও মুজিবুর রহমান, মিতালি তাতে নতুন করে রং লাগিয়েছিল।

চিলাহাটিতেই ছিল বাংলাদেশের শুল্ক দপ্তরের কার্যালয়। মিতালি ওপারে ঢুকলে সেখানেই যাবতীয় যাচাইয়ের কাজ হত। চিলাহাটি বন্ধের সঙ্গে সঙ্গে সেই কার্যালয়টিও বন্ধ হয়ে গেল। বাংলাদেশ সূত্রের খবর, আপাতত ওই কার্যালয়ের কর্মীদেরও সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। ফলে মিতালি নিয়ে যে বাংলাদেশ আপাতত কোনও ভাবনাচিন্তা করছে না তা স্পষ্ট। চিলাহাটি দিয়ে এখন পর্যন্ত কোনওরকম বাণিজ্য শুরু হয়নি। সবটাই ছিল ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা। তবে বন্দর বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সব রাস্তাই বন্ধ হয়ে গেল বলেই মনে করছেন নর্থবেঙ্গল ইন্ডাস্ট্রিজ অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক সুরজিৎ পাল। তাঁর কথা, 'আমরা তো অনেক কিছুই ভেবেছিলাম। যাত্রীবাহী ট্রেনের পর পণ্যবাহী ট্রেন চালু হবে বলে আশায় ছিলাম। তা হলে হলদিবাড়ি হয়ে উঠত উত্তরবঙ্গের অন্যতম আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকেন্দ্র। দুই দেশের মধ্যে পণ্য পরিবহণের খরচও অনেক কমে যেত। সার্বিকভাবে বাণিজ্যের প্রসার ঘটত এবং আর্থিকভাবে আমরা উপকৃত হতাম। সেইসব পরিকল্পনা আপাতত ভেস্তে গেল। বাংলাদেশের রাজনৈতিক অস্থিরতা বন্ধ না হলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে না বলেই মনে হচ্ছে।'

চিনকে সহাবস্থানের আগাম বার্তা নরেন্দ্র মোদির

জোটবদ্ধ নয়াদিল্লি ও টোকিও

টোকিও, ২৯ অগাস্ট : আমেরিকার সঙ্গে শুল্ক যুদ্ধের আবহে নরেন্দ্র মোদির চলতি জাপান সফরে পাখির চোখ দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য। দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে বাণিজ্যের সমান্তরালে কোয়াড এবং আঞ্চলিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়গুলিও গুরুত্ব পেয়েছে বলে জানিয়েছেন সেদেশে ভারতের রাষ্ট্রদূত সিবি জর্জ।

অর্থনৈতিক টানাপোড়েনের জেরে ভারত ও আমেরিকার মধ্যে যে টানাপোড়েন চলছে তাতে কোয়াডের ভবিষ্যৎ নিয়েও জল্পনা ছড়িয়েছে। কোয়াড ভারতের মতো বড় সামরিক শক্তির সমর্থন হারালে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় চিনের প্রভাব ঠেকানো একরকম অসম্ভব। এই পরিস্থিতিতে কোয়াড সদস্য জাপান এবং তার প্রতিদ্বন্দ্বী চিন দু-পক্ষের কাছেই ভারতের সম্ভাব্য অবস্থান গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। শনিবার টোকিও থেকে চিনের উদ্দেশে যাত্রা করবেন মোদি। ৩১ অগাস্ট যোগ দেবেন সাংহাই কোঅপারেশন অর্গানাইজেশনে (এসসিও)। তার আগে জাপান থেকে চিন ইস্যুতে ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী। মোদি বলেন, 'বিশ্বের দুই বৃহত্তম দেশ ভারত ও চিনের মধ্যে স্থিতিশীল এবং বন্ধুত্বপূর্ণ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক শান্তি-সমৃদ্ধিতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।'

এদিন টোকিওয় দ্বিপাক্ষিক শিখর বৈঠকের পর দু'দেশের মধ্যে ৫টি মউ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ভারত ও জাপানের প্রধানমন্ত্রীরা। খনিজ, প্রযুক্তি হস্তান্তর, অপ্রচলিত শক্তিসম্পদের ব্যবহার, যৌথ মেকানিজম তৈরি সংক্রান্ত নথি হস্তান্তর করেছে দু'পক্ষ। পরে যৌথ সাংবাদিক বৈঠক করেন মোদি ও ইশিবা। প্রতিরক্ষা তথা আঞ্চলিক শান্তি এবং স্থিতাবস্থা রক্ষায় অভিন্ন নীতি অনুসরণের বার্তা দিয়েছেন তাঁরা।

প্রধানমন্ত্রী মোদিকে জাপানের ঐতিহ্যবাহী দারুমা পুতুল উপহার। শুক্রবার টোকিওয়।

সূত্রের খবর, মুম্বই-আহমেদাবাদের মধ্যে বহু প্রতীক্ষিত বুলেট ট্রেন পরিষেবা নিয়েও দুই শীর্ষনেতার মধ্যে আলোচনা হয়েছে। জাপানি ঋণ ও কারিগরি সহায়তায় চলা প্রকল্পটির মাধ্যমে ঘণ্টায় ৩২০ কিলোমিটার বেগে বুলেট ট্রেন চালানোর পরিকল্পনা রয়েছে। সাংবাদিক সম্মেলনে বুলেট ট্রেন প্রকল্পে ভারতকে সবরকম সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন ইশিবা। তিনি বলেন, 'ভারত ও জাপানের মধ্যে সম্পর্ক বহু প্রাচীন। জাপানের উন্নত প্রযুক্তি এবং ভারতের অসামান্য প্রতিভা একে অপরের পরিপূরক। আমাদের অর্থনৈতিক সহযোগিতা নাটকীয়ভাবে সম্প্রসারিত হয়েছে। অনেক জাপানি কোম্পানি মেক ইন ইন্ডিয়া উদ্যোগে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।'

প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেন, 'ভারত ও জাপানের সম্পর্ক শুধু দিল্লি ও টোকিওর মধ্যে সীমিত থাকবে না। এবার ভারতের বিভিন্ন রাজ্য এবং জাপানি প্রিফেক্সগুলি নিজেদের মধ্যে সম্পর্ক গড়ে তুলবে। এর ফলে পর্যটন, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান নতুন মাত্রা পাবে। ৫ লক্ষ নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে।' চন্দ্রযান-৫ মিশনে ইসরো ও জাপানের মহাকাশ সংস্থা জাক্সা একসঙ্গে কাজ করবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

টোকিওতে ভারত-জাপান ইকনমিক ফোরামে বক্তব্য রাখতে গিয়ে দু-দেশের আর্থিক সম্পর্ক জোরদার করার ওপর গুরুত্ব দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'জাপান সব সময় ভারতের বিকাশ যাত্রার গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার। জাপানি উৎকর্ষ এবং ভারতীয় দক্ষতা মিলে এক নিখুঁত অংশীদারিত্বের ভিত গড়তে পারে।' উৎপাদন, প্রযুক্তি, উদ্ভাবন, অপ্রচলিত শক্তিসম্পদের ব্যবহার, দক্ষতা বৃদ্ধি সহ ভবিষ্যতের সহযোগিতা ক্ষেত্রগুলিকে চিহ্নিত করাকে গুরুত্ব দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, সেমিকনডাক্টর, কোয়ান্টাম কম্পিউটার, জৈবপ্রযুক্তি, মহাকাশ গবেষণার মতো ক্ষেত্রে ভারত-জাপান যৌথ উদ্যোগের পক্ষে সওয়াল করেছেন তিনি।

তাঁর কথায়, 'ভারত আজ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা, নীতিগত স্বচ্ছতা এবং চড়া আর্থিক বৃদ্ধির পূর্বাভাস উপভোগ করছে। ভারত বিশ্বের দ্রুততম বিকাশশীল অর্থনীতি। খুব তাড়াতাড়ি এটি তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হবে। আজ পৃথিবী শুধু ভারতের দিকে তাকিয়ে রয়েছে তা নয়, তার ওপর নির্ভর করছে।' মোদি জানান, বর্তমানে বিশ্বের আর্থিক বৃদ্ধিতে ১৮ শতাংশ অবদান রয়েছে ভারতের।

যৌথ উদ্যোগ

- আঞ্চলিক স্থিতাবস্থা রক্ষায় অভিন্ন নীতি অনুসরণ
- চন্দ্রযান-৫ অভিযানে একজোট হয়ে কাজ করবে ইসরো ও জাক্সা
- ভারতে হাইস্পিড বুলেট ট্রেন প্রকল্প বাস্তবায়নে সাহায্যের আশ্বাস জাপানের
- কোয়াড এবং আঞ্চলিক নিরাপত্তায় গুরুত্ব
- দু'দেশের মধ্যে মউ স্বাক্ষর ও নথি হস্তান্তর
- ভারতের রাজ্য এবং জাপানি প্রিফেক্সগুলির মধ্যে সমন্বয় বৃদ্ধি
- কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, সেমিকনডাক্টর, কোয়ান্টাম কম্পিউটার, জৈব প্রযুক্তি, মহাকাশ গবেষণায় যৌথ উদ্যোগ

অতীনের বাড়িতে সিবিআইয়ের হানা

আরজি করের দুর্নীতি মামলার তদন্ত

কলকাতা, ২৯ অগাস্ট : আরজি করের আর্থিক দুর্নীতি মামলার তদন্তে কলকাতা পুরসভার ডেপুটি মেয়র অতীন ঘোষের বাড়িতে হানা দিল সিবিআই। শুক্রবার দুপুর ২টো ১৫ মিনিট নাগাদ তাঁর শ্যামবাজারের বাড়িতে পৌঁছোয় সিবিআইয়ের তিনটি গাড়ি। হাতে ফাইলপত্র নিয়ে তাঁর বাড়িতে ঢোকেন সিবিআই আধিকারিকরা। জানা গিয়েছে, আরজি কর কাণ্ডের সময় বিধায়ক অতীন আরজি করের রোগীকল্যাণ সমিতির সদস্য ছিলেন। মূলত রোগীকল্যাণ সমিতির বৈঠকে কী বিষয়ে আলোচনা হত তা জানতেই বিধায়কের বাড়িতে পৌঁছোন সিবিআই আধিকারিকরা। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরাও। তিন ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদ শেষে তাঁর বাড়ি থেকে বের হন তদন্তকারীরা।

অতীন বলেন, 'সিবিআইয়ের সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিয়েছি। আমি আরজি করের রোগীকল্যাণ সমিতির সদস্যপদে ছিলাম। সেখানে আমার ভূমিকা সীমিত ছিল। বছরে তিন-চারটে বৈঠক হত। ২০২২ সাল থেকে বৈঠকর শুরু হয়। ২০২৪ পর্যন্ত প্রায় ১২টি বৈঠক হয়েছে। তার মধ্যে ৮ থেকে ১০টিতে গিয়েছি।' হাইকোর্টের নির্দেশে আরজি কর আর্থিক দুর্নীতি মামলায় তদন্ত করছে সিবিআই। এই পদক্ষেপে অবশ্য সন্তুষ্ট অভয়ার পরিবার। অভয়ার বাবা বলেন, 'এতদিন পর অতীন ঘোষের নাম সামনে এসেছে। আমরা আগে থেকেই জানতাম। এখনও একজন বাকি রয়েছেন। তাঁর নামও প্রকাশ্যে আসবে।'

সিবিআইয়ের তল্লাশি চলার সময় বাড়ির বাইরে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা।

এর আগে শ্রীরামপুরের তৃণমূল বিধায়ক তথা আরজি কর কাণ্ডের সময় রোগীকল্যাণ সমিতির সভাপতি সুদীপ্ত রায়ের বাড়িতে ২৩ অগাস্ট হানা দিয়েছিল সিবিআই। তাঁর সিঁথির বাড়িতে তিন ঘণ্টা ধরে সুদীপ্তকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল। তার ছয় দিনের মাথায় কাশীপুর বেলগাছিয়ার বিধায়কের বাড়িতে যান তদন্তকারীরা। জানা গিয়েছে, বিএনএসএস ১৭৯ অনুযায়ী সাক্ষ্য হিসেবে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। আগে থেকেই তাঁকে নোটিশও দিয়েছিল সিবিআই।

তদন্তকারীরা বেরিয়ে যেতেই অতীন বলেন, 'বাড়িতে সিবিআই এসেছে বলে আমার কোনও খেদ নেই। আমার রাজনৈতিক চরিত্র কী আপনারা সবাই জানেন। ১৫ বছর ধরে কলকাতা পুরনিগমে স্বাস্থ্য বিভাগ সামলাচ্ছি। আমার বিরুদ্ধে কেউ কখনও আঙুল তুলতে পারেননি। ওদের যে উদ্দেশ্য থাকুক, আমি তাতে কিছু মনে করি না। কারণ আমি জানি, এতে আমার কোনও ভূমিকা নেই।'

আরজি করের রোগীকল্যাণ সমিতির সদস্যপদে থাকা নিয়ে তাঁর মন্তব্য, 'স্থানীয় বিধায়ক হিসেবে পদাধিকার বলে আমি সদস্য ছিলাম। এখনও সরকার আমাকে সদস্য রেখেছে। সরকারি প্রতিনিধি করেছে। এখন অধ্যক্ষ, এমএসভিপির মিটিংয়েও তো আমাকে যেতে হয়। সিবিআইয়ের সব প্রশ্নের উত্তর দিয়েছি।' ১৪ অগাস্ট আরজি করের ইমার্জেন্সি বিল্ডিংয়ে দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে ভাঙচুর চালানোর অভিযোগ ওঠে। এই প্রসঙ্গে বিধায়ককে বিঁধে অভয়ার বাবা বলেন, 'তাঁর নেতৃত্বে এই ঘটনা হতে পারে। তবে আর্থিক দুর্নীতি নিয়ে আমাদের বিশেষ কিছু বলার নেই।'

শিক্ষাকর্মী নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি এসএসসি'র

কলকাতা, ২৯ অগাস্ট : রাজ্যে নিয়োগের ক্ষেত্রে কিছুটা স্বস্তি মিলল। সরকারপোষিত ও সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত উচ্চমাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্কুলগুলিতে শুরু হচ্ছে শিক্ষাকর্মী নিয়োগ প্রক্রিয়া। শুক্রবার এই সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করল রাজ্য স্কুল সার্ভিস কমিশন।

এদিন এসএসসি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে জানায়, প্রথম রাজ্যস্তরের সিলেকশন টেস্ট বা এসএলএসটির মাধ্যমে নিয়োগ হবে গ্রুপ সি-র ক্লার্ক ও গ্রুপ ডি পদে। গ্রুপ সি-র ক্ষেত্রে শূন্যপদের সংখ্যা ২৯৮৯টি। গ্রুপ ডি-র ক্ষেত্রে শূন্যপদ ৫৪৮৮। মাধ্যমিক উত্তীর্ণরা আবেদন করতে পারবেন গ্রুপ সি'র পদে। অষ্টম শ্রেণির উত্তীর্ণরা আবেদনের সুযোগ পাবেন গ্রুপ ডি পদে। সর্বোচ্চ বয়সসীমা ৪০ বছর।

শুধুমাত্র অনলাইনে আবেদন করা যাবে এই পদগুলির জন্য। ১৬ সেপ্টেম্বর বিকেল ৫টা থেকে শুরু হবে এই আবেদন। আবেদনের শেষ সময় ৩১ অক্টোবর বিকেল ৫টা পর্যন্ত। আবেদনের ফি জমা দেওয়া যাবে ওইদিন রাত ১১টা ৫৯ মিনিট পর্যন্ত। এসএসসি জানিয়েছে, নিয়োগের বিষয়ে বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তি ও সম্পূর্ণ তথ্য ওই দিন থেকে পাওয়া যাবে নির্দিষ্ট ওয়েবসাইটে।

চাকরিহারা অমিত মণ্ডল বলেন, 'নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে ঠিকই, কিন্তু আমরা আশঙ্কা করছি যে শনিবার অযোগ্যদের তালিকা প্রকাশ হলে সেখানে আদৌ শিক্ষাকর্মীদের উল্লেখ থাকবে কি না। এমনিতেই আমাদের বেতন বন্ধ। আশা করব, অযোগ্য শিক্ষাকর্মীদের তালিকা প্রকাশ করা হবে।' এই পরীক্ষায় 'অযোগ্য' শিক্ষাকর্মীরা আবেদন করতে পারবেন না। চাকরিহারা বিক্রম পোলে বলেন, 'স্বস্তি খুব একটা পেয়েছি তা বলব না। যতক্ষণ না ৩১ অক্টোবর বিস্তারিত তথ্য পাচ্ছি, ততক্ষণ ধোঁয়াশায় থাকব।'

নতুন দায়িত্বে উর্জিত

নয়াদিল্লি, ২৯ অগাস্ট : নরেন্দ্র মোদি সরকারের সঙ্গে সন্ধি হয়ে গেল উর্জিত প্যাটেলের! রিজার্ভ ব্যাংকের এই প্রাক্তন গভর্নরকে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ)-এর কার্যনির্বাহী প্রধানের পদে তিন বছরের জন্য নিয়োগ করল কেন্দ্র।

রিজার্ভ ব্যাংকের ২৪তম গভর্নর ছিলেন উর্জিত। তিনি ২০১৬ সালে দায়িত্ব নিলেও মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই ২০১৮ সালে ব্যক্তিগত কারণে পদত্যাগ করেন।

রিজার্ভ ব্যাংকের গভর্নর থাকাকালীন উর্জিতের সঙ্গে মোদি সরকারের বিবাদ প্রকাশ্যে এসেছিল। কেন্দ্রের সঙ্গে রিজার্ভ ব্যাংকের যে তিনটি বিষয়ে বিরোধ দেখা দিয়েছিল, তার মধ্যে অন্যতম সরকারের হাতে থাকা সঞ্চিত অর্থ। সরকারের দাবি ছিল, ওই অর্থ ভোটের আগে উন্নয়নের কাজে লাগানো যেতে পারে। ব্যাংকগুলির বিপুল 'নন পারফর্মিং অ্যাসেট' (এনপিএ) এবং মূলধনের অভাব সংক্রান্ত বিধিনিষেধ নিয়েও কেন্দ্র আপত্তি করেছিল।

সারমেয়কে বাঁচানোর প্রাণপণ চেষ্টা... শুক্রবার অমৃতসরের আজনালে।

এসআইআর প্রসঙ্গে উত্তেজনা বৈঠকে

হস্তক্ষেপ মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিকের

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২৯ অগাস্ট : অতিরিক্ত প্রায় ১৪ হাজার বুথে নির্বাচন ইস্যুতে ডাকা সর্বদল বৈঠকে এসআইআর প্রসঙ্গ তুলে ধুন্ধুমার বাধাল বিজেপি-তৃণমূল। শুক্রবার মুখ্য নির্বাচনি দপ্তরে সর্বদল বৈঠকে রাজ্যে এসআইআর করতে হবে বলে বিজেপি দাবি করায় ফুঁসে উঠল তৃণমূল। প্রতিবাদে সরব বাম-কংগ্রেসও। শেষপর্যন্ত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে হস্তক্ষেপ করতে হল মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক মনোজ আগরওয়ালকে। সর্বদল বৈঠককে ঘিরে এধরনের পরিস্থিতি রাজ্যের নির্বাচনি দপ্তরে খানিকটা নজিরবিহীন বলেই দাবি করেছেন পর্যবেক্ষকরা।

১২০০ ভোটার পিছু বুথের লক্ষ্যমাত্রা বেঁধে দিয়েছে কমিশন। তার ফলে গোটা রাজ্যে মোট ১৩,৮১৬টি নতুন বুথ হচ্ছে। ইতিমধ্যেই সেই বুথগুলির সম্পর্কে সমস্ত রাজনৈতিক দলকে জানিয়ে মতামত চেয়েছে কমিশন। তার ভিত্তিতে জেলাস্তরে সর্বদল বৈঠকও হয়েছে। সেই বৈঠকে রিপোর্টের ভিত্তিতে এদিন রাজ্যস্তরে ৮টি স্বীকৃত রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠক করেন মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক। সিইও জানিয়েছেন, প্রায় ৯৭ শতাংশ অতিরিক্ত বুথের বিষয়ে এদিনও কোনও আপত্তি ওঠেনি। তৃণমূলের দাবি, বুথ ভাঙলে তা একই ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের মধ্যেই রাখতে হবে। সিপিএমের দাবি, বুথ ভাঙা নিয়ে আপত্তি বাতিল করলে তার কারণও জানাতে হবে কমিশনকে।

এরপরই বিজেপির তরফে রাজ্যের অন্যতম সাধারণ সম্পাদক জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় আচমকাই এসআইআর প্রসঙ্গ তোলেন। জগন্নাথ বলেন, 'রাজ্যে ভোটার তালিকা সংশোধনে এসআইআর করতে হবে।' বিজেপি এই দাবি তোলার পরই রীতিমতো 'রে রে' করে তেড়ে ওঠেন তৃণমূলের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, সাংসদ পার্থ ভৌমিকরা। বাম-কংগ্রেসও এর প্রতিবাদ করে। বাদানুবাদে এতটাই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে যে, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে হস্তক্ষেপ করতে হয় সিইওকে। তিনি জানিয়ে দেন, 'বৈঠকের আলোচ্য সূচিতে এসআইআরের কোনও উল্লেখ নেই।' বৈঠকের পর অরূপ বিশ্বাস বলেন, 'এখানে এসআইআর হবে না। বিজেপি উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে এসআইআরের মাধ্যমে ভোটার তালিকা থেকে নাম কাটার জন্য কমিশনকে হাতিয়ার করছে।'

নির্বাচন কমিশনে সর্বদলীয় বৈঠকে তৃণমূল, বিজেপি, সিপিএম, কংগ্রেস।

কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা বুকে 'নো এসআইআর' লেখা প্ল্যাকার্ড ঝুলিয়ে বৈঠকে ঢোকেন। বিজেপির এসআইআর দাবির প্রতিবাদে আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'ভোটার তালিকা সংশোধনের জন্য এসআইআরের দরকার পড়ে না। আমাদের নেতা রাহুল গান্ধি ইতিমধ্যেই প্রমাণ করে দিয়েছেন কমিশনের মাধ্যমে ভোট চুরি করছে বিজেপি। সেই ভোট চুরি যাতে এরাজ্যে না হয় তা নিশ্চিত করতে হবে কমিশনকে।'

সিপিএমের শমীক লাহিড়ির মতে, 'এটা তৃণমূল-বিজেপির পুরোনো খেলা। বুথ সংক্রান্ত আলোচনায় অযাচিতভাবে এসআইআরকে টেনে আনার প্রয়োজন ছিল না। বিহারে ৯৮ শতাংশের বেশি ভোটারকে খুঁজে পাওয়া গিয়েছে। কমিশনই বলছে।'

তবে একটি ইস্যুতে সর্বদল বৈঠকে তৃণমূল ছাড়া বাম-বিজেপি-কংগ্রেস কার্যত এক সুর। এদিনের বৈঠকে বাম-কংগ্রেস-বিজেপি প্রত্যেকেই আলাদা আলাদা ভাবে ডিইও-দের (জেলা শাসক) বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন। সর্বদল বৈঠকে রাজনৈতিক দলগুলির মতামত নিয়ে ডিইও-রা সিইও-কে যে রিপোর্ট পাঠিয়েছেন তাকে মিথ্যা ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে দাবি করেছেন।

যদিও সিইও বলেন, 'বিজেপির তরফে হাজার খানেক বুথের বিষয়ে আপত্তি জানানো হয়েছে। বাকিরাও কিছু অভিযোগ জানিয়েছে। ৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সব রাজনৈতিক দলকে তাদের দাবি ও আপত্তি নিয়ে লিখিতভাবে অভিযোগ জানাতে বলেছি। সেই অভিযোগ পেলে তা খতিয়ে দেখে ডিইও-দের ফের রিপোর্ট দিতে হবে।' ভোটার তালিকা থেকে মৃত ভোটারদের নাম কাটা নিয়ে শুধু মৌখিকভাবে অভিযোগই নয়, কমিশনের নির্দিষ্ট ফর্মে তা জানাতে হবে।

কেন্দ্রের কাছে জবাব চাইল সুপ্রিম কোর্ট

বাংলা বললেই কি বাংলাদেশি

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২৯ অগাস্ট : বাংলাদেশে পুশব্যাক ইস্যুতে কেন্দ্রকে বিঁধল সুপ্রিম কোর্ট। শুক্রবার বিচারপতি সূর্য কান্ত ও বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর বেঞ্চের তীক্ষ্ণ প্রশ্ন, 'শুধুমাত্র বাংলা ভাষায় কথা বলার অপরাধে কাউকে বাংলাদেশি বলে আটক করে সীমান্ত পেরিয়ে পাঠানো কি আইনসম্মত?' এর পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা অন্তঃসত্ত্বা সোনালি বিবিকে বাংলাদেশে পুশব্যাক করার ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কলকাতা হাইকোর্টে যে হেবিয়াস কর্পাস মামলা দায়ের করা হয়েছে, দ্রুত তার শুনানি করতেও বলেছে শীর্ষ আদালত।

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ ও পর্যবেক্ষণকে স্বাগত জানিয়ে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'সীমান্ত রাজ্য হিসেবে বাংলার ঐতিহাসিক ভূমিকা স্বীকার করে প্রজন্মের পর প্রজন্মে বাংলা কীভাবে আশ্রয়, ভরসা ও সংস্কৃতির আশ্রয়স্থল হয়েছে তার স্বীকৃতি দেশের সর্বোচ্চ আদালতে মিলেছে। সুপ্রিম কোর্ট হাইকোর্টকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে পরিযায়ী শ্রমিকদের আবেদনটিতে শুনানির নির্দেশ দিয়েছেন।' তৃণমূলনেত্রীর কথায়, 'বাংলার অনন্য অবস্থান নিয়ে এই সর্বোচ্চ স্বীকৃতি বাংলাভাষী অসংখ্য পরিযায়ী শ্রমিককে আশা জাগাবে। আমাদের দেশে নানা প্রান্তে শ্রম ও ত্যাগস্বীকার করতে থাকা পরিবারগুলি এবার একটু আশার আলো দেখছেন।'

এদিনের শুনানিতে বীরভূমের আদি বাসিন্দা সোনালি বিবিকে দিল্লির রোহিনী থেকে আটক করে বাংলাদেশে ফেরত পাঠানোর ঘটনা তুলে ধরেন আইনজীবী প্রশান্ত ভূষণ। তিনি বলেন, 'এই মহিলা অন্তঃসত্ত্বা, তাঁকে জোর করে পুশ আউট করা হয়েছে বাংলাদেশে। সেখানকার কর্তৃপক্ষ তাঁকে গ্রেপ্তার করেছেন, বলেছেন উনি নাকি ভারতীয়। তাহলে এই মহিলা এখন কী করবেন?' তিনি বলেন, 'ফরেনার্স অ্যাক্ট বিদেশিদের জন্য প্রযোজ্য, সন্দেহভাজন বিদেশিদের জন্য নয়।'

এক সপ্তাহের মধ্যে কেন্দ্রকে এই ব্যাপারে বিস্তারিত জবাব দিতে বলা হয়েছে। কীসের ভিত্তিতে তাঁকে পুশব্যাক করা হল? নির্দিষ্ট ভাষা বললেই কি ভিনদেশি বলে ধরে নেওয়া হচ্ছে? এই ব্যাপারে কেন্দ্রের কাছে এসওপি চেয়েছে শীর্ষ আদালত। এদিন শুনানির সময় বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী জানতে চান, 'কোনও একটি নির্দিষ্ট ভাষায় কথা বললেই কি তাঁকে বিদেশি বলা হবে?' বিচারপতি সূর্য কান্তও জানতে চান, 'বাংলায় কথা বললেই কি তাঁকে বাংলাদেশি হিসেবে ধরা হচ্ছে?' যদিও সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা সেই অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে জানান, 'মিডিয়ার খবর সঠিক নয়। ভারত কোনওভাবেই অবৈধ বসবাসকারীদের রাজধানী হতে পারে না। সিস্টেমেটিক অনুপ্রবেশ হচ্ছে, বড় একটি চক্র কাজ করছে। কেউ ভারতীয় হলে প্রমাণ নিয়ে আদালতে আসা উচিত।' এর পালটা যুক্তি দেন মামলাকারী সংগঠন পশ্চিমবঙ্গ পরিযায়ী শ্রমিক কল্যাণ পর্ষদ-এর আইনজীবী প্রশান্ত ভূষণ। তাঁর বক্তব্য, 'কেন্দ্র বা বিএসএফ বাংলায় কথা বললেই কাউকে বাংলাদেশি আখ্যা দিয়ে পুশব্যাক করছে। কোনও প্রমাণ যাচাই না করেই এ ধরনের পদক্ষেপ আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি করছে।' উভয় পক্ষের সওয়াল-জবাব শোনার পরে বিচারপতি সূর্য কান্তের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ নোটিশ জারি করে এক সপ্তাহের মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারকে জবাব দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। তবে বিচারপতি সূর্য কান্ত বলেছেন, 'একটা শ্রেণি যদি জোর করে দেশে ঢোকার চেষ্টা করে, অবশ্যই ব্যবস্থা নিন। কিন্তু যাঁরা আগে থেকে এখানে আছেন, তাঁদের কাছ থেকে ভারতীয় নাগরিকত্বের প্রমাণ সংগ্রহ করুন।' বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর মন্তব্য, 'দেশের নিরাপত্তা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনই সাধারণ সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারও বিবেচনায় রাখতে হবে।'

> সীমান্ত রাজ্য হিসেবে বাংলার ঐতিহাসিক ভূমিকা স্বীকার করে প্রজন্মের পর প্রজন্মে বাংলা কীভাবে আশ্রয়, ভরসা ও সংস্কৃতির আশ্রয়স্থল হয়েছে তার স্বীকৃতি দেশের সর্বোচ্চ আদালতে মিলেছে।
>
> **মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়**

শোভন-রত্নার বিচ্ছেদ মামলা খারিজ

কলকাতা, ২৯ অগাস্ট : 'আইনে যাই হোক, বৈশাখীর সঙ্গেই থাকব', বিবাহবিচ্ছেদ মামলা খারিজ হয়ে যাওয়ার পরে জানালেন শোভন চট্টোপাধ্যায়। নিম্ন আদালতের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে যাওয়ারও প্রস্তুতিও নিচ্ছেন কলকাতার প্রাক্তন মেয়র। স্ত্রী রত্না চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদ চেয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন শোভন। ৮ বছর ধরে মামলা চলার পর শুক্রবার আবেদন খারিজ করে দেন বিচারক। বিবাহবিচ্ছেদ বা একত্রবাসের সুযোগই পেলেন না দুজন। ফলে এখনও শোভনের আইনত স্ত্রী বেহালা পূর্বের বিধায়ক রত্না।

শোভনের ছেলে ঋষি বন্দ্যোপাধ্যায় বাবার উদ্দেশে বললেন, 'প্লিজ পাপা, কাম ব্যাক পাপা। নাথিং ইজ টু লেট। উই উইল ফিক্স ইট।'

মামলার রায়ে অবশ্য নিজের জয় দেখছেন রত্না। তিনি বলেন, 'পুরুষতান্ত্রিক সমাজে মহিলাদের অনেক সময় ক্ষমতার কাছে হেরে যেতে হয়। আমি সব নারীর হয়ে সেই জয় পেয়েছি।' কিন্তু শোভন জানান, রত্নার সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের এখনও যতটুকু আইনি বাধ্যবাধকতা রয়েছে তা কাটাতে যতদূর প্রয়োজন ততদূর যাবেন। ইতিমধ্যেই ফোনে আইনজীবীদের সঙ্গে পরামর্শও সেরে ফেলেছেন তিনি। তাঁর তুলে ধরা কারণগুলি বিবাহবিচ্ছেদের জন্য যথেষ্ট বলে মনে করছেন তিনি।

কুকথার অভিযোগে ধুন্ধুমার বিহারে

পাটনা, ২৯ অগাস্ট : রাহুল গান্ধির ভোটার অধিকার যাত্রা চলাকালীন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং তাঁর প্রয়াত মা সম্পর্কে কুকথা বলার অভিযোগ ঘিরে শুক্রবার ধুন্ধুমার হল বিহারে। পাটনায় প্রদেশ কংগ্রেস দপ্তর ঐতিহাসিক 'সদাকত আশ্রম'-এ এদিন চড়াও হন একদল বিজেপি নেতা-কর্মী-সমর্থক। তাঁদের হাতে ছিল বিজেপির পতাকা এবং লাঠি। ওই দলে ছিলেন বিহারের মন্ত্রী নীতিন নবীন।

রাহুল গান্ধি শাসক শিবিরের আক্রমণ এবং বিজেপির হামলার ঘটনায় বিন্দুমাত্র বিচলিত নন। তিনি এক্সে লিখেছেন, 'সত্য এবং অহিংসার সামনে অসত্য এবং হিংসা টিকতেই পারবে না। যত খুশি মারুন, ভাঙচুর করুন, আমরা সত্য ও সংবিধান রক্ষা করে যাব। সত্যমেব জয়তে।' বিজেপির মারমুখী কর্মী, সমর্থকদের মোকাবিলায় তখন পালটা রাস্তায় নামেন কংগ্রেস কর্মীরা। তাঁদের হাতেও ছিল দলীয় পতাকা। রীতিমতো লাঠালাঠি শুরু হয়ে যায় দুই দলের সদস্যদের মধ্যে। মারামারিতে দু-পক্ষেরই বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন। বুধবার দ্বারভাঙায় রাহুল গান্ধির জনসভার পর তাঁর মঞ্চ থেকেই প্রধানমন্ত্রী এবং তাঁর প্রয়াত মাকে কুকথা বলার অভিযোগ ওঠে এক স্থানীয় কংগ্রেস নেতার বিরুদ্ধে। শুক্রবার সকালে মহম্মদ রিজভি ওরফে রাজা নামে এক তরুণকে গ্রেপ্তারও করেছে পুলিশ।

লোকসভার বিরোধী দলনেতাকে নিশানা করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা বলেন, 'আমি রাহুল গান্ধিকে আর্জি জানাতে চাই, যদি ওঁর মধ্যে এতটুকুও লজ্জা থেকে থাকে তাহলে ওঁর উচিত, মোদিজি, তাঁর প্রয়াত মা এবং দেশের মানুষের কাছে ক্ষমা চেয়ে নেওয়া।'

ঊর্ধ্বমুখী জিডিপি

নয়াদিল্লি, ২৯ অগাস্ট : যাবতীয় পূর্বাভাসকে টেক্কা দিল ভারতের জিডিপি বৃদ্ধির বাস্তব হার। শুক্রবার প্রকাশিত ন্যাশনাল স্ট্যাটিস্টিকস অফিসের রিপোর্ট বলছে, ২০২৫-'২৬ অর্থবর্ষের প্রথম ত্রৈমাসিকে (এপ্রিল-জুন) দেশের জিডিপি বৃদ্ধির হার ছিল ৭.৮ শতাংশ। গত অর্থবর্ষের এই সময়ের চেয়ে যা ১.৩ শতাংশ বেশি। বিভিন্ন পর্যবেক্ষক সংস্থা চলতি অর্থবর্ষে ভারতের জিডিপি বৃদ্ধির হার ৬.৩ শতাংশ থেকে ৭ শতাংশের মধ্যে থাকবে বলে পূর্বাভাস জারি করেছিল।

রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার পূর্বাভাস অনুযায়ী এই হার ৬.৫ শতাংশ হওয়ার কথা। কিন্তু বাস্তবে সব পূর্বাভাসকে ভুল প্রমাণ করেছে ভারতের জিডিপি।

অর্থনীতিবিদদের বড় অংশের ধারণা ছিল ট্রাম্পের শুল্কনীতির প্রভাবে (যদিও প্রথম ত্রৈমাসিকে ভারতীয় পণ্যে ৫০ শতাংশ শুল্ক কার্যকর হয়নি) ভারতের আর্থিক অগ্রগতি ব্যাহত হবে। ৭ শতাংশের নীচে থাকবে জিডিপির বৃদ্ধি। বাস্তব চিত্র অবশ্য অন্য কথা বলছে।

পর্যবেক্ষকদের একাংশের মতে, ভারতের বিশাল অভ্যন্তরীণ বাজার এবং আমেরিকার পাশাপাশি ২০০টির বেশি দেশে পণ্য ও পরিষেবা রপ্তানি অর্থনীতির ভিত পোক্ত করেছে। দেশের অর্থনীতি যে আমেরিকায় রপ্তানি নির্ভর নয়, এপ্রিল-জুনের জিডিপি বৃদ্ধির হার সেদিকে ইঙ্গিত করছে।

অগাস্ট মাসের বিষয় : মুখছবি

ভরসা

প্রথম : দুর্জয় রায়
(ধূপগুড়ি, জলপাইগুড়ি) নিকন ডি৭৫০

লড়াই

দ্বিতীয় : বনশ্রী বাড়ই
(গয়েরকাটা, জলপাইগুড়ি) ভিভো ভি২৯

উঁকি

তৃতীয় : সৌমিক সাহা
(ইন্দ্রনারায়ণপুর আউট কলোনি, গঙ্গারামপুর) নিকন জেড৬ ২

নির্মল

চতুর্থ : রিপন সাহা
(সাহাপাড়া, গঙ্গারামপুর) নিকন জেড৫

অমলিন

পঞ্চম : গৌরব বিশ্বাস
(শান্তিপাড়া, জলপাইগুড়ি) সোনি এ৬৩০০

চিন্তা

ষষ্ঠ : ডাঃ শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়
(মাটিগাড়া, শিলিগুড়ি) নিকন ডি৭০০০

নিষ্পাপ

সপ্তম : অতনু বণিক
(এনএন রোড বাই লেন, কোচবিহার) ক্যানন ইওএস ৮০ডি

তৃপ্ত

অষ্টম : চন্দন দাস
(ভাটিবাড়ি, আলিপুরদুয়ার) নিকন জেড৬ ২

বহুরূপী

নবম : অমিতাভ সাহা
(দেবীবাড়ি, কোচবিহার) নিকন ডি৭০০০

অদ্ভুত

দশম : অরিজিৎ ভদ্র
(ধলদিঘি উত্তরপাড়, গঙ্গারামপুর) ক্যানন ইওএস ৬০০ডি

মায়াবিনী

একাদশ : ধনঞ্জয় সরকার
(পলাশবাড়ি, আলিপুরদুয়ার) ক্যানন ইওএস ২০০ডি ২

প্রাজ্ঞ

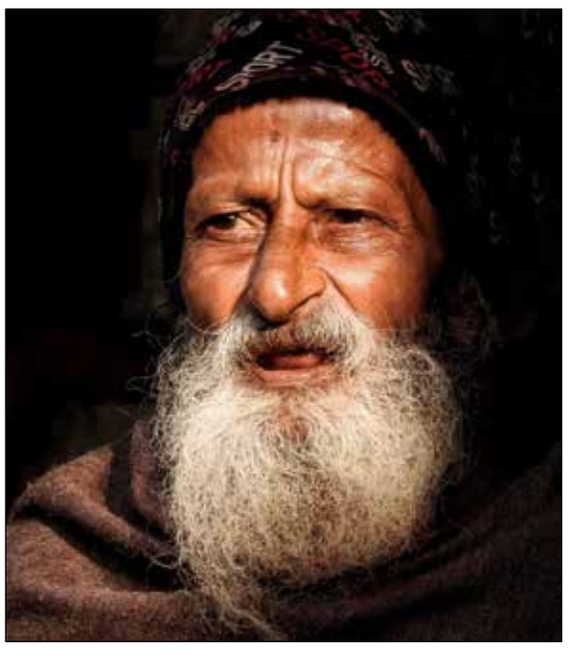

দ্বাদশ : চন্দ্রাণী সরকার
(উত্তর ভারতনগর, শিলিগুড়ি) নিকন কুলপিক্সপি৯০০

চিত্র চরিত্র
আলোকচিত্র প্রতিযোগিতা

আরও যাঁরা ছবি পাঠিয়েছেন

আরিফ আলম, প্রণয় সরকার, শুভঙ্কর ভাদুড়ি, অনীক সান্যাল, অর্ক চক্রবর্তী, কুন্দশুভ্র চক্রবর্তী, নির্মাল্য দাস, কৌশিক পাল, দীপাঞ্জয় ঘোষ, বুদ্ধদেব রায়, শৌর্যদীপ সাহা, কৃষ্ণা দাস, অভিজিৎ পাল, সুভম শর্মা, মাধবকুমার রায়, শুভ্রজ্যোতি রায়, জয়াশিস বণিক, সর্বাত্রিক দে, শ্রেয়া সিনহা, অভিরূপ ভট্টাচার্য, দীপঙ্কর বর্মন, পয়মন্তী সাহা, পিয়ালি দাস, অর্পিতা সাহা, দুর্জয় বর্মন, ইরফান আহমেদ, সৌরভ রক্ষিত, কোয়েল গোপ, মণীশ দত্ত, ঝুলন চৌধুরী, বিমল দেবনাথ, মৈনাক কর্মকার, গৌরব ঠাকুর, অনুপম চৌধুরী, দীপক অধিকারী, কৌশিক দাম, পল্লব বর্মন, দীপঙ্কর দেবনাথ, বিক্রম কর্মকার, সৌম্যকমল গুহ, সুদীপ্ত মৈত্র, দুর্বার সান্যাল, ইন্দ্রজিৎ সরকার ও শাহিদ জামান।

চণ্ডীগড়ে একাই এশিয়া কাপের প্রস্তুতি শুরু করে দিলেন শুভমান গিল।

বোর্ডের কার্যনির্বাহী সভাপতি রাজীব

সিওএ-তে আজ অনুশীলনে গিল

বেঙ্গালুরু, ২৯ অগাস্ট : তিনি এখন অনেকটা সুস্থ। আর সুস্থ হওয়ার পরই জিম করা শুরু করেছেন। আজ চণ্ডীগড়ে ব্যাট হাতে নেটেও দেখা গিয়েছে ভারতীয় টেস্ট দলের অধিনায়ক শুভমান গিলকে।

চণ্ডীগড় সহ উত্তর ভারতের বিরাট অংশে এখন টানা বৃষ্টি হচ্ছে। আর সেই বৃষ্টির কারণেই অনুশীলন শুরু করলেও সমস্যায় পড়েছেন শুভমান। সমস্যা মেটাতে আজ রাতেই তিনি চণ্ডীগড় থেকে বেঙ্গালুরু পৌঁছে গিয়েছেন বলে খবর। আগামীকাল থেকে বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে অনুশীলন শুরু করবেন গিল।

এশিয়া কাপের লক্ষ্যে অনুশীলন শুরুর পর শুভমানের ফিটনেস পরীক্ষাও হবে বলে জানা গিয়েছে। যদিও ঠিক কবে শুভমানের ফিটনেস পরীক্ষা হবে, রাত পর্যন্ত স্পষ্ট নয়। বিলেত সফর শেষে দেশে ফিরে পরিবারের সঙ্গে সময় কাটাচ্ছিলেন শুভমান। বিশ্রামের মাঝেই তিনি ভাইরাল জ্বরে আক্রান্ত হন। জ্বরের কারণে তিনি এতটাই কাহিল হয়ে পড়েছিলেন যে, চলতি দলীপ ট্রফি থেকেও নিজেকে সরিয়ে নেন টিম ইন্ডিয়ার টেস্ট অধিনায়ক। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছিল, সোমবার চণ্ডীগড় থেকে বেঙ্গালুরু হাজির হবেন শুভমান। মঙ্গলবার থেকে তিনি অনুশীলন শুরু করবেন সিওএ-তে। বাস্তবে সেটা হয়নি। সুস্থ হয়ে ওঠার পর আজ রাতেই বেঙ্গালুরুতে শুভমান পৌঁছে গিয়েছেন বলে খবর। কাল থেকে সিওএ-তে তাঁর অনুশীলনের দিকেও নজর থাকবে ভারতীয় ক্রিকেটমহলের।

এদিকে, আজ সর্বভারতীয় এক দৈনিকে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সভাপতি রজার বিনিকে নিয়ে একটি বিশেষ প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। সেখানে জানানো হয়েছে, সম্প্রতি বোর্ড সভাপতি পদের দায়িত্ব ছেড়েছেন বিনি। ৭০ বছর বয়স হয়ে যাওয়ার কারণেই তাঁর এমন সিদ্ধান্ত। বিনির বদলে বোর্ডের অন্তর্বর্তীকালীন সভাপতির দায়িত্ব নিয়েছেন সহ সভাপতি রাজীব শুক্লা। বার্ষিক সাধারণ সভা না হওয়া পর্যন্ত রাজীবই বোর্ড সভাপতির দায়িত্ব পালন করবেন। সভাপতি পদ থেকে বিনির সরে দাঁড়ানোর পর প্রশ্ন উঠে গিয়েছে, বিসিসিআই কি জাতীয় ক্রীড়া বিল মানছে না? আপাতত এই প্রশ্নের জবাব পাওয়া যায়নি। ফলে নয়া বিতর্ক শুরু হয়েছে।

ফাইনালে ছন্দে ছিলাম না : নীরজ

জুরিখ, ২৯ অগাস্ট : ডায়মন্ড লিগের ফাইনালে আবারও রানার্স নীরজ চোপড়া। বৃহস্পতিবার জুরিখের লেৎজিগ্রান্ড স্টেডিয়ামে শেষ প্রচেষ্টায় ৮৫.০১ মিটার দূরত্ব অতিক্রম করল নীরজের জ্যাভলিন। বলা ভালো তাতেই কোনওক্রমে সম্মান রক্ষা করলেন তিনি। খুব স্বাভাবিকভাবেই নিজের এই পারফরমেন্সে একেবারেই সন্তুষ্ট হতে পারেননি ভারতের তারকা জ্যাভলিন থ্রোয়ার। জুরিখের পারফরমেন্স ভুলে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে ফোকাস করতে চাইছেন তিনি।

ডায়মন্ড লিগ ফাইনালের পর নীরজ বলেছেন, 'আমার জন্য দিনটা কঠিন ছিল। এমন সময় আসে। ফাইনালে সেরা ছন্দে ছিলাম না। রানআপও ঠিকঠাক হচ্ছিল না। তবুও শেষ প্রচেষ্টায় আমার থ্রো ৮৫ মিটারেরও বেশি দূরত্ব অতিক্রম করেছে।' সামনেই বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ। তার আগে ছন্দে ফিরতে মরিয়া নীরজ। বলেছেন, 'বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের আগে হাতে এখনও তিন সপ্তাহ সময় আছে। ওখানে যে কোনও মূল্যে আমার সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করব।' ডায়মন্ড লিগের ফাইনালের আগেই নীরজ বলেছিলেন খেতাবি লড়াইয়ে তাঁর সবচেয়ে কঠিন এবং শক্তিশালী প্রতিপক্ষ জামানির জুলিয়ান ওয়েবার। ৯১.৫১ মিটার থ্রোয়ে প্রথম স্থান অর্জন করেছেন সেই ওয়েবারই।

রোহিতের ফিটনেস পরীক্ষা ১৩ সেপ্টেম্বর

মুম্বই, ২৯ অগাস্ট : টি২০ ও টেস্টের দুনিয়ায় তিনি এখন প্রাক্তন। কিন্তু একদিনের ক্রিকেটে এখনও বর্তমান রোহিত শর্মা। তিনিই টিম ইন্ডিয়ার একদিনের দলের অধিনায়কও।

আগামী অক্টোবরে ভারতীয় ক্রিকেট দল ওডিআই ও টি২০ সিরিজ খেলতে অস্ট্রেলিয়া সফরে যাচ্ছে। সেখানেই বহুদিন পর জাতীয় দলের জার্সিতে রোহিতকে দেখা যাবে। কিন্তু তার আগে টিম ইন্ডিয়ার একদিনের অধিনায়ককে ফিটনেস ও ব্রঙ্কো পরীক্ষা দিতে হবে। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড সূত্রে আজ এমনই তথ্য জানা গিয়েছে। সব ঠিকমতো চললে আগামী ১২ সেপ্টেম্বর রাতে মুম্বই থেকে বেঙ্গালুরু পৌঁছানোর কথা হিটম্যানের। ১৩ সেপ্টেম্বর বিসিসিআইয়ের সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে রোহিতের ফিটনেস পরীক্ষা হবে বলে খবর। সেই সময় বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে দলীপ ট্রফির ফাইনাল চলবে। ১১-১৫ সেপ্টেম্বর নির্ধারিত রয়েছে দলীপের ফাইনাল। তবে তার জন্য রোহিতের ফিটনেস পরীক্ষার সমস্যা হবে না। জানা গিয়েছে, অন্তত দুই-তিন দিন বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে থাকবেন রোহিত। ফিটনেস পরীক্ষার পাশাপাশি তাঁর ব্রঙ্কো টেস্টও হবে। সফল হলে তবেই রোহিতকে টিম ইন্ডিয়ার মিশন অস্ট্রেলিয়ার জন্য বিবেচনা করা হবে।

গৌতম গম্ভীর টিম ইন্ডিয়ার দায়িত্ব নেওয়ার পর ভারতীয় ক্রিকেটারদের নিয়মিত ফিটনেস পরীক্ষা ও ঘরোয়া ক্রিকেট খেলা বাধ্যতামূলক হয়েছে। আগেই টি২০ ও টেস্ট থেকে অবসর নেওয়া রোহিত আইপিএলের পর থেকেই খেলার মধ্যে নেই। ফলে তাঁর ফিটনেস পরীক্ষার পাশে ব্রঙ্কো টেস্টও হবে বলে খবর। বোর্ডের একটি সূত্র আজ সংবাদ সংস্থা পিটিআই-কে জানিয়েছে, 'বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে ১৩ সেপ্টেম্বর রোহিতকে ফিটনেস পরীক্ষার জন্য ডাকা হয়েছে। সেই সময় রোহিতকে দুই-তিন দিন সেখানে থাকতে হবে। ব্রঙ্কো পরীক্ষাও হবে ওর।' রোহিত মুম্বইয়ে থাকলেও বিরাট কোহলি এখন লন্ডনে। তিনিও অস্ট্রেলিয়া সফরের আগে বেঙ্গালুরুতে হাজির হয়ে ফিটনেস পরীক্ষা দেবেন কি না, স্পষ্ট নয়। তবে এমন সম্ভাবনা এখনই উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।

আলাদাভাবে দুবাই যেতে পারেন সূর্যরা

মুম্বই, ২৯ অগাস্ট : সাম্প্রতিক অতীতে কখনও হয়নি। অনেক বছর আগেও এমনটা হয়েছে কিনা, মনে করা যাচ্ছে না।

ভারতীয় ক্রিকেট দল কোনও প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে দেশ থেকে রওনা হচ্ছে। কিন্তু দল হিসেবে একসঙ্গে যাওয়া হচ্ছে না। বরং বেশিরভাগ ক্রিকেটারই তাঁদের নিজেদের শহর থেকে দুবাইয়ের বিমানে উঠছেন, এমন চমকপ্রদ তথ্য আজ সামনে এসেছে।

৯ সেপ্টেম্বর থেকে দুবাইয়ে শুরু হচ্ছে এশিয়া কাপের আসর। ৪ সেপ্টেম্বর টিম ইন্ডিয়ার দুবাই পৌঁছানোর কথা। পরদিন থেকে মরুদেশে চারদিনের প্রস্তুতি শিবির হবে। সাধারণত, মুম্বই অথবা দিল্লি থেকে জাতীয় দল একসঙ্গে রওনা হয়। বহুদিনের সেই প্রথা এশিয়া কাপের লক্ষ্যে বদলে যাচ্ছে। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের একটি বিশেষ সূত্রের দাবি, যাতায়াতের খরচ কমানোর লক্ষ্যেই এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। মনে করা হচ্ছে, পুরো দলকে একসঙ্গে মুম্বই অথবা দিল্লি নিয়ে এসে সেখান থেকে একসঙ্গে দুবাই পাঠানোর যে খরচ, তার তুলনায় অনেক কম হবে

এশিয়া কাপে হয়তো স্পনসরহীন জার্সি

যদি স্কোয়াডে থাকা বিভিন্ন ক্রিকেটার নিজেদের শহর থেকেই দুবাই উড়ে যান। এমনটা হলে ব্যয় কমবে। কিন্তু কেন এমন ভাবনা বোর্ডের?

খোঁজ নিয়ে জানা গিয়েছে, অনলাইন গেমিং সংস্থা ভারতে নিষিদ্ধ হওয়ার পর টিম ইন্ডিয়ার জার্সির মূল স্পনসর তাদের দায়িত্ব থেকে সরে গিয়েছে। এখনও নয়া স্পনসর পাওয়া যায়নি। এশিয়া কাপে আদৌ পাওয়া যাবে কিনা, রয়েছে ঘোরতর সংশয়। বেশ কয়েকটি বহুজাতিক সংস্থা বোর্ডের সঙ্গে চুক্তির ব্যাপারে আগ্রহ দেখালেও এখনও কিছুই চূড়ান্ত নয়। এমন অবস্থায় বিসিসিআইয়ের একটি সূত্র মারফত আজ জানা গিয়েছে, এশিয়া কাপে সূর্যকুমার যাদবদের জার্সিতে হয়তো কোনও স্পনসর থাকবে না। স্পনসরহীন হয়ে টিম ইন্ডিয়া বাইশ গজে খেলতে নামছে, তাও বিদেশের মাটিতে- এমন ঘটনাও বিরল। আচমকা স্পনসর নিয়ে জটিলতা তৈরি হওয়ার কারণেই বিসিসিআই কর্তারা সাময়িকভাবে ব্যয় কমানোর পথে হাঁটছেন বলে খবর। যার উদাহরণ, দেশের বিভিন্ন শহর থেকে টিম ইন্ডিয়ার সদস্যদের দুবাই যাত্রার পরিকল্পনা।

তৃতীয় রাউন্ডে ওঠার পর জানিক সিনার।

মসৃণ জয় সিনারের

নিউ ইয়র্ক, ২৯ অগাস্ট : ইউএস ওপেন খেতাব ধরে রাখার পথে দারুণ ছন্দে এগোচ্ছেন জানিক সিনার। দ্বিতীয় রাউন্ডেও মসৃণ জয় ছিনিয়ে নিলেন সিনার। অ্যালেক্সেই পপিরিনকে স্ট্রেট সেটে উড়িয়ে দিলেন প্রতিযোগিতার শীর্ষ বাছাই। নিজে এতটাই নিখুঁত খেললেন, প্রতিপক্ষকে বারবার ভুল করতে যেন বাধ্য করলেন। ম্যাচের ফল ৬-৩, ৬-২, ৬-২।

এদিকে, ২০১৪ সালের পর নিউ ইয়র্কের কোর্টে প্রথম ডাবলসে কোনও ম্যাচ জিতলেন ভেনাস উইলিয়ামস। ইউএস ওপেন মহিলা ডবলসের ম্যাচে ২২ বছরের লেলা ফার্নান্ডেজের সঙ্গে জুটি বেঁধে লুডমাইলা কিচেনক-এলেন পেরেজকে হারালেন ভেনাস।

শেষ আট থেকে বিদায় সিন্ধুর

প্যারিস, ২৯ অগাস্ট : বিশ্ব ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপ থেকে বিদায় ভারতীয় শাটলার পিভি সিন্ধুর।

শুক্রবার কোয়ার্টার ফাইনালে সিন্ধু হারলেন ইন্দোনেশিয়ার পুত্রি কুসুমা ওয়ারদানির কাছে। ম্যাচের ফল ২১-১৪, ১৩-২১, ২১-১৬। শেষ আটের লড়াইয়ে প্রথম গেমে ২১-১৪ পয়েন্টে হারেন সিন্ধু। কিন্তু প্রতিপক্ষকে নাস্তানাবুদ করে দ্বিতীয় গেম জিতে ম্যাচে ফেরত আসেন তিনি। তৃতীয় গেমে ভালো লড়াই করলেও শেষরক্ষা হয়নি। প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে চিনের ওয়াং ঝিকে হারিয়ে পদক জয়ের আশা বাড়িয়েছিলেন সিন্ধু। এদিন সিন্ধুর বিদায়ের ফলে মহিলাদের সিঙ্গলস থেকে পদকের আশা শেষ ভারতের।

এদিকে, মিক্সড ডাবলসের কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে বিদায় নিয়েছেন ভারতের ধ্রুব কপিলা-তৃষা ক্রাস্টো। মালয়েশিয়ার চেন তাংজি-তোহ এওয়ের কাছে ৩৭ মিনিটের লড়াইয়ে ১৫-২১, ১৩-২১ পয়েন্টে পরাজিত হয়েছেন ভারতীয় জুটি।

আড়াই কোটিতে বিক্রি ডনের টুপি

সিডনি, ২৯ অগাস্ট : সবুজ রঙের ব্যাগি গ্রিন টুপি।

কয়েক দশকের পুরোনো। কিছু কিছু জায়গায় ছিঁড়েও গিয়েছে। সেই টুপির দামই কিনা আড়াই কোটি টাকার বেশি! অবাক হওয়ার অবশ্য কিছু নেই। কারণ টুপির মালিকের নাম স্যর ডোনাল্ড ব্র্যাডম্যান। ১৯৪৬-'৪৭ অ্যাসেজে এই ব্যাগি গ্রিন টুপি পরে খেলেছিলেন অস্ট্রেলিয়ার কিংবদন্তি ক্রিকেটার।

বিশ্বযুদ্ধের পর হওয়া যে অ্যাসেজে ৩-০ ব্যবধানে জেতে অস্ট্রেলিয়া। ৮ ইনিংসে ৯৭.১৪ গড়ে ৬৮০ রান করেন ব্র্যাডম্যান। ব্যাটিং গড় ৯৭.১৪। ঐতিহাসিক যে সিরিজে এই ব্যাগি গ্রিন টুপি পরে খেলেছিলেন। ডনের ১১৭তম জন্মদিনের ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে যে টুপি নিলামে ৪,৩৮,৫০০ অস্ট্রেলীয় ডলারে বিক্রি হল। ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় আড়াই কোটির বেশি।

নিলাম থেকে ব্র্যাডম্যানের যে ঐতিহাসিক স্মারক কিনে নিল ক্যানবেরাস্থিত অস্ট্রেলিয়ার জাতীয় জাদুঘর। সেদেশের খেলাধুলোর বিভিন্ন স্মারক জায়গা পেয়েছে এই জাদুঘরে। রয়েছে স্যর ডনের স্মৃতিবিজড়িত আরও বেশ কিছু স্মারক। তবে ব্র্যাডম্যানের ১১টি টুপির মধ্যে ৯টি এখনও ব্যক্তিগত মালিকানায় রয়েছে বলে খবর।

নিলাম শেষে অস্ট্রেলিয়ার শিল্পমন্ত্রী টোনি বার্ক বলেছেন, 'আগামী প্রজন্মের জন্য দেশের ক্রিকেট ইতিহাসের অন্যতম এই স্মারক সংরক্ষিত করা হল। ব্র্যাডম্যানের বহু স্মারকের সঙ্গে এই টুপিটিও জাতীয় জাদুঘরে স্থান পেল। দর্শকরা যা দেখতে পাবেন।'

টুপিটি বেশ কয়েকবার হাতবদল হয়েছে। শুরুতে রন স্যাগার্স নামে জনৈক এক ব্যক্তির কাছে ছিল। অস্ট্রেলিয়ার এক ক্রিকেটারের মাধ্যমেই তিনি এটা সংগ্রহ করেন। পরে টুপিটি তিনি এক পরিচিত স্মারক সংগ্রাহককে দিয়ে দেন। তিনি আবার ২০০৩ সালে টুপিটি বিক্রি করে দেন। বর্তমান মালিকের থেকে আপাতত যার ঠিকানা এখন অস্ট্রেলিয়ার জাতীয় জাদুঘর।

বিভিন্ন স্মারকে দামে চমক

শেন ওয়ার্নের টুপি
৫৫ কোটি টাকা (দাবানলে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য নিলাম)

মহেন্দ্র সিং ধোনির ব্যাট
১.১৯ কোটি টাকা (২০১১ বিশ্বকাপ ফাইনালে খেলেন এই ব্যাটে)

ডন ব্র্যাডম্যানের টুপি
২৫ কোটি টাকা (১৯২৮-এ এই টুপি পরে খেলেন)

গ্যারি সোবার্সের ব্যাট
৬৪.৪৩ লক্ষ টাকা (ছয় ছক্কা মেরেছিলেন এই ব্যাটে)

স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের ব্যাগি গ্রিন টুপি কিনে নিল ক্যানবেরাস্থিত অস্ট্রেলিয়ার জাতীয় জাদুঘর। মহেন্দ্র সিং ধোনির ২০১১ সালের বিশ্বকাপ ফাইনালের ব্যাটের দাম উঠল ১.১৯ কোটি টাকা।

৪ বলে ৪ উইকেট নিয়ে উচ্ছ্বাস উত্তরাঞ্চলের পেসার আকিব নবির।

চাপে পূর্বাঞ্চল

বেঙ্গালুরু, ২৯ অগাস্ট : দলীপ ট্রফিতে হতাশা বাড়াচ্ছেন মহম্মদ সামি। শুক্রবার উত্তরাঞ্চলের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় দিনেও বল হাতে একেবারেই সাদামাঠা এই ভারতীয় পেসার।

বৃহস্পতিবার প্রথমে ব্যাট করতে নেমে দিনের শেষে ৬ উইকেটে ৩০৮ রান সংগ্রহ করেছিল উত্তরাঞ্চল। এদিন তাদের ইনিংস শেষ হয় ৪০৫ রানে। দ্বিতীয় দিনে ৬ ওভার বল করে কোনও উইকেট পাননি সামি। উলটে আরও ৪৫ রান দিয়েছেন তিনি। সব মিলিয়ে প্রথম ইনিংসে ২৩ ওভার বল করে ১০০ রানের বিনিময়ে সামির সংগ্রহ ১টি উইকেট। প্রথমদিনে হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট পেয়ে মাঠ ছেড়েছিলেন বঙ্গতারকা মুকেশ কুমার। এদিন অবশ্য মাঠে নেমে আরও তিন ওভার বল করেছেন। মনে করা হচ্ছে তাঁর চোট বিশেষ গুরুতর নয়।

হতাশ করলেন সামি

প্রথম ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে ব্যাটিং বিপর্যয়ের মুখে পড়ে পূর্বাঞ্চল। দিনের শেষে সবকটি উইকেট হারিয়ে পূর্বাঞ্চল ২৩০ রান করেছে। এখনও তারা উত্তরাঞ্চলের থেকে ১৭৫ রানে পিছিয়ে।

এদিকে, অপর ম্যাচে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিরুদ্ধে চালকের আসনে মধ্যাঞ্চল। প্রথম দিনের শেষে তারা ২ উইকেটে ২ উইকেটে ৪৩২ রান সংগ্রহ করেছিল। এদিন ৫৩২/৪ স্কোরে ইনিংস ডিক্লেয়ার করে তারা। মধ্যাঞ্চলের হয়ে দ্বিশতরান করেন দানিশ মালেওয়ার। জবাবে ব্যাট করতে নেমে দিনের শেষে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সংগ্রহ ৭ উইকেটে ১৬৮ রান।

'ধোনিকে দেখে অবাক হই'

ক্লান্তির কারণে আইপিএল-কে গুডবাই অশ্বীনের

চেন্নাই, ২৯ অগাস্ট : বুধবার আইপিএল থেকে অবসরের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছিলেন। শুক্রবার তার কারণ ব্যাখ্যা করলেন রবিচন্দ্রন অশ্বীন। প্রাক্তন তারকা অফস্পিনারের যুক্তি, মেগা লিগে টানা তিন মাস খেলা তার পক্ষে সম্ভব নয়। একটানা ক্রিকেটের ধকল তাঁর শরীর নিতে পারবে না। তাই আইপিএল থেকেও সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত।

নিজের ইউটিউব চ্যানেলে কারণ ব্যাখ্যা করে অশ্বীন বলেছেন, 'আগামী মরশুমে আইপিএলে খেলব কি না ভাবছিলাম। তবে মন সাড়া দেয়নি। তিন মাস টানা খেলা একটু বেশি মনে হচ্ছিল। আসলে জীবনে এমন এক পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছি, সেখানে তিন মাস টানা আইপিএলে খেলা আমার জন্য ক্লান্তিকর।'

চুয়াল্লিশে পা রাখা মহেন্দ্র সিং ধোনির আইপিএলে খেলা চালিয়ে যাওয়া, তাই অবাক করে অশ্বীনকে। যুক্তি, মাহি সারা বছরে মাত্র তিন মাস খেলে। ফলে ফিটনেস ধরে রাখা সহজ নয়। তাছাড়া বয়সের সঙ্গে সঙ্গে টানা তিন মাস খেললে খেলার তীব্রতা কমে। দলের সঙ্গে যাতায়াত থাকে। রয়েছে পরের ম্যাচের জন্য প্রস্তুতিও। সবকিছু সামলানো সহজ নয়। সবদিক ভেবে চিন্তে তাই অবসরের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

অশ্বীনের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় গুরুত্ব দিচ্ছেন কোচিংকে। তবে আইপিএলকে বিদায়কে জানালেও ক্রিকেট কেরিয়ারে এখনই ইতি টানছেন না। লক্ষ্য এবার বিদেশি লিগ। প্রাক্তন অফস্পিনার বলেছেন, 'ভাবছিলাম, এখনই কোচিং শুরু করব কি না? তারপর মনে হল, ক্রিকেটার হিসেবে এখনও শেষ হয়ে যায়নি। খেলা চালিয়ে যাব তাই। বিদেশের মাটিতে খেলতে পারলে উপভোগ্য হবে। রাস্তাঘাটে খুব বেশি লোক চিনবে না। সময়টা অন্যভাবে কাটবে। তবে সব ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে অংশ নেওয়া বা বছরে দশ মাস খেলা সম্ভব নয়। আপাতত সুযোগের অপেক্ষায়। তারপর সিদ্ধান্ত, পরবর্তী পদক্ষেপ করব। ইতিমধ্যে একটি লিগের সঙ্গে যুক্ত হয়েছি। দেখতে চাই, সেই অভিজ্ঞতা কেমন হয়।'

পিছিয়ে থেকেও জয় ভারতের

রাজগির, ২৯ অগাস্ট : এশিয়া কাপ হকির প্রথম ম্যাচে পিছিয়ে থেকেও জয় পেল ভারত। শুক্রবার তারা চিনকে ৪-৩ গোলে হারিয়েছে। হ্যাটট্রিক করেন ভারত অধিনায়ক হরমনপ্রীত সিং।

ম্যাচের প্রথম কোয়ার্টারে ডু সইহাওয়ের গোলে এগিয়ে ছিল চিন। দ্বিতীয় কোয়ার্টারের ১৮ মিনিটে ভারতকে সমতায় ফেরান যোগরাজ সিং। মিনিট দুয়েক পরে গোল করে ভারতকে এগিয়ে দেন হরমনপ্রীত। তৃতীয় কোয়ার্টারের শুরুতে হরমনপ্রীতের গোলে ৩-১ ব্যবধানে এগিয়ে যায় ভারত। কিন্তু ওই কোয়ার্টারে বেনহাই চেন এবং জিয়ালং গুয়োর গোলে ম্যাচের ফল ৩-৩ করে ফেলে চিন। অবশেষে ৪৭ মিনিটে গোল করে নিজের হ্যাটট্রিকের সঙ্গে ভারতের জয় নিশ্চিত করেন হরমনপ্রীত। রবিবার ভারত পরবর্তী ম্যাচে মুখোমুখি হবে জাপানের।

বাগানের সামনে আজ পাঠচক্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৯ অগাস্ট : সুপার সিক্সের আশা কার্যত শেষ। এই অবস্থায় শনিবার কলকাতা লিগে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট খেলবে পাঠচক্রের বিরুদ্ধে। লিগে শুরুটা দুর্দান্ত করা পাঠচক্র কোচ পার্থ সেন প্রয়াত হওয়ার পর কিছুটা ছন্দ হারিয়েছে। এদিকে মোহনবাগানও ছন্দহীন। গত ম্যাচে কাস্টমসের কাছে হারার পর পাঠচক্রকে হারাতে মরিয়া ডেগি কাডোজোর ছেলেরা।

ক্রীড়া দিবসে গুকেশদের কথা শচীনের মুখে

মুম্বই, ২৯ অগাস্ট : জাতীয় ক্রীড়া দিবস। 'হকির জাদুকর' মেজর ধ্যানচাঁদের জন্মতিথিতে দেশজুড়ে ক্রীড়া দিবস পালিত হচ্ছে। ভারতীয় ক্রীড়াজগতের অন্যতম আইকন শচীন তেন্ডুলকারও ব্যতিক্রম নন। ক্রীড়াদিবসে বর্তমান প্রজন্মকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছেন।

অ্যাথলিট দিব্যা দেশমুখ, ডোম্মারাজু গুকেশ সহ দেশের বহুমুখী ক্রীড়া প্রতিভার কথা তুলে ধরেন মাস্টার ব্লাস্টার। নিজের এক্স হ্যান্ডেলে শচীন লিখেছেন, 'ক্রীড়া জগতে ভারত যে সাফল্য পেয়েছে, পাচ্ছে, তার জন্য জাতীয় ক্রীড়া দিবসে নিজেকে গর্বিত বোধ করছি। বর্তমানে আমাদের সাফল্যের তালিকা বেশ দীর্ঘ। সাফল্য আর শুধুমাত্র দুই-একটা ক্রীড়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়।'

শচীনের মতে, নিজেদের সীমাবদ্ধতাতে ছাপিয়ে যাওয়ার সংকল্প থাকতে হবে। আর তা পারলে, সাফল্য অপেক্ষা করবে। ফিটনেস যে লক্ষ্যে পৌঁছোতে গুরুত্বপূর্ণ, তা মনে করিয়ে দিচ্ছে 'ফিট ইন্ডিয়া মিশন'।

শুভেচ্ছা প্রধানমন্ত্রীর

ক্রীড়া দিবস উপলক্ষ্যে সংস্থাটি দেশব্যাপী তিনদিনের এক ফিটনেস মুভমেন্ট শুরু করেছে আজ। থিম- 'এক ঘণ্টা, খেলার মাঠে।'

ক্রীড়া দিবসে দেশের ক্রীড়াবিদদের কুর্নিশ জানিয়েছেন ২০০৮ বেজিং অলিম্পিকে সোনাজয়ী অভিনব বিন্দ্রা। সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে ভারতের তারকা শুটার লিখেছেন, 'বিখ্যাত, অখ্যাত সমস্ত ক্রীড়াবিদ, তাদের উত্তরণের পিছনে নীরবে কাজ করে যাওয়া সমস্ত অভিভাবক, কোচ, সাপোর্ট স্টাফদের কথা বলব। ক্রীড়া আমাদের শেখায় সাফল্যের পথে এগিয়ে যেতে, পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও ঐক্যের গুরুত্ব।'

শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও। সমাজমাধ্যমে লিখেছেন, 'জাতীয় ক্রীড়া দিবসে সবাইকে শুভেচ্ছা। শ্রদ্ধা জানাই মেজর ধ্যানচাঁদজিকে। যার শ্রেষ্ঠত্ব প্রজন্মের পর প্রজন্মের কাছে অনুপ্রেরণাস্বরূপ। গত দশকে ক্রীড়াক্ষেত্রে ভারতের উৎকর্ষ প্রশংসনীয়। আমাদের সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ক্রীড়া পরিকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি ক্রীড়াবিদদের পাশে থাকার।'

'সঠিক বিদায় সংবর্ধনা প্রাপ্য বিরাট-রোহিতদের'

নয়াদিল্লি, ২৯ অগাস্ট : ভারতীয় ক্রিকেটে বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা, চেতেশ্বর পূজারাদের অবদান অনস্বীকার্য। যদিও টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসরের সময় সেই প্রাপ্য সম্মান দেওয়া হয়নি বিরাটদের। পূজারার অবসর প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে ভারতীয় ক্রিকেট ভারতীয় ক্রিকেটের জন্য যা মোটেই ভালো বিজ্ঞাপন নয়।

শ্রীকান্ত বলেছেন, 'বিরাটের অন্তত আরও ২ বছর খেলা বাকি ছিল। ফলে ভালোভাবে ওর ফেয়ারওয়েল টেস্টের পরিকল্পনা করা যেত। যেহেতু শুভমান গিলের নেতৃত্বাধীন ইয়ং ব্রিগেড ইংল্যান্ডে গিয়ে ড্র করে এসেছে, তাই বিরাটকে নিয়ে কেউ এখন কথা বলছে না। কিন্তু সবার মাথায় রাখা উচিত বিরাটের মতো ক্রিকেটার সহজে আসে না।'

পূজারাকে নিয়েও বোর্ডকে বিঁধলেন শ্রীকান্ত

চেতেশ্বর পূজারার ক্ষেত্রেও সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, কার্যত আড়ালে থেকেই সরে যাওয়া। ১৯৮৩ সালের বিশ্বজয়ী দলের অন্যতম সদস্য শ্রীকান্ত বলেছেন, 'পূজারার ক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম হয়নি। যখন ও দলে ছিল, খেলছিল, তখনই অবসর পরিকল্পনা নিয়ে ওর সঙ্গে কথা বলা উচিত ছিল। পাশাপাশি ক্রিকেটারদের বুঝতে হবে তাদের কোথায় থামতে হয়। মূল কথা, পূজারার অনেক যোগ্য বিদায় সংবর্ধনা প্রাপ্য ছিল। দরকার ছিল ক্রিকেটার, নির্বাচক, বোর্ডের মধ্যে সঠিক বোঝাপড়ার। যদিও বিরাট, রোহিত, পূজারা, কারও ক্ষেত্রে সেই বোঝাপড়া চোখে পড়েনি।'

কোহলি, রোহিতের মূল চ্যালেঞ্জ টানা ক্রিকেটের মধ্যে থাকা। পেশাদার ক্রিকেটে ম্যাচ ফিট থাকা জরুরি। নিয়মিত খেলা জরুরি। সেখানে ঘরোয়া ক্রিকেট বলতে বিরাট শুধু আইপিএলে খেলে। অথচ, না খেললে নিজেকে প্রমাণ করা মুশকিল। ফলে বিরাটদের পক্ষে ওডিআই বিশ্বকাপের দাবি বাঁচিয়ে রাখা কঠিন। -ইরফান পাঠান

এদিকে ইরফান পাঠানের দাবি ২০২৭ ওডিআই বিশ্বকাপ খেলার ইচ্ছে পূরণ করা সহজ হবে না বিরাট, রোহিতের। যুক্তি, 'কোহলি, রোহিতের মূল চ্যালেঞ্জ টানা ক্রিকেটের মধ্যে থাকা। পেশাদার ক্রিকেটে ম্যাচ ফিট থাকা জরুরি। নিয়মিত খেলা জরুরি। সেখানে ঘরোয়া ক্রিকেট বলতে বিরাট শুধু আইপিএলে খেলে। অথচ, না খেললে নিজেকে প্রমাণ করা মুশকিল। ফলে বিরাটদের পক্ষে ওডিআই বিশ্বকাপের দাবি বাঁচিয়ে রাখা কঠিন।'

ইরফানের কথায়, রোহিত এবং বিরাট দুজনেরই পাখির চোখ ওডিআই বিশ্বকাপ। দুজনেই প্র্যাকটিসের মধ্যে রয়েছেন। ফিটনেস নিয়ে পরিশ্রম করছেন। কিন্তু নির্বাচকরা-হেডকোচ কী চাইছেন, তা পরিষ্কার হওয়া উচিত। প্রাক্তন অলরাউন্ডার আশাবাদী, রাখঢাক সরিয়ে বিরাট-রোহিতের বিশ্বকাপ ভাগ্য নিয়েও নিজেদের অবস্থান পরিষ্কার করবেন গৌতম গম্ভীররা।

শীর্ষে থেকে সুপার সিক্সে ইস্টবেঙ্গল

ইস্টবেঙ্গলকে এগিয়ে দেওয়ার পর ডেভিড লালহালানসাঙ্গা।

ইস্টবেঙ্গল এফসি-৩
(ডেভিড, গুইতে, শ্যামল)
কালীঘাট মিলন সংঘ-১ (দেবদত্ত)

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৯ অগাস্ট : সহজ ম্যাচ, কঠিন জয়।

কালীঘাট মিলন সংঘকে ৩-১ গোলে হারিয়ে কলকাতা ফুটবল লিগে সুপার সিক্স নিশ্চিত করল ইস্টবেঙ্গল। যদিও ফলাফল দেখে ইস্টবেঙ্গলের জন্য ম্যাচটা যতটা সহজ হয়েছে বলে মনে হচ্ছে আদতে তা হয়নি।

কোনও ঝুঁকি না নিয়ে এদিন সিনিয়ার-জুনিয়ার মিশেলেই দল সাজান লাল-হলুদ কোচ বিনো জর্জ। ম্যাচের ৬ মিনিটেই এগিয়ে যেতে পারত ইস্টবেঙ্গল। সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মাপা সেন্টার পিভি বিষ্ণু গোল লক্ষ্য করে মাথা দিয়ে নামিয়ে দিলেও তা বাঁচিয়ে দেন কালীঘাট এমএস গোলরক্ষক। ২৫ মিনিটে গোলমুখ খোলেন ডেভিড লালহালানসাঙ্গা। মাঝমাঠ থেকে সৌভিক চক্রবর্তীর লম্বা পাস বক্সে পেয়ে গোলে ঠেলে দেন তিনি। মাঝে বিষ্ণু থাকলেও তিনি বলে পা না ছোঁয়ানোয় সামনে অনেকটা ফাঁকা জায়গা তৈরি হয়। সেই সুযোগ কাজে লাগিয়েই লক্ষ্যভেদ ডেভিডের।

দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই দর্শনীয় গোলে ব্যবধান বাড়ান ভানলালপেকা গুইতে। ডেভিডের সেন্টার বক্সের মুখ থেকে বাঁ পায়ের শটে টপ কর্নার দিয়ে জালে পাঠান তিনি। শুধু গোলই করলেন না। গুইতে মাঠে নামার পর এদিন প্রাণ পেল ইস্টবেঙ্গলের মাঝমাঠ। উলটোদিকে প্রথম গোল হজমের পর থেকেই পালটা লাল-হলুদ রক্ষণে চাপ তৈরি করছিল কালীঘাট। দ্বিতীয় গোলের পর যা আরও বাড়ল। এরইমধ্যে ৬৯ মিনিটে বল বিপন্মুক্ত করতে গিয়ে কালীঘাটকে পেনাল্টি উপহার দেন ইস্টবেঙ্গল গোলরক্ষক দেবজিৎ মজুমদার। তা থেকেই গোল শোধ করেন দেবদত্ত এস। অবশেষে ৮৭ মিনিটে কালীঘাটের প্রত্যাবর্তনের যাবতীয় পথ বন্ধ করে দেন শ্যামল বেসরা। প্রায় ২২ গজ দূর থেকে ডান পায়ের শটে গোল করে ইস্টবেঙ্গলকে স্বস্তি দেন তিনি। এই জয়ের সুবাদে সুপার সিক্স যেমন নিশ্চিত হল তেমন গ্রুপে শীর্ষস্থানটাও ধরে রাখল ইস্টবেঙ্গল।

ইস্টবেঙ্গল : দেবজিৎ, তন্ময় (সঞ্জয়), প্রভাত, জোসেফ, সোনম (চাকু), আমন (গুইতে), শ্যামল, সৌভিক, সায়ন (আশিক এস), ডেভিড (এডমুন্ড) ও বিষ্ণু।

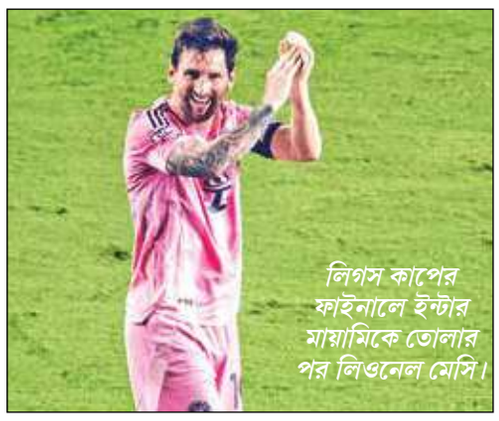

লিগস কাপের ফাইনালে ইন্টার মায়ামিকে তোলার পর লিওনেল মেসি।

৫ সেপ্টেম্বর দেশে হয়তো শেষ ম্যাচ মেসির

মায়ামি, ২৯ অগাস্ট : ৫ সেপ্টেম্বর বুয়েনস আয়ার্সে বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বের ম্যাচে আর্জেন্টিনা মুখোমুখি হবে ভেনেজুয়েলার। আগেই বিশ্বকাপ খেলা নিশ্চিত করা নীল-সাদা ব্রিগেডের জন্য এই ম্যাচটাই স্পেশাল হয়ে উঠেছে লিওনেল মেসির বার্তার পর। বৃহস্পতিবার লিগস কাপের ফাইনালে ইন্টার মায়ামিকে তোলার পর মেসি বলেছেন, 'আমার জন্য স্পেশাল ম্যাচ। ঘরের মাঠে বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বে এটাই আমাদের শেষ ম্যাচ।' এরপর কোন প্রীতি ম্যাচ খেলার সিদ্ধান্ত না নিলে বিশ্বকাপের আগে দেশের মাটিতে ৫ সেপ্টেম্বরই শেষবার খেলবে আর্জেন্টিনা। যা ঘরের মাটিতে মেসিরও কেরিয়ারের শেষ ম্যাচ হতে পারে। তিনি বলেছেন, 'জানি না (ভেনেজুয়েলা ম্যাচ) এরপর দেশে আর কোনও প্রীতি ম্যাচ আমরা খেলব কি না? ওইদিন আমার স্ত্রী, ছেলে, বাবা-মা, ভাই-বোন স্টেডিয়ামে থাকবে। আমরা একসঙ্গে উপভোগ করতে চাই। তারপর কী হবে, জানি না।'

জয় দিয়ে শুরু খালিদ জমানা

তাজিকিস্তান-১ (সামিয়েভ)
ভারত-২ (আনোয়ার, সন্দেশ)

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৯ অগাস্ট : ভারতীয় ফুটবল আকাশে এখন ঘন কালো মেঘ। তারই মধ্যে হয়তো কিছুটা আশার আলো খালিদ জামিলের ভারতীয় দল। ম্যাচ শেষ হতেই মাঠেই ভেঙে পড়া শরীরগুলো বহুদিনের কাঙ্ক্ষিত জয়ে যেন ঈশ্বরের কাছে নিজেদের কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছেন। প্রথম মিনিট থেকেই এদিন সন্দেশ ঝিংগান-লালিয়ানজুয়ালা ছাঙ্গতেরা নিজেদের প্রমাণ করার তাগিদ দেখালেন। যার ফসল এই ২-১ গোলে জয়।

এদিন থেকেই কাজ শুরু হল খালিদের। আগের কোচ মানোলো মার্কুয়েজ রোকার অধীনে গত এক বছরে ফুটবলে ক্রমশ পিছিয়েছে ভারত। তাই খালিদকে দায়িত্ব দিতেই আশা বেড়েছে। কাফা নেশনস কাপে প্রথম ম্যাচই আয়োজক দেশ তাজিকিস্তানের বিপক্ষে হওয়ায় সেভাবে আশা করেননি কেউই। এর পিছনে আরও দুইটি কারণ ছিল। এক তো তাজিকিস্তানের নিজেদের মাঠে খেলা। আর দ্বিতীয়ত, সেই অর্থে পূর্ণশক্তির দল নিয়ে খালিদ যেতে পারেননি মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট ফুটবলার না ছাড়ায়। কিন্তু সবাইকে অবাক করে ম্যাচের ১৩ মিনিটের মধ্যে ২-০ গোলে এগিয়ে যায় ভারত। শুধু গোলই নয়, এদিন যেন জানপ্রাণ দিয়ে লড়াই করছিলেন প্রতিটি ফুটবলার। ৫ মিনিটে প্রথম গোল আনোয়ার আলির। তাঁর হেড গোলে ঢোকার সময় তাজিক ডিফেন্ডার বার করতে গিয়ে নিজের গোলে ঢুকিয়ে দেন। দ্বিতীয়টি সন্দেশের। এক্ষেত্রেও আনোয়ারের কর্নার থেকে তোলা বল রাহুল ভেকে হেড করেন। যা তাজিক গোলরক্ষক বার করার চেষ্টা করলে সন্দেশ গোলে ঠেলে দেন। এরপরই চাপ বাড়ায় তাজিকিস্তান। ফলে প্রথমার্ধেই ২-১ করে

ভারতকে ২-০ এগিয়ে দেওয়া সন্দেশ ঝিংগানকে ঘিরে উল্লাস। দুসানবেতে।

ফেলে তারা। সেই চাপ ছিল গোটা ম্যাচেই। এরপর একা কুন্ত হয়ে ওঠেন গুরপ্রীত সিং সান্ধু। একের পর এক সেভের পাশাপাশি গুরপ্রীত অসাধারণ দক্ষতায় ৭২ মিনিটে পেনাল্টিও বাঁচান তিনি। ম্যাচের পর সন্দেশ বলেছেন, 'শুরুতে গোল পাওয়া কাজে দিয়েছে। তবে কাজ এখনও অনেক বাকি।' ভারতের পরবর্তী ম্যাচ ইরানের বিপক্ষে সোমবার। এই জয় বাকি টুর্নামেন্টে দলের আত্মবিশ্বাস বাড়াতে সাহায্য করবে।

থ্রো বলে দাপট গুড শেফার্ডের

বাগডোগরা, ২৯ অগাস্ট : হাওড়ার সেন্ট থমাস চার্চ স্কুলে অনুষ্ঠিত সিআইসিএসই স্কুলের আঞ্চলিক থ্রো বল চ্যাম্পিয়নশিপে বাগডোগরার গুড শেফার্ড স্কুল, আমবাড়ির সেন্ট জোসেফ স্কুল ও মবার্ট হাইস্কুলকে নিয়ে গঠিত জোন ১ দল অনূর্ধ্ব-১৭ ও ১৪ বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। অনূর্ধ্ব-১৯ বিভাগে তারা পেয়েছে তৃতীয় স্থান। এই প্রতিযোগিতা থেকে জোন ১ -এর ২১ জনকে নিয়ে সিআইসিএসই স্কুলের জাতীয় পর্যায়ে খেলার জন্য রাজ্য দল গঠিত হয়েছে। যেখানে গুড শেফার্ডের ১০, মবার্টের ৭ ও আমবাড়ির ৪ জন সুযোগ পেয়েছে। জাতীয় প্রতিযোগিতাটি ২১-২৩ সেপ্টেম্বর উত্তরপ্রদেশের গোরখপুরে অনুষ্ঠিত হবে।

রাজ্য স্কুল দলে শিলিগুড়ির ৭

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৯ অগাস্ট : জাতীয় স্কুল টেবিল টেনিসের জন্য রাজ্য দলে শিলিগুড়ির ৭ জন সুযোগ পেয়েছে। জেলা বিদ্যালয় ক্রীড়া পর্ষদের সভাপতি মদন ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, শিলিগুড়ি থেকে শ্রেয়া ধর, রিনিভা সরকার, সায়ন্তনী দাসগুপ্ত, দেবরাজ ভট্টাচার্য (অনূর্ধ্ব-১৭), রিজায়াম মিত্র, আর্যভ রায় (অনূর্ধ্ব-১৪) ও সংগ্রাম সরকারকে (অনূর্ধ্ব-১৯) ডাকা হয়েছে। প্রতিযোগিতাটি পুজোর পর অনুষ্ঠিত হবে।

স্কুল বাস্কেটবল শুরু আজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৯ অগাস্ট : শিলিগুড়ি বাস্কেটবল সংস্থার দুইদিনের আন্তঃ স্কুল ছেলে ও মেয়েদের বাস্কেটবল শনিবার শুরু হবে। আয়োজকদের পক্ষে সমীরণ রায় জানিয়েছেন, কাগা বাস্কেটবল অ্যাকাডেমিতে অনুষ্ঠেয় আসরে ছেলেদের বিভাগে ছয়টি ও মেয়েদের বিভাগে তিনটি স্কুল অংশ নেবে।

ফাইনালে কাঞ্চনজঙ্ঘা

ময়নাগুড়ি, ২৯ অগাস্ট : ময়নাগুড়ি গোল্ড কাপ ফুটবলে ফাইনালে উঠল শিলিগুড়ির কাঞ্চনজঙ্ঘা এফসি। শুক্রবার ২-১ গোলে কাঞ্চনজঙ্ঘা হারায় এসএসবি রানিডাঙ্গাকে। ফাইনাল রবিবার।

রোহিতের ফিটনেস পরীক্ষা ১৩ সেপ্টেম্বর
-খবর এগারোর পাতায়

সর্বসাধারণের উদ্দেশ্যে প্রচারিত

এতদ্বারা সমস্ত চম্পাসারি স্টেট ব্যাংক এর গ্রাহকদের জানানো হচ্ছে যে দীপা চৌধুরি দ্বারা চালিত গ্রাহক সেবা কেন্দ্র যেটি গত বছর অগাস্ট মাসে বন্ধ হয়েছে এবং যে আইনের তত্ত্বাবধানে আছে তার দ্বারা যদি কোনওরকম ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকেন তবে উপযুক্ত প্রমাণ সহকারে আগামী 15 দিনের মধ্যে আমাদের সাথে অথবা চম্পাসারি স্টেট ব্যাংক এ সরাসরি যোগাযোগ করুন। আগামী 15 দিন পরে আর কোনো রকম অভিযোগ গ্রহণ হইবে না। এই বিজ্ঞপ্তি জনসাধারণের উদ্দেশ্যে প্রচারিত।

ধন্যবাদান্তে
টিম অস্থানা রুরাল ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড
96 আশ্রমপাড়া, phe office এর বিপরীতে
শিলিগুড়ি, Dist Darjeeling
M: 8972473439

ডিপিএসের স্কুল ফুটবল শেষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৯ অগাস্ট : দিল্লি পাবলিক স্কুল (ডিপিএস) শিলিগুড়ির ভরপাই দেবী মেমোরিয়াল আন্তঃ স্কুল ফুটবল শুক্রবার শেষ হল। ডিপিএস শিলিগুড়ির মাঠে অনুষ্ঠিত আসরে ১১টি স্কুল অংশ নিয়েছিল। প্রতিযোগিতার সমাপ্তি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যা ভারতী ফাউন্ডেশনের সভাপতি ও ডিপিএস শিলিগুড়ির প্রো ভাইস চেয়ারপার্সন কমলেশ আগরওয়াল, ডিপিএস শিলিগুড়ি ও ফুলবাড়ির চেয়ারম্যান শরদ আগরওয়াল, ডিপিএস শিলিগুড়ি ও ফুলবাড়ির ডিরেক্টর স্নিগ্ধা আগরওয়াল, ডিপিএস শিলিগুড়ির প্রিন্সিপাল অনীশা শর্মা, ডিপিএস ফুলবাড়ির প্রিন্সিপাল মনোয়ারা বি আহমেদ, ডিপিএস শিলিগুড়ির সহকারী অধ্যক্ষ সুকান্ত ঘোষ, প্রধান শিক্ষক অম্লান সরকার, সিনিয়ার শিক্ষিকা মৌমিতা দেবনাথ প্রমুখ।

ভরপাই দেবী মেমোরিয়াল আন্তঃ স্কুল ফুটবলের ফাইনাল খেলা চলছে।

চ্যাম্পিয়ন বাণীমন্দির

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৯ অগাস্ট : এনএফ রেলওয়ের আন্তঃ স্কুল ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল শিলিগুড়ির বাণীমন্দির রেলওয়ে হাইস্কুল। ফাইনালে তারা টাইব্রেকারে ৪-২ গোলে জিতেছে আলিপুরদুয়ারের রেলওয়ে হাইস্কুলের বিরুদ্ধে। নির্ধারিত সময়ে কোনও গোল হয়নি। ফাইনালের সেরা আকাশ দে। বাণীমন্দিরের শারীরিক শিক্ষার শিক্ষক সুদীপ্তকুমার জানা তাঁর স্কুলের ফুটবলারদের পারফরমেন্সে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন।

চ্যাম্পিয়ন ট্রফি নিচ্ছে বাণীমন্দির রেলওয়ে হাইস্কুল।